

হৃদয়-গাথা ।

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত ।

*"The sea hath its pearls,
The heaven hath its stars ;
But my heart, my heart,
My heart hath its love.
Great are the sea and the heaven ;
Yet greater is my heart,
And fairer than pearls and stars
Flashes and beams my love.
Thou little, youthful maiden,
Come unto my great heart ;
My heart, and the sea and the heaven
Are melting away with love !"*

HEINRICH HEINE

[*Translated by H. W. Longfellow.*]

হৃদয়-গাথা !

[কবিতাবলী ।]

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত প্রণীত ।

“তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্যক্তি হেতবঃ ।
হেমঃ সংলক্ষ্যতে হৃগৌ বিশুদ্ধি শ্যামিকাপি বা ॥”
কানিদাসঃ ।

কলিকাতা,

১৭ নং নন্দকুমাৰ চৌধুরীৰ দ্বিতীয় লেন,
কালিকা ষ্টীম্-মেসিন্-যন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত ।

[*All rights reserved.*]

[মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র]



Published by
Kedareswar Bhoumic.
Haldibari in Cooch-Bihar State.

উৎসর্গপত্র।

পরম শ্রদ্ধাভাজন পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত নীলকান্ত চট্টোপাধ্যায়

এম.এ., বি.এল.,

মহাশয়ের শ্রীচরণে

কাব্যকারের

আন্তরিক ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতার

চিহ্ন স্বরূপ

এই

ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি উৎসর্গ হইল।

নিবেদন ।

কবিতা এবং কাব্য পরিপূর্ণ বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে নূতন কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব অতি গুরুতর । আমি সেই দায়িত্ব সম্যক উপলব্ধি করিয়াই অতি সসম্মানে আমার “হৃদয়-গাথা” বঙ্গপাঠকমণ্ডলী সমীপে নিবেদিত করিলাম । হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস-প্রণোদিত হইয়াই আমি এই কবিতাগুলি লিখিয়াছিলাম ; তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে ইহা জন সমাজে প্রকাশিত হইবে । এতদ্রূপ রচনা সাধারণে প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় কিনা তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ বলিয়াই এতদিন এগুলি মুদ্রিত করিনাই ।

আমার কতিপয় সুবিদ্বান শ্রদ্ধাঙ্গদ বন্ধু এই কবিতাগুলি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া অতি অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন । স্বাভাবিক পক্ষপাত বশতঃ বন্ধুজনের মত প্রায়ই অনুকূল হইয়া থাকে, সুতরাং তাহা কবি-প্রতিভার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রচুর প্রমাণ নহে । এক্ষণে সাধারণে এগুলিকে কিরূপ চক্ষে দেখিবেন তাহা বলা যায় না । সাধুদর্শী পুণী-জনের নিরপেক্ষ মত এবং সমালোচনা অথর্থাৎ শিরোধার্য্য ।

মহাকবি কালিদাসের মহাবাক্য—

“মন্দঃ কবিশশঃ প্রার্থী গমিষ্যাগ্যুপহাস্যতাম্”

কখনই নিরর্থক হইবার নহে। গুণী না হইয়া যশের আশা করিলে নিশ্চয়ই উপহাস ভাজন হইতে হয়। তবে ইহাও ঐক্য সত্য যে উপহাসের ভয়ে ভীত হইলে সংসারে কেহই কিছু করিতে পারে না। *To do greatly, we must dare greatly.* অলমিতি বিত্তরেণ।

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত ।

মঙ্গলাচরণ ।

সমুচ্চ ভূধরবর ষাঁহার গঠন,
সুবিশাল তোয়নিধি ষাঁহার সৃজন,
সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ আর নক্ষত্র নিকর,
ষাঁর 'মহিমার গীত গায় নিরন্তর ;
জীবন স্বরূপা শত শত স্রোতস্বিনী,
বৃক্ষলতা গুল্ম আদি—সৃজিলেন যিনি ;
সুবিচিত্র ফল ফুল, স্থাবর জঙ্গম
সৃজিলেন যিনি এই সৃষ্টি মনোরম ;
মানবের হৃদে যিনি করিল প্রদান, —
স্নেহ, প্রেম, ভক্তি বৃত্তি সুখের নিধান ;
সেই পরমেশ পদে নমি বারবার,
এ মগ হৃদয়-গাথা করিছে প্রচার ।

২

তুমি কর্তা, তুমি কবি, প্রভো স্বাক্ষরকণ,
ভব করে আমি শুধু যজ্ঞের বিশেষ ;
সহস্র সহস্র গ্রহ তোমার আজ্ঞায়,
সুনিয়মে নিজ নিজ কক্ষ পথে ধায় ;

* তোমার আজায় রবি শনী দেয় কঁর,
 . তব আজা বলে জল ঢালে জলধর ;
 বৈজয়ন্তী-পতি ইন্দ্র মহা শক্তিধর,
 অথবা কীটানু তুচ্ছ চক্ষু অগোচর,
 সকলে চলিছে, প্রভো, আদেশে তোমার,
 তোমা ছাড়া এ জগতে কে আছে আবার ?
 তোমার চরণে নতি করি বারবার,
 এ মগ হৃদয়-গাথা করিছ প্রচার ।

সুচীপত্র ।

(১)

বাল্য-রচনা ।

বিষয়	...	পত্রাঙ্ক ।
বিদ্যাতের প্রতি	...	৩
বিসর্জিতা দেবীপ্রতিমা	...	৬
কে তুমি ?	...	১২

(২)

হৃদয়-গাথা ।

বিষয়	...	পত্রাঙ্ক ।
বিদায়	...	১৭
সেই একদিন আর এই একদিন !	...	২০
আদর	...	২২
সে	...	২৫
দেখা	...	২৬
সেই মুখ	...	২৮

বিষয়	পত্রাঙ্ক ।
দূরে	৩০
তুমি	৩১
তুমি আমি	৩২
কেমনে	৩৩
স্বপনে	৩৪
সাধ	৩৫
বুঝাইয়ে দিবে ?	৩৬
ভুলিব ?	৩৭
মেঘ	৪০
আর কেন ?	৪১
মিলন ও বিরহ	৪৩
কেমন আছে ?	৪৪
পূজা	৪৫
পারিলাম কই ?	৪৮
ফুল	৫৩
রূপসী	৫৫
স্মৃতি	৫৮
তাও কভু হয় ?	৬১
আমারে ভুলেছে ?	৬২

বিষয়	পত্রাঙ্ক ।
তোমার	৬৭
দাঁড়াও	৬৮
চরণে ঠেলোনা	৭০
সে আজি কোথায় ?	৭৩
কোকিল	৭৫
স্বপ্নান্তে	৭৮
পাখী	৮০
সই, কে বলে মানুষ ভাল ?	৮১
চিন্তা	৮৫
সে শুধু স্বপন	৯০
গাও বীণে বিরহের গান	৯৫
ডাকিলে কেন ?	১০০
তোমার পত্র	১০৪
বিরহ	১১০
মনে কি আছে ?	১১৫
মরি মরি মধুর স্বপন !	১১৮
বুঝেছি	১১৯
* * *	১২১
উৎসর্গ	১২২

বিষয়			পত্রাঙ্ক ।
একা	...	...	১২৩
সরোজিনী	...	...	১২৫
স্বপনের মত হায় ! হয়েছে বিলীন !	...	...	১২৯
শোনরে উন্মত্ত মন	...	...	* ১৩২
উপকথা ?	...	...	১৩৩

(৩)

বিবিধ ।

বিষয়			পত্রাঙ্ক ।
বিষাদ	...	...	১৩৯
কে তুই ?	...	...	১৪২
একটি দৃশ্য	...	...	১৪৪
থোকা	...	...	১৪৫
সুন্দর চিত্র	...	...	১৪৬
কবি ও ফুল	...	...	১৪৭
প্রকৃতির পরিহাস	...	...	১৪৮
অভাগিনী	...	...	১৪৯
মরিয়ে রমণী হব	...	...	১৫২
“মর্মগাথার” কবি	...	...	১৫৬
অমিয়গাথা	...	...	১৫৭

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା ।
ଛବି	୧୫୯
ପୂଜନୀୟା କୋନ ବନ୍ଧୁପତ୍ନୀର ଐତି	୧୬୨
ସନ୍ଧ୍ୟା—ପ୍ରବାସେ	୧୬୫
ଅଗ୍ନିର-ସୁଧା	୧୬୭
କପ ନାହିଁ ?	୧୯୦
ରାମ	୧୯୫
ଶୁଭବିବାହ	୧୯୮
ଛୁଇଁ ସଖୀ	୨୦୦
ବସନ୍ତେ	୨୦୪
ଯଦନୋଽସବ	୨୦୭
ସମ୍ପ୍ରଦୀ	୨୧୧

(୫)

ପୃଷ୍ଠା ।

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା ।
କି ଲିଖିବ ?	୨୧୫
କେମନ ଆଛି ?	୨୧୭
ପତ୍ର	୨୧୯
ଉତ୍ତର	୨୨୦
ପ୍ରବାସୀର ପତ୍ର	୨୨୬

বিষয়			পত্রাঙ্ক ।
প্রিয়র পত্র	...	...	২৩১
সখীর পত্র	...	...	২৩৫
ফকিরের প্রতি	...	...	২৩৭
বেণীর প্রতি	...	...	২৩৯
কোকিলের প্রতি (১)	...	...	২৪১
কোকিলের প্রতি (২)	...	...	২৪৪
ললিতের প্রতি	...	...	২৪৮

(৫)

অনুবাদ ও অনুকৃতি ।

বিষয়			পত্রাঙ্ক ।
তুমি সুখী	...	...	২৫৫
সেকথা তুলনা	...	...	২৬০
প্রণয় সঙ্গীত	...	...	২৬৪
জনসমাগম মাঝে	...	...	২৬৭
শ্মশানে	...	...	২৭০
দেবী আগমনে	...	...	২৭৩

সমাপ্তি ।

—

ହୃଦୟ-ଗାଥା ।

ପ୍ରଥମ ।

(ବାଲ୍ୟ-ରଚନା ।)

হৃদয়-গাথা ।

বিদ্যুতের প্রতি ।

১

কে তুমি শোভিছ বল নয়ন ধাঁধিয়া ?
কৃষ্ণবর্ণমেঘকোলে, খেলিতেছ হেলেছুলে,
তোমা'রে হেরিলে চিত উঠে চমকিয়া !
ত্রিলোক উজল করি রূপের কিরণে,
কে তুমি ভাতিছ আহা বল গো ললনে ?

২

কিন্তু, তব রূপরাশি একি চমৎকার !
হেরিলে নয়নদ্বয়, একেবারে দগ্ধ হয় !
উঃ ! কিগো প্রথর রশ্মি করেছ বিস্তার !
এতেক রূপের রাশি হেরি তব কায়,
কিন্তু গো এমন গুণ শিথিলে কোথায় ?

[৩

৩

আবার ও কি ও দেখি ! বড়ই চঞ্চলা !
 নিজের রূপের ভরে, নিজে অহঙ্কারে ম'বে
 খেলিতেছ এত বুঝি লুকোচুরি খেলা ?
 কণ্ঠেক বাহিরে আসি দেখা'ছ বদন,
 আবার পতির কোলে লুকা'ছ তখন !

৪

কালো কালো মেঘে যেন ঘোঁষটা ঢাকিয়া,
 দেখাইছ মুখখানি, মনে হ'য়ে অভিমানী,
 পুন আবারিছ মুখ থাকিয়া থাকিয়া !
 এত তেজ কেন তব মনের মাঝারে ?
 ভেবেছ কি হেন রূপ নাহিক সংসারে ?

৫

এত অহঙ্কার তব শোভে না চপলা,—
 কখন ভেবনা মনে, তোমাছাড়া ত্রিভুবনে,
 নাহি হেন রূপরাশি হৃদয়-উজলা ;
 তোমার রূপেতে দগ্ধ হয়তো নয়ন,
 অহাতে চঞ্চলা তুমি,—সাজেনা কখন !

৬

তোমা'চেয়ে আছে রূপ মনোগুণকর ;
দেখাই তাহারে আমি, বল গো বিচারি' তুমি
তোমা'চেয়ে সেইরূপ নহে কি সুন্দর ?
পক্ষপাতশূন্য হ'য়ে বল গো চপলা,
উভয়ের মাঝে কেবা হৃদয়-উজলা ।

৭

এই দেখ-সেইরূপ, নাম * * *,
তব রূপে পোড়ে আঁখি, একপে জুড়ায় দেখি,
তুমি ত অস্থির,—এ যে স্থিরা সৌদামিনী !
তোমা'রে হেরিলে আসে কম্পান্বিত মন,
এরূপ হেরিতে বেগে ছুটে গো নয়ন ।

৮

কেন গো বিজলি বল নিরন্তর হ'লে ?
নিজের রূপের সনে, তুলনায় বুঝি মনে
বিচারি' আপনি তুমি ভয়ে পিছাইলে ?
তাই বুঝি রোষভরে ধাঁধিয়া নয়ন,
গরজি গম্ভীরে বেগে করিলে গমন !!

বিসর্জিতা দেবি-প্রতিমা ।

(১)

কে রে ওই স্বর্ণলতা পড়িয়ে ধুলায় !
মুখে নাই মধুহাসি, গলিত চিকুর-রাশি,—
কমল-নয়ন দু'টি নিমীলিত হায় !
উজল কনক-কান্তি হ'য়েছে মলিন,
নিশীথে বিমল সরে যেন রে নলিন !

(২)

ধুলায় পড়িয়ে কেন রয়েছে সুন্দরী ?
বুঝি সংসারের জ্বালা, সহিতে না পেরে বালা,
অভিमानে শু'য়ে আছে ধরার উপরি !
বিবর্ণ লাবণ্য মরি সুন্দর আনন,
পূর্ণিমার নশী যেন হ'য়েছে গ্রহণ !

(৩)

কে তুমি ? চিনেছি আমি,—পারি কি ভুলিতে ?
যদি প্রলয়ের ঝড়ে, পৃথিবী ছিঁড়িয়া পড়ে,
তবু তুমি না গুছিব হৃদয় হইতে ।
তুমি হেথা কেন বল এগন দশায় ?
এ বেশ এখন কভু সাজে কি তোমায় ?

(৪)

না ফুটিতে সরোজিনী শুকা'য়ে ঝরিল !
না হ'তে পূর্ণিমা নিশি,— কোথা হ'তে রাহ আসি,—
আধ-ফোটা শশী মরি অকালে গ্রাসিল !
এখনি কি হ'ল তোর যাবার সময় ?
এত ক্লেশ কেন দিলি হইয়ে নিদয় ?

(৫)

ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র এই হ'য়েছিল,
এখনো লাবণ্যভ্রাতি, ফোটেনি রূপের ভ্রাতি,
অকালে করাল কাল কলিকা দলিল !
এই কি বিচার হ'ল দয়ালু ধাতার ?
কি বুঝিব অপরূপ নিয়ম তাঁহার !

(৬)

শুনেছি সদয় তিনি সর্বশক্তিমান,—
তাই বালিকারে নাশি, অপার করুণা-রাশি-
শক্তির পরিচয় করিলা প্রদান !
পিতা মাতা কাদে ওই লুটিয়ে ধরায়,
এও কি তাঁহার দয়া ?—বলিহারি হায়

(৭)

সরোজিনি ! কেন বল কিসের কারণে
তেজিলি সংসার-বাস ? পূরিল কি সব আশ
এই অল্লকাল মাঝে—যাহা ছিল মনে ?
পিতা মাতা সহোদরা তেজি পতি-ধনে,
বল বল কেন গেলি কিসের কারণে ?

(৮)

আগি পর ব'লে বুঝি না দিলি উত্তর ?
ছ'ট কথা বলিবার, আছে মোর অধিকার,
জানেন নিশ্চয়, যদি থাকেন ঈশ্বর ।
পর যদি হইতাম কি কাজ কথায় ?
তা হ'লে জিজ্ঞাসা কেন করিব তোমায় ?

(৯)

কি জানি কিসের তরে না বুঝি কারণ,
সহোদরাধিক স্নেহ, করি তোরে অহরহ,
কি জানি কিসের টানে, টানে মোর মন !
নহি পর, জিজ্ঞাসার আছে অধিকার,
তাই বলি কথা কও কথায় আমার ।

(১০)

কে আর কহিবে কথা ?—জিজ্ঞাসি কাহায় ?
আর কি সরোজ এসে, সেই মত হেসে হেসে
‘ * * * ভাল আছ ? ’ বলিবে আমায় ?
শমন সরোজে হার নিয়েছে ছিঁড়িয়ে,
পাতা-লতা মাত্র ওই র’য়েছে পড়িয়ে !

(১১)

“ভাল হয় যেই, তার সব ভাল হয়”—
এই যে লোকেতে কয়, এক বর্ণ মিথ্যা নয়,—
তোমাকে দেখিয়ে আমি বুঝেছি নিশ্চয় ।
অকলঙ্ক শশধর নাহিক ভুবনে,
ছিল অকলঙ্ক শশী সরোজিনী সনে ।

(১২)

যেমন রূপের রাশি সেই মত গুণ,—
দয়া, লজ্জা, সরলতা, অমিয়-মাথান কথা,
একাধারে রেখেছিল বিধাতা নিপুণ !
কি সাধ্য আমার আমি বর্ণিব তাহার ?
অতুলের তুলনা কি মেলে রে ধরায় ?

(১৩)

বুঝেছি সংসার তব উপযুক্ত নয়,
পাপ-কুটিলতা, ছল, পূর্ণ এই ধরাতল,—
তুমি যে স্বর্গের জীব পবিত্রতাময় ।
সাজে না তোমার পাপ-পৃথিবীতে বাস,
তাইত ছরিতে গেলে ত্রিদিব-নিবাস !

(১৪)

ভ্রমিতে ভ্রমিতে ঘুরি নন্দন উজ্জানে,
পথ ভুলে একবার, এসেছিলে এ সংসার
তা' ব'লে কি চিরকাল থাকিবে এখানে ?
চির-সুখময়-স্বর্গ বসতি যাহাব,
সে থাকিবে পৃথিবীতে ? কি দায় তাহার ?

(১৫)

স্বর্ণ-সবোজিনী তুমি দেব-সবোবরে,—
না বুকে অবোধ নরে, দিয়েছিল জোর ক'রে,
জড়িত করিয়া হায় বিষ-তরু প'রে !

তাই বা শুকা'য়ে বুঝি গেল রে অকালে !
নাহি থাকে কোহিনূর অভাগার ভালে ।

(১৬)

যে ক'দিন ইচ্ছা ছিল,—ছিলে এ ভুবনে,—
ইচ্ছা বিনা কে তোমারে, ছ'দিন রাখিতে পারে ?
আবার চলিলে তব স্নেহের নন্দনে !

যাও দেবি, যথা তব স্নেহের আগাব,
যদি থাকে পুণ্য-ফল হেরিব আবার !

কে তুমি ?

প্রতি নিশা শেষে, যেন স্বপ্নবশে,

ক্ষৱণ এস ক্ষৱণ যাও,

ধরি ধরি ধরি, ধরিতে না পারি,

কোথা গেনে ছুট দাও !

কে তুমি ? কিসের ভাব এত ?

যেন গোরে ভালবাস কত !

হিয়ায় পশিয়ে, পরাণে গিশিয়ে,

রয়েছ সত্যত অই !

আঁখি মেলি চাই, দেখা নাহি পাই,

এ জালা কাহারে কই ?

যেমন সুগন্ধ সমীরণ

গুহু গুহু বায়,

সুবাসেতে ভরাইয় ডুবন,

দেখা নাহি যায় ;

ସେଗନ ସୁଗିଠି ଗାନ

প্রবেশি হিয়ায়

বালা-বচনা ।]

যদি ও মাতায় প্রাণ,—

দেখা নাহি যায় ;—

তেমনি তুমিও মম

হৃদয়েতে এস যাও,

স্নিগ্ধ সোদামিনী সম

ক্ষণে ক্ষণে দেখা দাও !

নয়ন মেলিয়ে,

চাহিয়ে চাহিয়ে

দেখি যবে, হায় !

ওই যায় দেখা,

আবার অদেখা !

ক্ষণে মিলাইয়ে যায় ।

কত খুঁজি মনেতে আমার,

যদি পাই দেখিতে আবার !

অবোধ মানস মোর না পারে বুঝিতে,

আকাশ-কুসুম তাই যায় গো ধরিতে !

দ্বিতীয় ।

(হৃদয়-গাথা ।)

হৃদয়-গাথা ।

বিদায় ।

বিদায় বিদায়, প্রিয়ে, বিদায় বিদায়,
বাঁচি যদি তবে দেখা হ'বে পুনরায় ।

কত ভালবাসি তোরে,—

জানে শুধু ভগবান,

দেখ এসে বুক চিরে

ভালবাসা ভরা প্রাণ !

সদা মনে হয় সাধ,

পরানে মিশিয়ে রাখি,

মুখে মুখে বুক বুক

হয় সদা মাথামাথি !

তুমি আমি এক হ'য়ে
 মিশে যাই এক ঠাই,
 মরি কি স্নেহেব দশা—
 তুলনা কোথাও নাই !

না থাকে বিরহ-ভয়,
 শোকের রোদন জ্বালা,
 অশান্তি অনলে প্রাণ
 কবে নাকি ঝালা-পালা ;

যমুনা জাহ্নবী যথা
 উভে হ'য়ে একাকার,
 ছুটিছে পাবার আশে
 প্রাণ সখা পারাবার, —

তেমতি দুইটী প্রাণে
 মিশিয়া একটী হ'য়ে,
 অনন্ত সাগর মাঝে
 ছুজনে চলিব ব'য়ে !

হায় ! মনসাধ মনে থাকে,
পূবে না মনের আশা,
জগতের এই রীতি
জগতের এই দশা !

সেই এক দিন আর এই এক দিন !

সেই এক দিন আর এই এক দিন !

সে দিনের সেই হাসি, আজ বিষাদের রাশি,
সে দিন প্রফুল্ল ছিল বদন-নলিন,
আজ কেন হেন বেশ এমন মলিন ?

২

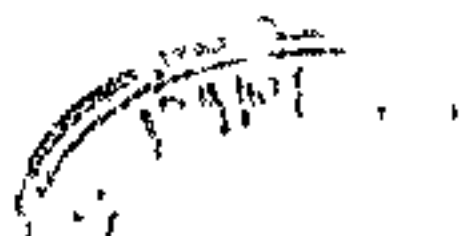
সেই এক দিন আর এই এক দিন,
হৃদয়েতে ভরা সুখ, আনন্দ-প্রফুল্ল-মুখ
সদাই থাকিত, নাহি বিষাদের চিন,
আজ কেন হেন বেশ ? হেন দীন হীন ?

৩

সেই এক দিন আর এই এক দিন,
সেই আছে দেহ মন, সেই বজ্র আভরণ,
সকলিত আছে, কই কিছু নহে ভিন,
আজ কেন হেন বেশ ? এমন মলিন ?

৪

সেই এক দিন আর এই এক দিন,
তখন আনন্দরাশি, প্রাণ-ভরা মধু-হাসি
উজলিত, উছলিত সোহাগ নবীন ;
আজ কেন হেন বেশ ? হেন দীন হীন ?



৫

নাহি সে হৃদয়-ভরা মোহিনী প্রতিমা,—
চাহিলে হৃদয়'পরে, শূন্যময়, ধূ ধূ করে,—
কোথায় হৃদয়-আলো শান্তি গধুরিমা ?
নাহি সেই আলোরাশি সকলি আঁধার,
আঁধারে ছেয়েছে যেন এ ভব সংসার !

৬

সেই এক দিন আর এই একদিন !
সে দিনে সে ছিল কাঁছে, আজ মন একা আছে,
তাই সেই সুখ-রাশি হ'য়েছে বিলীন ;
সে যদি থাকিত আজ, দেখিতে অপর সাজ,
দেখিতে না এইরূপ হাসি-খুসি-হীন ;
কি বলিব বেশী আর ? সেই যে জীবনাধার,
বারিরাশি বিনা কভু বাঁচে কি রে মীন ?
তারি অদর্শন তরে, সদা ছ'নয়ন করে,
তুঁই দেখ হেন বেশ বদন মলিন ;
সেই এক দিন আর এই এক দিন !

আদর ।

হৃদয়ের স্মৃতি শান্তি তুমিই আমাব,
তোমাবিনে চারিদিক নিরখি জাঁধার !
কি দিয়ে বেঁধেছ হিয়া,
কিছুই নাহিক জানি,
ধন্য সে মোহিনী মায়া !
শতবার ধন্য মানি !

তোমার মুখেতে মরি
কি স্মৃতি লুকান আছে !
কি যেন মোহেতে থাকি
তুমি যবে থাক কাছে !

তুমি হৃদয়ের স্মৃতি,
নিদাঘের তরুতল,
আশার মধুর স্বপ্ন,
তৃষিতের ধারা-জল !

সদাই বাসনা মনে,
তোমা'রে হৃদয়ে রাখি,
কিংবা সে “পুঞ্জিত” বৃকে
অঘোরে ঘুমা'য়ে থাকি !

কি জানি কিসের তরে—
কি গুণেতে, প্রাণাধিক,
বৈঁধেছ আমা'রে হেন,
ভাবিয়ে না পাই ঠিক !

দিবা নিশি সেই মুখ
সেই সুধামাখা হাসি,
সদাই পড়িছে মনে
সেই সরলতা রাশি ।

‘ঘুমা’লেও নাহি ভুলি
স্বপনেতে দরশন !
চাপিয়ে বৃকেতে যেন
ধরি তোমা প্রাণধন !

জীবনের সুখ তুমি
হৃদয়ের অধীশ্বরী,
তোমা ছাড়া হ'য়ে আমি
জীবনে রয়েছি মরি !
না জানি আবার কবে দরশন পেয়ে,
হৃদয়ের ধন পুনঃ রাখিব হৃদয়ে ।

সে ।

ফুল সনে সৌরভের মত——

তার জীবনের সহ

মিশিগাছে জীবনের সুখ দুখ যত ।

সে কাঁদিলে কাঁদি আমি, সে হাসিলে হাসি,

তার সুখ দুখে আমি সুখ দুখে ভাসি ;

• বিবেচনা নাহি আর,

আমি কার কে আমার,

যুক্তি তর্ক নীতি শাস্ত্র পায়েতে দলিয়া,

শ্রোতোবেগে তৃণ হেন যেতেছি চলিয়া ;

আম্ন তর্ক স্নগভীর,

মন তাহে নহে স্থির,

দেখি না চাহিয়া পথ আলো কি অঁধার,

শুধু ভাবি সদা,—‘আমি তার—সে আমার !’

বিশ্ব রসাতলে যা’ক,

শাস্ত্র পু’ড়ে হ’ক থাক,

দূরে যা’ক কর্মকাণ্ড নীতি ধর্ম ধ্যান,

‘সে আমার—আমি তার’ এই ঈশ্বর জ্ঞান ।

দেখা ।

দিন রাত তরে, হৃদয়-ভিতরে
যে আছে সতত, সখি,
তার মুখখানি, কেন নাহি জানি,
সাধ হয়, সদা দেখি !

শয়নে স্বপনে, কিবা জাগরণে,
যে আছে সতত মনে,
তারে দেখিবার বাসনা আমার
কেন, সখি, কি কারণে ?

ফুল ফুল-দলে, সরোবর জলে,
রাম-ধনু মাঝে মরি,
সুনীল অশ্বরে, রাকা শশধরে,
যাব মুখ সদা হেরি ;

কোকিলের স্বরে, ভ্রমর গুঞ্জে,
গুনি যার মধু বাণী,
তারে হেরিবার, বাসনা আমার,
কেন হয় নাহি জানি !

হৃদয়-গাথা ।]

মলয়েব বায়, পরশে যাহায়,
সতত পরণ করি,
হৃদয় মন্দিবে, প্রেম-পূতনীবে,
সেবি যারে প্রাণ ভরি ;

কেন পোড়া আঁখি, সদা থাকি থাকি,
কঁাদে দরশন তরে,
এ মরম-কথা, এ হৃদয়-ব্যথা
কে বুঝায়ে দিবে মোব !



সেই মুখ ।

সদা মনে পড়ে, সেই,
একথা কাহাকে কই ?
হাসিমাথা মধুময় সেই মুখখানি ;
যত দেখি বারবার,
ইচ্ছা হয় দেখি আব,
কি যে অধামাথা তার কিছুই না জানি !

রূপরস মধুভরা,
মানবের মনোহরা,
দেখিয়াছি কমলিনী ফুল-দল-রানী,
গোলাপ মলিকা আর,
দেখেছি ফুলের ভার,
সে শোভা না হয় কেন হৃদয়-মোহিনী ?

মনঃপ্রাণমুক্তকর,
শরতের শশধর,
দেখেছি নয়ন ভ'রে অনেক যামিনী ।
কিন্তু সে শোভার কাছে,
কি যেন অভাব আছে ।
দেখিলেই মনে পড়ে সেই মুখখানি !

ক'ত দিন কত ক'রে,
দেখিয়াছি ধ'রে ধ'রে,
পারি নাই বুঝিবারে অপূৰ্ণ কাহিনী !
কিবা স্বপ্ন জাগরণে,
জাগিছে আমার মনে,
হাসি মাথা মধুময় সেই মুখখানি !



দূরে ।

কোথা তুমি—কোথা আমি ? দূরে, বহু দূরে,—
ভাবিলে হৃদয় যেন যায় ভেঙ্গে চূবে !

না পাই দেখিতে আর,
আমার সে প্রাণাধার,
তোমার সে বিধুমুখ মনসাধ পূরে,—
প্রিয়তমে আজ আমি দূরে, বহু দূরে !

তুমি ।

নিশায় গভীর ঘুমে থাকি যবে অচেতন,
ধীরি ধীরি শিওরেতে আসি দাঁও দরশন ।
হৃদয়েতে ভরা প্রেম মুখে মধু মধু হাসি,
উজলি হৃদয় মোর পাশে যেন ব'স আসি ।
আদরে যতনে দেহে করি কর-সঞ্চালন,
নিভাইয়া দাঁও যেন যাতনার হতাশন ।
তুমি কি স্বর্গের দেবি ? পেয়ে তব স্রবাস,
জুড়াইয়ে যায় এই তাপিতের দীর্ঘশ্বাস !
তোমার আঁচলে মরি শান্তির বিমল-ছায়,
বারেক লাগিলে দেহে শোক তাপ দূরে যায় !
কতদিন কত করে খুঁজিয়া দেখেছি আমি,
পারি নাই বুঝিবারে কোথাকার কেবা তুমি !

তুমি . আমি ।

তুমি আমি ছই এক, কিছুই আলাদা নয়,
' দেখিতে সু'খানি তোর, কেন ছুটে আঁখি মোর,
কেন বা পরাণ মোর সদাই আকুল হয় ?
তোমার মুরতিখানি ভরা আছে এ হৃদয়,
সেই চোখ সেই মুখ, সেই প্রেমভরা বুক,
প্রাণখোদা সেই হাসি সদা মধুরতাময় !

কেমনে ?

তুমিত প্রাণের প্রাণ মোর কাছে নাই,—
শুনিবে কেমনে আমি সময় কাটাই ?
তোমার সে হাসি মুখ, (অভাগার স্বর্গ স্মৃতি !)
মনে মনে সদা আমি ধ্যান করি তাই ;
কি স্বপনে জাগরণে, সেই মুখ মোর মনে,
ইষ্টদেব ছবি সম আছে সর্বদাই ;
কমনীয় ফুলদল, তাহে যেন পরিমল,
মিশে থাকে অনুক্ষণ,—ভিন্ন ভাব নাই,
সে রূপ সে ছবি তোর, মিশেছে হৃদয়ে মোর,
হৃদয়ের পটে তোর সদা দেখা পাই ;
হৃদয়ের দরশন, হৃদয়ের আলিঙ্গন,
হৃদয়ের যে চুম্বন, মূল্য তার নাই !
প্রাণে প্রাণে দেখা দেখি, প্রাণে প্রাণে মাথামাখি,
চোখের যে দরশন তার কাছে “ছাই” !
দেখ দেখি কি স্মৃতিতে সময় কাটাই !

স্বপনে ।

সুন্দর সুনীল নভে শোভে যথা শশধর,
সোণার কমল যথা আলো করে সরোবর,
রয়েছে হৃদয় মাঝে তেমতি মু'খানি তোর,
সেই ছবি নেহারিয়ে আমি লো হ'য়েছি ভোর !

শত সংসারের কাজে যদিও মগন থাকি,
তোমার সে মুখখানি মাঝে মাঝে মারে উঁকি,
কি যে ভালবাসা তোর—কি যে সরলতা তায়,
কত কথা জেগে উঠে কার কাছে কব হয় !

নিশায় যখন আমি ঘুমে হই অচেতন,
ধীরে ধীরে স্বপনেতে আসি দাও দরশন !
সেই সুধামাথা মুখ, সেই সুধামাথা হাসি,
সেই সুধামাথা কথা,—আমি বড় ভালবাসি !

স্বপনেই বুকে রাখি স্বপনেই চুমি মুখ,
স্বপনেতে কত আসে অজানা অগাধ সুখ !
যেমন জাগিয়া উঠি পলায় সে ছবি তোর !
কাদিয়া কাদিয়া আমি করি সেই নিশা ভোর !

সাধ ।

শোক তাপ রোগ যাবে তেয়াগি ধবণী,—
হিংসা প্রবঞ্চনা পাপ পলা'বে অমনি,
'ভাই ভাই, ঠাই ঠাই' ববে নাক আর,
অবিশ্বাস অভিমান হবে ছারখার ;
অমার আঁধার ঘোর কভু না রহিবে ;
যোলকলা রাকা শশী ফুটিয়া উঠিবে,
'এ আমার'সে যে পর' এ ভাব না রবে,
সকলেই আপনার হ'বে এই ভবে ;
বিবহ না রবে শুধু রহিবে মিলন,
হাসি রবে চিরকাল না রবে রোদন ;

তখন

জ্যোৎস্নার ঘর বাঁধি আকাশের গায়,
তারার আলোক-মালা জ্বলে দিব তায়,
নন্দনের পারিজাত বিছা'ব যতনে,
মানসের কমলিনী মিশা'ব তা'সনে,
সেই ঘরে, প্রাণধন, তোমা'য় আমায়,
কাটাইব চিরকাল, এই সাধ যায় ।

বুঝাইয়ে দিবে ?

তোমার মনের দরপণে,
আমি যেন দেখি নিজ মুখ,
যেন এক অজানা কারণে,
হিয়ায় উথলে কত স্মৃতি !

শুনি যবে তোমার বচন,
হেন লয় হৃদয়ে আমার,
মোর যত অন্তরের কথা
বাহিরায় বদনে তোমার !

হৃদে মোর জাগে কত ভাব,
কিন্তু হায় রয় মুকুলিত,
তোমার মনেতে সেই সব
আমি যেন হেরি বিকসিত !

সেই হেতু সদা মোর মন,
তোমার নিকটে যেন টানে,
তোমার পাশেতে ছুটে যাই
তেঁই আমি আকুল পরাণে !

থাকি যবে তোমার নিকটে,
তোমাতে মিশিয়া যেন যাই,
যত শুনি তোমার কাহিনী,—
আমি যেন তোমাতে হারাই !

কি এক মধুব শোভা যেন
হেরি আমি তোমার বদনে,
অনুপম স্বরগণ সোপান
শোভে যেন তোমার নয়নে !

কেন তুমি আমার নিকটে
এরূপ মোহন আকর্ষণ ?
আমি কিছু না পারি বুঝিতে,
বুঝাইয়া দিবে প্রাণধন ?

ভুলিব ?

পুরিল না মনসাধ
স্বথের মধুর ছবি
কৈদে কৈদে দিবানিশি
কই সে আসিল মোর
আমি তার তরে মরি
কি ফল এ কৰ্মভোগে ?

আশায় নিরাশ হ'ল
কোথায় মিলায়ে গেল !
কঁদাই ত হ'ল সার,
মুছাইতে আঁখিধার ?
সে ত নাহি ফিরে চায়,
ভুলিব আমি তাহার ।

ভুলিব মুখেতে বলি—
প্রবোধ-বচন মোর

মন যে গো শোনে না,
কিছুতেই মানে না !

যত বুঝাইতে যাই,

কিছুতে বোঝেনা ছাই !

সেই নাম জপ-মালা

সদা সেই গুণ গায় !

পাতাটি নড়িলে পরে,

সে আসিল মনে ক'রে

চকিত নয়নে মরি

সদা সেই দিকে চায় !

এ কেমন পোড়া মন ?

কেমনে বুঝাব তায় ?

কত তত্ত্ব-কথা ক'য়ে,
শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে,
দর্শন-বিজ্ঞান খুলে তাহারে বুঝাতে চাই,
“কেবা কান্তা কেবা তুমি ?
বিশ্ব এই রঙ্গভূমি !
যা দেখ অনিত্য সব নিত্য বস্তু কিছু নাই ;

আসিয়াছ কোথা হ'তে,
যাইতেছ কোন্ পথে,
আত্ম-পরমাত্ম-তত্ত্ব ভাবিয়ে দেখ না তাই ।”
শাস্ত্র তত্ত্ব যত ক্রম,
সব হয় পণ্ড শ্রম,
কিছুই না শোনে কাণে কিছুই না বোঝে হায় !
সে যে গো প্রাণের প্রাণ কেমনে ভুলিব তায় ?

মেঘ ।

আকাশ ছেয়েছে মেঘে কোনখানে ফাঁক নাই,
আঁধার জগত যেন,—ব'সে ব'সে দেখি তাই ।

মেঘের সহিত মোর ক্ষুদ্র হৃদয়ের

কি এক সম্বন্ধ আছে নাহি পাই টের !

আকাশে উঠিলে মেঘ জগত আঁধারময়,

আমার আঁধার মনে তোমাকেই মনে হয় ।

মনে পড়ে সেই যক্ষ,—সেই বিরহের গান,

মনে পড়ে কত কথা, আকুল ব্যাকুল প্রাণ !

আর কেন ?

(২২৮১৯৭ সাজিতে স্বপ্ন দেখার পর্ব ।)

সে ত পুরাতন কথা সব গেছে ভুলে,—
আবার যাতনা কেন সেই কথা ভুলে ?
ঢেকেছি সে পোড়া হিয়া, শত আবরণ দিয়া,
কি আর হইবে লাভ সেই সব খুলে ?
পুন কেন জলসেক শুষ্ক তরুণী ?

২

কি আর দেখিবে খুলে ? নেভেনি আগুন,
চাপা আছে হৃদয়ের যাতনা দাক্ষণ ;
আবার ফুৎকার দিয়ে, ছাই ভস্ম সরাইরে,
কি হইবে জ্বালাইয়ে সে চাপা আগুন ?
কেন তুমি অভাগায় এত নিদারুণ ?

৩

এনোনা মুরতি তব আমার নয়নে,
পুরাণ-কাহিনী সব পড়ে নাকি মনে ?
কত পরিশ্রম করি, এই অর্ধ যুগ ধরি,
গড়েছি বালির বাঁধ ভাসিবে প্লাবনে ;
ক্ষমা দাও, ও মুরতি এনোনা নয়নে ।

৪

আর কেন ভুল ভাঙা ? ভুলেছি আঁমায়,
বুঝিয়েছি হৃদয়েরে “ভুলেছি তোমায়,”
এই ছদ্মবেশ প’রে, ভুলায়েছি জগতেরে,
ভুলে ভুলে কটা দিন কেটে যেন যায়,
আর কেন ভুল ভাঙা ? কি লাভ তাহার ?

৫

যা’ ছিল তোমারি আছে, কি আর দেখিবে ?
যতনে রেখেছি তাহা ছুঁতে কে পাইবে ?
সংসারে মানুষ যত, অন্ধ দৃষ্টিশক্তি-হত,
সে অমূল্য মহানিধি কে তাহা চিনিবে ?
যা’ ছিল তোমারি আছে, তোমারি থাকিবে ,

মিলন ও বিরহ ।

মিলনেতে সুখ কেমনে কহিব ?
মিলনে থাকে কি জ্ঞান ?
অবশ ইন্দ্রিয়, অবশ হৃদয়,
ভাবেতে বিভোল প্রাণ !
বিরহে ভাবনা, বিরহে যাতনা,
বিরহে কাঁদিয়া মরি,
প্রতি দীর্ঘশ্বাসে, কি এক মধুর
সুখ অনুভব করি !
অনন্ত সাগরে নদী মিশে যবে,
চিহ্ন নাহি থাকে তার,
কোথা যায় টান ? কোথা যায় প্রাণ ।
হ'য়ে যায় একাকার !
মিলনেতে সুখ, আছে কি না আছে
কিছুই বুঝিতে নারি,
বিরহের সুখ স্মৃতির সুন্দর
এই ত কহিতে পারি ।

কেমন আছে ?

নাহি বুঝি মানুষের বিধান কেমন ।

“সে মোর কেমন আছে ?” পুছিব লোকের কাছে,
তোমরা আমায় কেন কর নিবারণ ?

কেউ কি জগত মাঝে তোমাদের আপনার
নাহি, তোমাদের মন কাঁদে বিরহেতে যার ?
সংবাদ না পেনে যার ধরা অন্ধকারময়,
পুছিতে তাহার কথা প্রাণে না উল্লাস হয় ?

না থাকে, নাহিক থাক,—আছে মোর একজন,
যার তরে এ হৃদয় পুড়ে যায় অনুক্ষণ ;
পুছিব “কেমন আছে ?” আর কিছু নাহি চাই,
“ভাল আছে” বল মোরে বিদায় লইয়া যাই ।

পূজা ।

অজ্ঞেয় অনন্ত তুমি,
কেমনে পূজিব আমি ?
কেমনে পূজিব বিধি, তুমি নিরাকার ?
নাহি রূপ নাহি দেহ,
কেমনে থাকিবে স্নেহ ?
কেমনে হইবে তুমি দেবতা আমার ?

আমার হৃদয়, বিধি,
• চায় রূপ নিরবধি, •
চায় মনোহর মুখ প্রশান্ত নয়ন,
চায় মধুমাথা কথা,
চায় শুনাইতে ব্যথা,
শুনিবারে চায় মৃদু মধুর বচন ।

অরূপ নিগুণ তুমি,
কেমনে পূজিব আমি,
কেমনে ভাবিব তোমা ভাবিয়া না পাই,
চক্ষু যদি একবার, ..
অন্ধকার ! অন্ধকার !
পূজিব কি ? অন্ধকারে আপনা হারাই !

সেই ঘোর অন্ধকারে,
 আমাব হৃদয়'পরে
 তথনি জাগিয়া উঠে উজল প্রতিমা ;
 সে যে মনোহর রূপ,
 অতুলন, অপরূপ !
 হৃদয় মোহিয়া দেয়—কি যে মধুরিমা !

কি ছার সোণার চাঁদ,
 তার সাথে করে বাদ ?
 শত পূর্ণচন্দ্র-শোভা মাখা তার মুখে ;
 ফুল-ইন্দীবর সম,
 সে নয়ন অনুপম,
 হেরিয়ে রোমাঞ্চ, হৃদি উলসিত স্মৃথে !

প্রাণাধিকা হাসি হাসি,
 বলে “বড় ভালবাসি”
 হাত বাড়াইয়া দেয় আমার গলায়,
 তার মুখে মোর মুখে,
 সেই বুকে এই বুকে
 মিলন, চেতনা ছুটে কোথায় পলায় !

কি মাধুরী মরি মরি !
দেখিব কি হরি হরি !
প্রাণ লুটাইয়ে পড়ে তার রাঙা পায় !
হৃদয় অবশ হ'য়ে,
তখনি আইসে ধৈর্যে,
আপনা ঢালিয়ে দেয় মোরে না সুধায় !!

পারিলাম কই ?

কেমনে ভুলিব তোরে ?—ভুলিব কেমনে ?

তোর সেই ছবিখানা

পিটালির আলিপনা ?

ধুয়ে মুছে ফেলে দিব একটু যতনে ?

তোর সে বিমল প্রীতি,

সেই সেকালের স্মৃতি,

বল দেখি একেবারে ভুলিব কেমনে ?

সেই কান্না সেই হাসি,

সেই ভালবাসাবাসি,

সেই তোর অশ্রুজল আয়ত-লোচনে ;—

সেই ছুটে ছুটে যাওয়া,

সেই ফিরে ফিরে চাওয়া,

ছুটে গিয়ে কোলে নেওয়া,—চুম্বন বদনে ;

সেই সেকালের আড়ি,

ফুল লয়ে কাড়াকাড়ি,

কত সুখ সে আঁচড়ে—তোর সে দংশনে ;

এ কদিনে তত সুখ ভুলিব কেমনে ?

সে যে এক শুভযোগ আমার জীবনে,
সেই চাঁপাফুল তোলা,
সেই শালুকের মালা,
শুধুই কি ছেলে খেলা খেলেছি দুজনে ?
মনে পড়ে সেই পড়া,
মনে পড়ে সেই ছড়া,
কত শোভা তোর সেই অধর-কম্পনে,
(ফুল গোলাপের দল ছলিত পবনে ।)

পাষাণে লোহার রেখে,
সে সব রেখেছি একে,
ধুইবার চেষ্টা বুঝা করি অকারণে ।
কেমনে ভুলিব তোরে—ভুলিব কেমনে ?

কেমনে ভুলিব তোরে ? উপায় যে নাই !
নয়ন মুদিয়ে থাকি,
তোরে যে হৃদয়ে দেখি,
ব্যাকুল হইয়ে যদি বাহিরেতে চাই,—

চোখে পড়ে নীলজল,
বিকসিত শতদল,
চাহিয়া চাহিয়া আমি আপনা হারাই ।
তোর মুখ পড়ে মনে,
জল আসে ছনমনে,
পুনরায় আঁখি মুদে তোরে যে ধোয়াই !

কোকিল কুহরে যবে,
শুনিয়া শিহরি তবে,
আমি যেন সেই স্বর শুনিলারে পাই !
নিশীথে বিমল শশী,
হাসে গগনেতে বসি,
আমি রে নয়ন মেলে চাহিতে ডরাই !

চাহিলেই তোর মুখ !
ধড়ফড় করে বুক !
হাসি কাদি কি যে করি কোন্ দিকে ধাই !
তুই যে সকল স্থলে,
তো ছাড়া যে ভূমণ্ডলে
একটুক স্থান আমি খুঁজিয়ে না পাই !

বল্ দেখি সত্য করি,
আছিহ্ কি বিশ্বযুড়ি ?
অভাগার দাঁড়াবার স্থানমাত্র নাই ?

৪

কেমনে ভুলিব তোরে ? ব'লে দেনা সই,
তোরে না ভুলিলে নয়,
লোকে মোরে পাপী কয়,
তোর কি বাসনা আমি পাপী হ'য়ে রই ?

হৃদয়ে, বাহিরে, তুই,
তোরে বল্ কোথা থুই ?
পোড়া লোকে বোঝে নাক কার কাছে কই ?
জগত গুরুর দেশ,
সবে দেয় উপদেশ,
*মুখে তার কথা নাই উপদেশ বই !

ভোলা তো যাবে না ঠিক,
আমি জানি বাস্তবিক,
হৃদয়ের মাঝে তুই রয়েছিস অই ;—

~~~~~  
“তুই” কোথা, “আমি” কোথা, -  
কেবা বুঝে সে বারতা ?  
“আমি” যে কথার কথা,—“আমি” কেহ নই ;  
বলুক যা লোকে বলে,  
সে সকল পায়ে দ’লে,  
হৃদয়ে বিছানা পেতে আয় শুয়ে রই ;  
কবি বনে মরি মরি,  
সবে বল হরি হরি,  
কেমনে ভুলিব প্রেম ?—পারিলাম কই ?

~~~~~

ফুল ।

আয় আয় আয় ५ ১,
তুই কি ফুলের রাণী ?
অত ফুল কোথা পেলি ? কে দিল বে তোরে ?
সুবর্ণ চম্পক-শত,
নন্দনে মন্দার মত,
ফুটিয়াছে তোর ওই কম-কলেববে !
মুখে ফুল শতদল,
আঁখি-যুগে নীলোৎপল,
ফুটেছে বাঁধুলী ফুল তোব ওষ্ঠাধরে !
অত ফুল কোথা পেলি ? কে দিল বে তোরে ?

২

আয় আয় কাছে আয় একটুকু স'রে,
স্থল-কমলিনী হায়,
ও কপোলে শোভা পায়,
মাথায় অপরাজিতা শোভে থরে থরে !

অত ফুল কোথা পেলি ? কে দিল রে তোরে ?

এত যে ফুলের রাশ,

তাতেও মিটেনি আশ !

মাথায় গোলাপ ফুল এসেছিল প'রে ?

ছি ছি তোর সাধ দেখে লাজে যাই মরে !

তুই যে অতুল ফুল,

কেবা তোর সমতুল ?

আরো কি বাড়াবি রূপ বনফুল প'রে ?

ফেলেদে, ফেলেদে, ও ত সাজে নাক তোরে !

রূপসী ।

বহুকাল হ'ল গত,
(এবে তাহা স্বপ্ন মত !)
দেখেছিলু ছবি এক,—রূপসী বালিকা ;
হাত পা সকলি ছোট,
গড়নটী খাটখোট,
ঠিক যেন ফোট ফোট গোলাপ-কলিকা ।

সে রূপের নাহি তুল,
এলা'য়ে দিয়েছে চুল,
অধরে পানের রাগ, নাকেতে নোলক,
দেহে নাহি অলঙ্কার,
ধনু সেই চোখ তার,
কি যেন বাজিল প্রাণে লাগিল চমক !

ভাবেতে অবশ হ'য়ে,
কতক্ষণ ছিনু চেয়ে,
সহসা যুটিল ধাঁধা—মেলিনু নয়ন,
কে যেন কোথায় হ'তে, *
আসিয়া আকাশ-পথে,
চকিতে সে চারু ছবি করিল হরণ !

কেবা সেই চিত্রকর,
কোথা তার বাড়ীঘর
না জানিছু, পাশে তার ছিল নাক লেখা,
নাহে সেই রবিবর্ণা,
কিংবা কোন কৃতকর্ণা,
নাহি তার পরিচয়, নাহি তার দেখা !

মনে নাহি স্মৃথলেশ,
খুঁজিছু অনেক দেশ,
ভাবিছু তেমন ছবি মিলিবে আবার ;
দেখিছু ত কত পট,
কিন্তু যেন কি বিকট
ঠেকিল আমার চোখে সব কদাকার !

সার মাত্র পণ্ডশ্রম ;
এখন ঘুচেছে ভ্রম,
বুঝেছি সৃষ্টির মূল বিশ্ব-বিধাতার,
* জগতের রীতি এই,
এক আছে দুই নেই,
এক চন্দ্র, এক সূর্য্য, যোড়া নাই তার !

বিশাল জগত মাঝে,
রূপসী একটী আছে,
দেখহ ভুবন খুঁজে মিলিবে না আর ;
ধন্য সে চতুর,—তার চাতুরী অপার !
“কিমপ্যস্তি স্বভাবেন সুন্দরং বাপাশুন্দরম্ ।
যদেব রোচেতে যশো ভবেত্তদ তস্মৈ সুন্দরম্ ॥”

ভবভূতি ।

স্মৃতি ।

সকলি ত গেল চ'লে,—স্মৃতি কেন রয় ?

কোথা সে অযোধ্যাধাম ?

কোথায় বা রাজা রাম ?

কালের কুটিল চক্রে পাইয়াছে লয় !

আর কি সে ব্রজধামে

বাজে বাঁশী রাধা নামে ?

আর কি যমুনা পুন উজানেতে বয় ?

কানাই বলাই ভাই,

কোথা সে কিশোরী রাই ?

সকলি ত গেল চ'লে, স্মৃতি কেন রয় ?

(২)

সকলি ত গেল চ'লে স্মৃতি কেন রয় ?

দেবতা ত গেছে ছেড়ে,

শুধু কাঠ আছে পড়ে,

কেন মিছে কৰ্মাভোগ ? কেবা পূজা লয় ?

একটুক স্থির হ'য়ে,
ভাল ক'রে দেখ চেয়ে,
ভূমি ঘারে ভাব মনে ও ত তাহা নয় ;
তুমি ভাব দেবকায়া,
ওটা যে তাহার ছায়া !
ছায়া বুকে পূরে রেখে কিবা ফলোদয় ?
তুমি ত অবোধ অতি,
মিছে কর স্তব স্তুতি,
ভূতে কবে কার প্রতি হ'য়েছে সদয় ?
ও যে অতি সৰ্ব্বনেশে !
ঘাড় ভাঙে রক্ত চোষে !
পড়িলে উহার গ্রাসে যাবে যমালয় !
তাই বলি কেন আর
অশ্রুজল হাহাকার ?
সকলি ত গেল চ'লে স্মৃতি কেন রয় ?

(৩)

সকলি ত গেল চ'লে স্মৃতি কেন রয় ?
সেই রূপ সেই মুখ,
সেই প্রেমভরা বুক,

অগ্নির আধার সেই অতুল-হৃদয়,
 সেই অশ্রু সেই হাসি,
 সেই ভালবাসা রাশি,
 সেই যে মধুর ভাব,—বলিবার নয়,—
 কোথা এবে ? কিছু নাই !
 হাহাকার সর্বদাই ।
 হৃদয় জ্বলিছে ধূ ধূ ঘোর অগ্নিময় !
 সকলি ত গেল চ'লে স্মৃতি কেন রয় ?

তাও কভু হয় ?

এক দিন নিদাঘের প্রভাত সময়, —
গিয়া দেখি রুদ্ধ দ্বার,
আঘাতিলু বার বার,
নাহি সাড়া নাহি শব্দ শুদ্ধ সগুদয় ;
কেমনে ভিতরে যাই !
'ডাকা' ছাড়া গতি নাই,
'দোর খুলে দে যা * *' ডাকিলু সভয়, —
"বনাৎ !" খুলিল দ্বার ;—চকিত হৃদয় !
পিঠে একরাশি চুল,
প্রভাতের পদাঙ্কল ;
ছবি কি মানুষ তাহা কে করে নির্ণয় ?
চোখে লেখা কত কথা,
কি যে তায় মাদকতা,
দেখিবার শুধু তাহা,—বলিবার নয় !
এখনো নয়ন মুদে,
সেইরূপ হেরি হৃদে !
কেমনে ভুলিব তারে তাও কভু হয় ?

আমারে ভুলেছে ?

আমারে ভুলেছে সখা ? তা'ও কভু হয় ?
তুমি শুনিয়াছ কোথা,
প্রবন্ধনা মিথ্যাকথা ;
আমি কেন সে কথায় কবির প্রত্যয় ?

২

আমারে ভুলিয়া গেল ?—তা'ও কভু হয় ?
প্রথমে জ্ঞানেনব আলো,
যে দিন হৃদয়ে এলো,
সেই দিনে তার সাথে মোর পরিচয়,
সেই কোলে পিঠে ক'রে,
“মানুষ” করিল মোরে,
বৃকে হ'তে নামাইতে পেত যেন ভয় !
খাওয়াইত হাতে ক'রে,
বেড়াইত হাতে ধ'বে,
এখনও মনে হ'লে কাঁপে এ হৃদয় !

যা বলেছি,—করিয়াছে,
যা চেয়েছি,—তা দিয়াছে,
মোর মত কেবা তার প্রিয় অতিশয় ?
আদরে বসায় কোলে,
কত মিষ্টকথা ব'লে,
সযতনে পড়াইত “বর্ণপরিচয়” ,

বলিত কতই কথা,
শুনা'ত কতই গাথা,
শুনিতে শুনিতে আমি হ'তাম তন্ময় !
“সে আজি ভুলেছে মোরে”—
এ কথা কেমন ক'রে
মনে আমি দিব স্থান ? তাও কভু হয় ?

৩

সে আমারে ভুলে গেছে ? তাও কভু হয় ?
সে যত্ন প্রাণের টান
কার সাধ্য করে আন ?
জীবনে ভুলিলে মথা—নাহি মনে লয় ?

৭

কি চাই না চাই আমি,
 সে যেন অন্তরধামী !
 আমার মনের কথা বুঝিত নিশ্চয় !
 মালা গাঁথা ফুল তোলা,
 ছিল সেকালের খেলা,
 সে গাঁথিত ফুল-হার, ফুলের বলয় ;
 সে আনন্দ, সেই হাসি,
 সেই ফুল রাশি রাশি,
 *সেই পোড়া কথা সব, বিদরে হৃদয় !
 সে আমারে ভুলে গেল ? তাও কভু হয় ?

8

সে আমারে ভুলে গেল ? তাও কভু হয় ?
 না পেলো আমার দেখা,
 ছুটিয়া আসিত সখা,
 পলকে যাহার মনে হইত প্রলয় !
 রুগ্ন শয্যা পাশে বসি,
 কাটায়েছে কত নিশি,
 অনাহারে অনিদ্রায় গিয়াছে সময় ;

মোর চোখে এলে জল,
তার চোখ ছল ছল !
দেখিয়া বাড়ীর লোক মেনেছে বিস্ময় !
আমি তার প্রাণসম,
আমি তার প্রিয়তম,
সে কি মোরে ভুলে যা'বে ? এত নিরদয় !
তার সে বিমল প্রীতি,
যেন গতজন্ম-স্মৃতি,
নহে তোমাদের এই অলীক প্রণয় ;
সে রাখে না কোন আশা,
শুধু দেয় ভালবাসা,
চাহে না সে তোমাদের ছার বিনিময় ;
তোমাদের মাথামাথি,
দেহ লয়ে চাকাচাকি,
তোমাদের ভালবাসা আমাদের নয় ;
কি ছার আগুন জল ?
স্বর্গ মর্ত্য রসাতল ?
কি ছার অনন্ত কাল ? তুচ্ছ অতিশয় ।

‘আগি তার সে আগার’
এই শুধু জানি সার !
আমাদের ভালবাসা অনন্ত অক্ষয় ;—
আমারে ভুলেছে সখা ? তাও কভু হয় ?

দাঁড়াও ।

[স্বপ্নান্তে ;—১৭৩০.৯৯]

দাঁড়াও, দাঁড়াও সখি, ক্ষণেক দেখিব,
নাহি সাধ, নাহি আশা,
নাহি ক্লুধা, নাহি তৃষা,
স্নেহ প্রীতি ভালবাসা—কিছু না চাহিব ।
ভয় কি ? ছোঁব না আর,
নাহিক সে অধিকার,
সে সব স্মৃথের কথা কি হেতু স্মরিব ?
শুধুই চোখের দেখা দেখিয়া লইব ।
তুমি সুখ, আমি তাপ,
তুমি পুণ্য, আমি পাপ,
তোমার নিকটে আমি কেমনে যাইব ?
তুমি দেবী স্বরগের,
আমি কীট নরকের,
তোমার পরশ আমি কেমনে লভিব ?
তুমি অগ্নিশিখা সম,
পতঙ্গ এ প্রাণ মম,
তোমাতে ছুঁইলে আমি পুড়ে যে মরিব ।

আজি বহুদিন পরে,
এলে যদি দয়া ক'রে,
দাঁড়াও, তোমার মূর্তি হৃদয়ে পূজিব।
কাজ নাই কথা ক'য়ে,
কাজ নাই কাছে গিরে,
শুধুই চোখের দেখা দেখিয়া নইব ;
দাঁড়াও, দাঁড়াও, সখি, ক্ষণেক দেখিব।

চরণে ঠেলোনা ।

কি জানি কেন গো আসি
তোমার নিকটে ছুটে !
কেন গো তোমারে হেরি
হিয়া উথলিয়া উঠে ?

যদি কভু মনে ভাবি
যা'ব না তোমার পাশে,
প্রাণ যেন দেহ ছেড়ে
আপনি ধাইয়া আসে !

জগতের যত শোভা
তোমার বদনে হেরি,
মধুমাথা কথা তব
যতই শ্রবণ করি

ততই ডুবিয়া যাই

স্বধার সাগরে যেন !

কেমনে বলিব, সখা,

আমার এ দশা হেন ?

আপনা হারিয়ে ফেলি

যবে তব পাশে রই,

তোমাতে মিশিয়া থাকি

আমি যেন আমি নই !

ভুলি গুণা, ভুলি ভূষা,

ভুলি, সখা, গৃহকাজ,

ছুটে আসি, প্রিয়তম,

ভুলে যাই লোকলাজ ।

না চাই তোমারে, বঁধু,

নাহি চাই ভালবাসা,

শুধু তব দরশন

এই মাত্র মনে আশা ।

•

ଶୁଧୁ ଦରଶନ ଦିও,
କିଛି ନା ଚାହିଁ ଆମ୍ଭ,
ଚରଣେ ଠେଲୋନା ମୋର,—
ଏ ମିନତି ବାର ବାର ।

সে আজি কোথায় ?

সে আজি কোথায় ?

সুনীল আকাশে শশী,

হাসিছে মধুর হাসি,

মধুরে বহিছে মরি মলয়ের বায় ;

এ সুখ সময়ে মোর সে আজি কোথায় ?

কুহরিছে পিককুল,

ফুটেছে বকুল ফুল,

ঝুর ঝুর ঝরিতেছে পড়িছে তলায়,

কে আর গাঁথিবে মালা ? কে দিবে গলায় ?

সে আজি কোথায় ?

২

নদীর তরল জলে

জোছনা পড়েছে ঢ'লে,

দ্রব রজতের ধারা যেন ব'য়ে যায় !

কে আর দেখিবে আজি ? দেখা'ব কাহার ?

যুথিকা মল্লিকা ফুটে,

মাটীতে পড়েছে লুটে,

মধুর সৌরভ উঠে জগত মাতায় ;
আমার পরাণ পোড়ে, হিয়া ফেটে যায় !
সে আজি কোথায় ?

৩

বসন্ত কিসের আশে আসিল হেথায় ?
লয়ে তার ফুল-দল,
শশধর সুবিমল,
কোকিলের কোলাহল মলয়ের বায়,—
যা'ক না চলিয়া মোর সে আছে বথায় ;
কুহরিছে পিককুল,
ফুটেছে বকুল ফুল,
ঝুর ঝুর বারিতেছে, পড়িছে তলায় ;
মৃদু মৃদু হেসে হেসে
কে হেথা বসিবে এসে ?
ফুলগুলি টুপ টুপ পড়িবে মাথায় ?
কে আর গাঁথিবে মালা ? পরিবে গলায় ?
কে আর গাঁথিবে মালা ?—পরাবে আমায় ?
হায় ! সে আজি কোথায় ?

কোকিল ।

কে দিল বাঁশীতে ফুঁ——

“কুহ কুহ কু—কু—”

সপ্তমে উঠিল সুর কাঁপায় গগন ;

বাঁশী নহে,— কালো পাখী,

ঝোপেতে লুকায়ে থাকি,

কুহ কুহ কুহ রবে করিছে কুজন।

ও যবে ডাকিয়া উঠে,

শিরায় তড়িত ছুটে,

চমকি থমকি রহে হৃদয়-স্পন্দন !

ও কি গো পাখীর স্বর ?

এত মিষ্ট মনোহর !

এত মাদকতা তার হৃদয়-মোহন !

না শুধু মনের ভ্রম ? বঞ্চনা এমন !

বল পাখি সত্য করি,

আমি তোমার পায়ে ধরি,

পাখী তুমি—কিংবা কোন মায়াধারী জন ?

কুহ কুহ তোর স্বরে,
 হিয়া বিচলিত করে,
 কত কথা মনে পড়ে,—অতীত স্বপন !—

মনে পড়ে একদিন, ---
 বৈশাখে ছপুর রোদ,
 (সকলেরি আছে বোধ)
 অলসে শয্যায় সবে করেছে শয়ন ;
 শুধুই আমরা ছুটি
 বকুল-তলায় ছুটি
 গিয়াছি,—মাগের আঁজা করিয়া লজ্বন ;

রোদ কোথা ? তরুতল,
 চমৎকার স্নানীতল !
 মৃদুল মধুর বহে মলয় পবন ;
 শুকান পাতার'পরে
 আঁচলে বিছানা ক'রে,
 স্নেহেতে শীতল ছায়ে বসিছে দু'জন ;

কত ফুল ডালা ডালা,
 ছজনে গাঁথিছে মালা,
 পরাইল, পরাইছে, শোভিল কেমন !

~~~~~

কত আনন্দের ধুম !  
নয়নে আসিল ঘুম,  
কোলেতে রাখিলু মাথা হারা'লু চেতন ;  
“কুহু কুহু কুহু” রবে  
শিহরি উঠিলু যবে,—  
বকুলে কোকিল ‘কুহু’ করিছে কুজন,  
নোচে উপহাসি ‘কুহু’ করে একজন ;  
কুহু রব অগণন,  
মুখরিত কুঞ্জবন,  
কুহু কুহু কুহু রব ভেদিল গগন,  
স্বপন আবেশে আমি চুমিলু বদন ;  
সেই কথা, গত কথা,  
সেই শত মর্গব্যথা,  
জেগে উঠে তোর স্বর করিলে শ্রবণ,  
মনে হয় তুই কোন মায়াবী দুর্জন ।

—

## স্বপ্নান্তে ।

তোমাতে স্মৃধাই সখি, তুমি কি দেবতা ?  
তোমাতে করিয়ে পর,  
যে গিয়াছে দেশান্তর,  
কখনো কাহারো ঠাই না পুছে বারতা ;  
না লয় তোমার তত্ত্ব,  
সদা নিজ কাজে মত্ত,  
তার তরে কেন সখি এত আকুলতা ?  
তার ঠাই নিশা শেষে,  
অধরে মধুর হেসে,  
দাঁড়ালে পাশেতে এসে,—কি এত মমতা ?  
আদরে সোহাগভরে,  
দুই হাতে গলা ধ'রে,  
জিজ্ঞাসিলে “ভাল আছ ?” এত করুণতা !  
মনে হয় স্মৃধামুখি তুমি গো দেবতা ।

মনে হয় স্বধামুখি তুমি গো দেবতা,  
এমন সুন্দর রূপ,  
অতুলন অপরূপ,  
এমন কোমল কান্তি এত মধুরতা,  
এমন সহাস মুখ,  
এমন লাবণ্যটুক,  
এমন হৃদয় খোলা স্বচ্ছ সরলতা—  
নহে কভু মানুষ্যের ;  
তাহা ত দেখেছি ঢের,  
সে শুধু গরবভরা হৃদয়-হীনতা,  
ইহা নহে মানবীর,  
ইহা নহে পৃথিবীর,  
নন্দনের কমলীয় চারু কল্ললতা,  
নাহি আশা নাহি তৃষা,  
শুধুই দেখিতে আসা,  
বুকে শুধু ভালবাসা, শুধু করুণতা,  
বুঝিয়াছি দয়াময়ি তুমি গো দেবতা ।

## পাখী ।

কোন ব্রত ফলে,—কোন পুণ্য বলে,—  
কত ধন দিলে,—  
বল পাখি তোর ওই পাখা ছ'টি মিলে ?  
যাহা চা'স তাই দিব,  
চিরকাল কেনা রব,  
একবার তোর ঐ পাখা ছ'টি দে,  
একবার দেখে আসি কোথা সে ।

গলার সোণার হার হাতের কঙ্কণ,  
ভাণ্ডারের রত্ন হীরা মণি মুক্তা ধন,  
সব দিব, সব দিব, পাখা ছ'টি দে,  
একবার দেখে আসি কোথা আছে সে ।

---

## সই, কে বলে মানুষ ভাল ?

সই, কে বলে মানুষ ভাল ?  
মানুষ হইয়া,                      ভাবিয়া ভাবিয়া,  
কাঁদিতে জনম গেল !

মন চায় যা'রে,                      নাহি পাই তা'রে,  
ফুকরিতে নাহি পারি,  
সমাজের ভয়,                      লোকে কত কয়,  
কত দেয় টিটকারী !

চারিদিকে গুরু,                      হিয়া ছরু ছরু  
সদাই কাঁপিতে থাকে,  
সদা ত্রাস মনে,                      কে দেখে কে শুনে  
ফেলিবে বিষম পাকে !

আমি চাই তারে,                      সে চাহে আমারে,  
মিলিব আমরা দৌঁছে,  
অত শত কথা,                      অত মাথা ব্যথা  
তোগাদের কেন তাহে ?

দেখত কাননে, সেই,—

মাধবিকা লতা,                      সহকার তরু,  
কেমন শোভিছে অই !

আদরে সোহাগে,                      শত বাহু পাশে,  
কেমন বেড়েছে লতা,  
গলয় পবনে,                      ছলিয়া ছলিয়া  
কহিছে প্রেমের কথা ।

নাহি উপহাস,                      গঞ্জনার আস,                       
শুধু শান্তি মধুরতা ;  
তাই ভাবি মনে,                      মোরা ছই জনে  
যদি, হইতাম তরু লতা ;—

শ্রাম সহকার,                      আমি লো মাধবী  
থাকিতাম চিরদিন,  
থাকিতে জীবন,                      আমরা দুজন,  
নাহি হইতাম ভিন ।

ও দিকে দেখলো, সেই,  
কপোত কপোতী, প্রেমের আরতি,  
কবিছে কেমন অই !

হৃদয়েতে সুখ, প্রিয় মুখে মুখ,  
সদা হর্ষ বারমাস,  
দাকণ দুঃসহ, নাহিক বিরহ,  
নাহিক দীর্ঘ শ্বাস।

ধায় প্রিয় সনে, যথা সাধ মনে,  
নাহি লাজ, নাহি বাধা,  
সুখিনী কপোতী, ভাগ্যবতী অতি,  
হার, অভাগিনী রাধা !

ভ্রমব ভ্রমরী গুঞ্জরি গুঞ্জবি  
ফুল-মধু করে পান,  
মুখে মুখ দিয়া, কোকিল কোকিলা  
গাইছে প্রেমের গান ।

ওলো প্রিয় সখি, যে দিকে নিরখি,

নিরখি প্রেমের খেলা,  
 যত কপটতা,                      যত কৃত্রিমতা  
 সব মানুষের বেলা !

আমি চাই তারে,              সে চাহে আগারে,  
 মিলিব আমরা দৌছে,  
 অত শত কথা,              অত মাথা ব্যথা,  
 তোমাদের কেন তাহে ?

নগর তেজিব,              কাননে পশিব—  
 যেথায় মানুষ নাই,  
 স্থাণী-লাজ-ভয়,              যেথা নাহি বয়,  
 সেথায় যাইবে রাই ।

দিন রাত ভ'রে              দেখিব কান্নবে  
 মিটা'ব নয়ন-সুধা,  
 আশা মিটাইব,              হৃদয়ে ধরিব,  
 পিয়িব অধর সুধা ।

## চিত্তা ।

কি বলিয়া সম্বোধিব ? “প্রিয়তম” বলি ?  
ও শুধু কথার কথা,—অসার সকলি !  
দীর্ঘ এই দশবর্ষ হৃদয়ের মাঝে,  
অভীষ্ট দেবতা সম সতত বিরাজে,  
যাব নাম একদিন তিলেকের তরে  
ভুলি নাই, যার মূর্তি হৃদয় উপরে  
পূজিতেছি নিতি নিতি করিয়া যতন,  
যে মোর আরাধ্য দেব, হৃদয়ের ধন ;  
দিবসের চিত্তা মোর নিশার স্বপন,  
কি বলিয়া তারে আজি করি সম্বোধন ?

২

কেবা আমি ? কি সম্বন্ধ মোর তার সনে ?  
কিছুই বুঝিতে নারি যত ভাবি মনে !  
সেত নহে পতি মম, নহে সহোদর,  
নহে সখা, নহে মিত্র, শুধুই যে “পব !”

•

“পর” ? না না জীবনের প্রিয়-সহচর,  
 “পর” ? না না সে যে মোর হৃদয়-ঈশ্বর !  
 রাখ মোরে অন্তঃপুরে, রাখ কাঁরাগারে,  
 না দাও তাহার মুখ হেরিতে আমারে,  
 না দাও শুনিতে তার মধুর বচন,  
 না দাও সেবিতে মোরে তার শ্রীচরণ,  
 তবু আমি দাসী তার, তবু আমি তার,  
 তবু সে আমার, ওগো, তবু সে আমার ।

৩

জানি, তুমি পার মোরে করিতে বন্ধন,  
 জানি, পার হস্তপদ করিতে ছেদন,  
 পাছে নেহারিতে পাই তাহার বদন,  
 পার বিনাশিতে মোর যুগল নয়ন ;  
 জানি আমি পার সব ! কিন্তু কি বা ভয় ?  
 পার কি নাশিতে কভু প্রেমের হৃদয় ?  
 দেহ মোর পরাধীন, যাহা ইচ্ছা কর,  
 সতত স্বাধীন কিন্তু আমার অন্তর ;  
 মার কাট যাহা কর নাহি করি ডর,  
 তবু গো বলিব তারে “প্রিয় প্রাণেশ্বর” ।

সমাজ, আমারে তুমি কি দেখাও ভয় ?  
তোমার ভয়েতে মোর কাঁপে না হৃদয় ;  
চাহিনা তোমার স্নেহ, তোমার আশ্রয়,  
দাও শান্তি যাহা আছে, যাহা মনে লয় ।  
নাহি চাই পিতামাতা নাহি চাই জাতি,  
নাহি চাই কুলমান নাহি চাই জাতি,  
তার ঠাই যাব যারে মন মোর চায়,  
লুটাইব প্রাণভ'রে তার রাঙা পায় ;  
সে মোর সমাজ, জাতি, সে মোর ঈশ্বর,  
সে যদি হৃদয়ে থাকে আর কারে ডর ?  
সমাজ ঘোষণা দাও নগরে নগরে,  
“ডুবছে রাধিকা কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে ।”

পরকাল, মরণের পরে পরকাল,—  
তথা নাকি নরকের যাতনা ভয়ালু !  
“পর-পুরুষের ছায়া হৃদে দিলে স্থান,  
মহাপাপ হয় তার,” শাস্ত্রের বিধান ।

অশীতি নরককুণ্ড নিতান্ত ভীষণ,  
 রয়েছে তাহার তরে মেলিয়া বদন !  
 জ্বলিছে তথায় নাকি অনন্ত অনল !  
 পুড়িছে তথায় নাকি পাতকী সকল !  
 ভীষণ স্মৃতি যত যমদুতগণ  
 নিতান্ত নির্দয়ভাবে করিছে তাড়ন !  
 “পরিত্রাহি” ডাকে পাপী বিষম প্রহারে !  
 পুনরায় ফেলে দেয় অনল মাঝারে !  
 নাহিক মমতা দয়া, নাহিক যতন,  
 শুধুই ভীষণ শাস্তি,—রোদন ভীষণ !

৬

আমি কি ভরাই সেই নরকের জ্বালা ?  
 সে জ্বালা আমার কাছে প্রিয় ...  
 মন যারে ভালবাসে, মন যারে চায়,  
 প্রাণের আবেগে প্রাণ যার পাছে ধায়,  
 সে বিনে যে জ্বালা প্রাণে জ্বলে অনিবার,  
 নরকের জ্বালা তুচ্ছ তুলনায় তার !  
 আমি কি ভুলিতে পারি তাহার বদন ?  
 আমি কি ভুলিতে পারি তাহার চিত্তন ?

সে চিন্তায়, ভাবনায়, কত স্মৃথোদয়,  
কি বুঝিবে শাস্ত্রকার কঠিন হৃদয় ?  
সে স্মৃথের কণামাত্র পেয়েছে যে জন,  
তুচ্ছ নরকের ভয় করে কি কখন ?  
সে যখন হৃদে থাকে সেইত স্বরগ,  
সে যথায় নাই তথা ভীষণ নরক !  
শ্যামের বাঁশীর রব কাণে গেছে যার,  
তুচ্ছ নরকের ভয় রহে কি তাহার ?

---

## সে শুধু স্বপন ।

আর কিছু নহে, সখা, সে শুধু স্বপন,  
সে কথা কিছুই নয়,  
মিথ্যা, মিথ্যা, সমুদয়,  
কোথা আমি, কোথা সেই অমূল্য রতন ?

জীবন-উষার মোর,  
চোখে ছিল ঘুম-ঘোর,  
আধেক চেতন ছিছু আধ অচেতন,  
হেরিছু হৃদয়ে মগ,  
অতুলন অনূপম,  
উঠেছে সুন্দর-শশী উজলি ভুবন !

কিবা সুধা ঢল ঢল,  
কিবা কান্তি সুবিমল,  
আনন্দে বিভোর হিয়া পুলকিত মন !  
পুন যেই ফিরে চাই,  
আর সেই শশী নাই,  
কনক-কমল সেথা শোভিছে কেমন !

রূপ রস টলমল,  
পরিপূর্ণ পরিমল,  
হেরিয়া আনন্দ-নীরে হইল মগন ।  
আঁখি পালটিয়া চাই,  
সে কমল আর নাই !  
ফুটেছে সেথায় এক সুন্দর বদন !

গোলাপের মত লাল,  
টুকটুকে ছ'টি গাল,  
সুন্দর সুস্বিধ শান্ত সুনীল নয়ন !  
তুলিটানা যুগভুরু,  
সুগঠিত নাসা চারু,  
তাহাতে মুকুতা এক ছলিছে কেমন !

কুঞ্চিত কেশের রাশি,  
অধরে মধুর হাসি,  
“নিরখি সে হাসিমুখ জুড়াল জীবন ।  
পুনরায় চেয়ে দেখি,  
দেখিলাম একি ! একি !  
সুন্দরী বালিকা এক হইল তখন !

আমার পাশেতে এসে,  
 মৃদু মৃদু হেসে হেসে,  
 বলিল আদরে মোরে মধুর বচন ;—  
 “তোমারি তোমারি আমি,  
 তুমি প্রিয়তম স্বামী,  
 তব তরে কুল-মালা করিয়া গ্রহণ,—

এনেছি যতন ক’রে,  
 এস এস সমাদরে,  
 তোমার গলায় আমি করি অরপণ ।”  
 এই কথা বলি, বালা,  
 তুলিল কুসুম-মালা,  
 সহসা ছিঁড়িয়া হ’ল ভূতলে পতন !

( কিন্তু কি মধুরস্বর !  
 কিবা চিত্ত-মোহকর !  
 কোথা লাগে বীণাধ্বনি কোকিল-কূজন !  
 ছুটে গেছে ঘুম ঘোর,  
 এখনো কাণেতে মোর,  
 তাহার মধুর স্বর বাজে অনুরণন ! )

সহসা আসিল বাণ,  
ভাসিল সকল স্থান,  
আমরা ছুজনে জলে দিছু সন্তরণ,  
অসীম অগাধ জলে,  
ভাসি মহা কুতূহলে,  
নাহি জানি, কোন দেশে করিছু গমন ;

শ্রমেতে অবশ হ'য়ে,  
মোর সুখ পানে চেয়ে,  
বালিকা আমার হাত ধরিবে যেমন,—  
সে সময় আচম্বিতে,  
কে জানে কোথায় হ'তে,  
ভাসিয়ে আসিল সেথা আর একজন ;

বালিকার হাত ধ'রে,  
টানিয়া লইল জোরে,  
দেখিলাম আমি তার সজল লোচন ;—  
ক্রমে বহু দূরে গেল,  
আর না নিকটে এল,  
কোথায় বা লয়ে গেল,— সে দেশ কেমন !

---

আমি অতি ধীরে ধীরে,  
ভাসিয়া আসিছু তীরে,  
ভাঙিল ঘুমের ঘোর মুছিছু নয়ন ;  
কোথা ফুল কোথা শশী ?  
কোথায় বা সে রূপসী ?  
কোথা আমি কোথা সেই অমূল রতন ?  
বুঝিলাম, কিছু নয়, সে শুধু স্বপন !

---

## গাও বীণে বিরহের গান ।

গাও বীণে বিরহের গান,—  
তুমি ভাঙা আমি ভাঙা,  
কেঁদে কেঁদে চোখ রাঙা,  
আমরা দুজনে ভাল মিলেছি সগান !  
তোমার ছিঁড়েছে তার,  
সে সুর বাজেনা আর,—  
যে সুরে উল্লাসে মত্ত হইত পরাণ ;  
দূর দেশে মোর প্রিয়া,  
বিষাদে ছেয়েছে হিয়া,—  
কেবল তাহাতে উঠে বিষাদের তান ;  
দুজনে মিলিবে বেশ,  
কৌতুকের একশেষ !  
ভাঙা বীণা ভাঙা প্রাণ দু'জনে সগান !  
এস বীণে, এস গাই, বিরহের গান ।

২

কোথা আমি কত দূরে কোথা গোর প্রিয়া ?  
 হিমালয় পাদদেশে,  
 আমি এ মলিন বেশে,—  
 বিষাদে আকুল মন, রয়েছি বসিয়া ;  
 আপন বলিতে কাছে,  
 একজন (ও) নাহি আছে,  
 কেহই আমার মুখে না দেখে চাহিয়া ;  
 সবে নিজ কাজে মত্ত,  
 কে লয় আমার তত্ত্ব ?  
 কে সুধাবে একবার আমায় ডাকিয়া ?

৩

প্রকৃতি,—তুমিও আজি নিষ্ঠুর এমন ?  
 কোথা সে সুন্দর হাসি ?  
 কোথা সেই স্নেহরাশি ?  
 কোথা সে যতন—যাহে ভুলাইতে মন ?

শীতল মলয় বায়,  
কোথায় রেখেছ তায় ?  
কোথায় রেখেছ সেই শশী অতুলন ?  
যাহাতে মাতিত প্রাণ  
কোথা সে পাখীর গান ?  
কোথা সে ফুলের হাসি লুকালে এখন ?

8

ওই যে সুন্দর শশী বসিয়া গগনে,—  
হাসিছে মধুর হাসি,  
ধরণী যাইছে ভাসি'  
হাসির ধবল স্রোতে—রজত প্লাবনে,—  
নীলাকাশে সুবিমল,  
তারাগণ ঢল ঢল,  
তারাও হাসিছে যেন প্রফুল্ল বদনে ;  
আমি শুধু স্তানমুখ,  
হৃদয়ে নাহিক সুখ,  
বসে আছি ক্ষুধমনে এই বাঁতায়েনে !

[ ৯৭

৫

কত ফুল ফুটিয়াছে কুসুম-কাননে,  
 ফুটেছে মল্লিকা ফুল,  
 গন্ধে মুগ্ধ অলিকুল,  
 স্নেহে করে মধু পান সহচরী সনে ;  
 বসন্ত দিতেছে বায়,  
 উঠিছে সৌরভ তায়,  
 দিগন্তে বহিয়া যায় মলয় পবনে ;  
 উপবনে মুহুমুহু,  
 কোকিল করিছে, “কুহু,”  
 কোকিলা উত্তর দেয় মধুর কুজনে ;  
 চকোর চকোরী নাচে,  
 উভয়ে অগ্নি যাবে,  
 “চোক গেল” উচ্ছে ডাকে পাঁপিয়া সঘনে,  
 মুগ্ধ সবে বসন্তের শুভ আগমনে ।

৬

নির্জন গৃহেতে একা বসে আছি এই —  
 প্রকৃতি স্নেহেতে হাসে,  
 জগত স্নেহেতে ভাসে,  
 আমার হৃদয়ে শুধু সেই স্নেহ নেই !—

বসন্তের মৃদু হাসি,  
চাঁদের জোছনা রাশি,  
মৃদু 'মলয়ের বায়ু' যাইছে বহিয়া,  
কিছুই না ভাল লাগে,  
কি বিষাদ হৃদে জাগে !  
সুদীর্ঘ নিশ্বাস উঠে রহিয়া রহিয়া !  
কে চাহে চাঁদের হাসি ?  
কে চাহে ফুলের রাশি ?  
মলয়ের মৃদু বায়ু কি হবে চাহিয়া ?  
মনে নাহি সুখ যার,  
কি উপায় আছে তার ?  
প্রকৃতি কি তারে সুখ দেয় গো আনিয়া ?  
প্রিয়তমা নাই পাশে,  
একা আমি পরবাসে,  
সুখ শান্তি তার ঠাই গিয়াছে চলিয়া ;  
তেঁই এই নিরালায়,  
ভগ্ন এই জানালায়  
কাদিতেছি বসি বসি, কি লাভ বলিয়া ?

# ডাকিলে কেন ?

[ স্বপ্নান্তে ]

বল বল আজি মোরে ডাকিলে কেন ?

এক যুগ হ'ল প্রায়,

যে স্বর শুনিনি, হায় !

সেই মধুস্বর কাণে পশিল যেন !

তদ্রায় অবশ কার

ছিছু, স্বপনের প্রায়

তোমার মধুর স্বর কাণেতে পশি—

ভাঙাইল ঘুম মম,

চকিত হরিণ সম,

তেয়াগি' বিছানা আমি উঠিছু বসি !

কাণেতে বাজিছে সুর,

স্বললিত সুরমধুর—

তোমার সে কণ্ঠস্বর,—মুদিছু আঁখি,

সেই মুখ, সে অধর,

সে নয়ন মনোহর

হৃদয়ে উঠিল ভেসে,—চমকি দেখি !

কি সুন্দর মনোরম,  
প্রফুল্ল কমল সম,  
তোমার মধুর মুখ নিরখি যত,  
অনিমিষে চেয়ে থাকি,  
তৃপ্ত নাহি হয় আঁখি,  
হেরিবার সাধ বাড়ে হৃদয়ে তত ।

আর নাহি অধিকার,  
যুচিয়াছে আশা তার,  
আর এ জনমে কভু না হ'বে দেখা,  
হৃদি-দরপাণে মোর,  
উজলিবে ছবি তোর,  
হৃদয় পাষাণে শুধু রহিবে লেখা ;

বিস্মৃতির ধূলা হায়,  
মলিন করিলে তার,  
সুদীর্ঘ নিশ্বাস বায় উড়ায়ে দিব,  
তাঁহে নাহি যায় যদি,  
অশ্রুতে বহাব নদী,  
সেই জলে ধুব নিত্য য'দিন জীব ।

স্মৃতির মন্দিরে মোর,  
 উজল প্রতিমা তোর—  
 উজলিবে চিরকাল সমান ভাবে,  
 কি শক্তি কালের আছে,  
 যাইবে তাহার কাছে ?  
 সে প্রতিমা কেহ নাহি নাশিতে পাবে ।

কি কাজ সে কথা তুলে ?  
 আমি যেন আছি ভুলে !  
 সেই ভাল, কি হইবে মুখেতে বলে ?  
 সমাজে—ঘৃণার হাসি,  
 শুধু অপমান রাশি,—  
 শুধু উপহাসে হৃদি দিবে গো দ'লে !

কিন্তু, আজি দ্বিপ্রহরে,  
 কেন এ মধুর স্বরে—  
 ডাকিয়া ভাঙালে ঘুম ? ডাকিলে কেন ?  
 এক যুগ হ'ল প্রায়,  
 যে স্বর শুনিনি হায়,  
 স্বর্গীয়া বীণার শ্রায় বাজিল যেন !

তুমি দূরে আছ কত,  
মধ্যে ব্যবধান শত,  
কোথা তুমি—কোথা আমি ? কিরূপে তবে—  
করুণ আহ্বান তোর  
পশিল হৃদয়ে মোর ?  
কে জানে ইহার মর্ম ? কে মোরে কবে ?

প্রাণে বড় ভয় বাজে,  
পড়িয়া বিপদ মাঝে,  
বুঝি সেই অভাগিনী আগারে স্মরে,  
আমি হেথা শক্তি-হত,  
কারাগারে বন্দী মত—  
প'ড়ে আছি এক পাশে,—জীবনে ম'রে !

প্রাণ ত যাইতে চায়,  
শক্তি নাহি দেহে হার !  
হতাশ-হৃদয়ে শুধু ভরসা বিধি,  
তঁার পদে নিরস্তর,  
মাগি আমি এই বর—  
তিনি রাখিবেন মোর হৃদয়-নিধি ।

## তোমার পত্র ।

দারুণ নিদাঘ কালে,  
চাতক তরুর ডালে,  
“দে জল—দে জল” বলি ফুকারে যখন,—  
শুনে সে করুণ স্বর,  
যদি নব জলধর,  
বার বারে বারিধারা করে বরষণ ;  
যেমন প্রফুল্ল হয় চাতকের মন :—

২

অথবা—তুষার্ত পান্থ,  
মরুভূমে পথভ্রান্ত,  
নিতান্ত আকুল হ’য়ে পাগল মতন,  
শুককণ্ঠ পিপাসায়,  
মরীচিকা পাছে ধায়,  
পায় যদি সরোবর শুভ দরশন ;  
যেমন প্রফুল্ল হয় পথিকের মন :—

\* ৩

অথবা—জঠরানলে,  
দেহ প্রাণ যায় জ'লে,  
ভিক্ষুক বুড়ুক্ষাক্লিষ্ট মলিন বদন,  
কেহ যদি যত্ন ক'রে,  
সুবর্ণের থালে ভ'রে,  
তাহারে আনিয়া দেয় সুমিষ্ট ওদন ;  
যেমন প্রফুল্ল হয় ভিক্ষুকের মন :—

৪

কহিতেছি, বাস্তবিক,  
আগি, প্রিয়ে, ততোধিক,  
হয়েছি প্রফুল্ল পেয়ে তোমার লিখন ;  
প্রিয়তমে, তব পত্রে,  
সুধাগাথা ছত্রে ছত্রে,  
দূরে যায় বিরহের প্রবল-বেদন,  
প্রত্যেক অক্ষরে তব,  
কত সুধা কিবা ক'ব ?  
কত সুখে হিয়া মোর হয় নিমগন !

সব ভাব জুটে নাই,  
 সব কথা ফুটে নাই,  
 আধ-বিকসিত নবনলিনী যেমন !  
 আমি বুঝি আধ ভাষা,  
 আমি বুঝি সব আশা,  
 সে ভাবে হৃদয়-তারে উঠে লো কম্পন !  
 যেখানেতে বর্ণচ্যুতি,  
 কি আনন্দ অনুভূতি  
 হয় মোর, কেবা তাহা জানিবে কখন ?

৫

প্রিয়তমে, তব পত্রে,  
 স্মৃধা ঢালা ছত্রে ছত্রে,  
 দূরে যায় বিরহের বিকট বেদন ;  
 কবিতা মোহিনীবালা,  
 চিতভূমি করে আলা,  
 হৃদয়েতে করে বটে স্মৃধা বরিষণ ;  
 কিন্তু তব লিপি সনে,  
 তুলনা করিলে মনে,  
 লাজে ভয়ে দূরদেশে করে পলায়ন !

৬

তোমার সে হস্তাকর,  
চির প্রিয় মনোহর,  
হৃদে আনি দেয়, প্রিয়ে, তোমাব বদন ;  
সে বদন স্খাধকর,  
সে নয়ন ইন্দীবর,  
মনোহর সে অধর,—মুকুতা দশন ;  
আনে তোর সেই হাসি,  
শুভ্র অমিয়ার রাশি,  
আনে সেই প্রণয়ের মধুর চুষন !  
তোমার সে বাহুদয়,  
আসি উপনীত হয়,  
আসি উপনীত, প্রিয়ে, তব আলিঙ্গন !  
সেই কথা, সেই সব,  
এনে দেয়, প্রিয়ে, তব,  
তুই ছত্র তোমার এ মঙ্গীর অঙ্কণ ।

৭

বাথানি শতেকবার,  
ধন্ত ধন্ত বুদ্ধি তার !

যে করেছে, প্রিয়তমে, লিপির সৃজন,  
 হৃদয়ের কথা যত,  
 পাঠাইয়া দিই তত,  
 নাহি ভয়, কেহ কভু করে না শ্রবণ,  
 প্রিয় হাত হ'তে যায়,  
 প্রিয়া শুধু দেখে তার,  
 না আছে লোকের ভয়, লজ্জার গঞ্জন ;  
 যত সাধ হয় মনে,  
 লিখে দিই সে লিখনে,  
 হৃদয় খুলিয়া বলি যাহা চাহে মন ;  
 বাথানি শতেকবার,  
 ধন্য ধন্য বুদ্ধি তার,  
 প্রথমে এ লিপি যেই করিল রচন ;  
 বিরহের চমৎকার  
 এ হেন ঔষধ আর  
 নাহি, হেন মিত্র ভবে নাহি কোন জন ।

৮

প্রিয়তমে, তব পত্রে,  
 স্মৃতিমাথা ছত্রে ছত্রে,

দূরে যায় বিরহের প্রবল বেদন,  
প্রত্যেক অক্ষরে তব,  
কত স্মৃতি কিবা ক'ব ?  
কত স্মৃতিে হিয়া মোর হয় নিমগন !  
তাই বলি, প্রিয়ে, তোরে,  
যত পার লিখো মোরে,  
হৃদয় শীতল হ'বে জুড়া'বে জীবন,  
বিরহে ঔষধ আর নাহিক এমন ॥

---

## বিরহ ।

বড় কষ্ট প্রিয়তমে, তোমার বিরহ,  
তখন যে সুখ ছিল,                      কোথা এবে পলাইল ?  
বিষাদে ছেয়েছে হিয়া দারুণ ছঃসহ ;  
চিত্তার তরঙ্গ যায়,                      হৃদয় ভাঙিয়া যায়,  
ছঃখের নিশ্বাস হার ! পড়ে অহরহ !  
বড় কষ্ট, প্রিয়তমে, তোমার বিরহ ।

২

কত সুখে, প্রিয়তমে, গেছে সেই দিন !  
তুমি এ হৃদয়ে আলো,                      সকলি লাগিত ভালো,  
তুমি নাই, আজ মোর সকলি মলিন !  
ওই যে ফুটেছে ফুল,                      কুজিছে বিহুগকুল,  
শোভিছে আকাশ পটে সুধাংশু নবীন,  
মৃদু মলয়ের বায়,                      ওই যে বহিয়া যায়,  
মোর কাছে ঠেকে যেন জীবন-বিহীন !  
কত সুখে, প্রিয়তমে, গেছে সেই দিন !

৩

কত স্নেহে গেছে দিন সব পড়ে মনে,—  
 কেমন চাঁদের হাসি,                      বাতায়ন-দ্বারে আসি,  
 পড়িত তোমার সেই সুন্দর বদনে,—  
 ছুজনে বসিয়া তথা,                      কহিতাম কত কথা,  
 ছলিত অলক তব মলয় পবনে,  
 সেই মৃদু মলয়ায়,                      কেমন আনিত হাসি,  
 চুরি করি কুশুমের পরিমল ধনে ;  
 কোকিলের কুহুধর,                      পাঁপিয়ার মনোহর—  
 “চোক গেল—চোক গেল” পশিত শ্রবণে,—  
 কত স্নেহে গেছে দিন সব পড়ে মনে !

৪

কত স্নেহে গেছে দিন সব পড়ে মনে :—  
 একদিন,—পৌর্ণমাসী,                      ধরণী যেতেছে ভাসি’  
 শুভ্র শশধর হাসি তরঙ্গ তুফানে,—  
 বাহিরে একাকী বসি,                      দেখিতেছিলাম শশী,  
 কেমন শোভিতেছিল সুন্দর গগনে ;  
 বারটা বাজিল যবে,                      চমক ভাঙিল তবে,  
 চলিল শয়নগৃহে কম্পিত চরণে ;

মনেতে হইল ডর,                      হয়ত মানেতে ভর  
করি, বসি আছি তুমি আনত বদনে ;—  
চুপে চুপে গিয়া ঘরে,                      যে দৃষ্টি খাটের'পবে  
দেখিলাম, আজো তাহা ভাসিছে নয়নে ;  
শুভ্র সে শয্যার' পরে,                      আলুথালু নিদ্রাভরে  
এলাইত তনুখানি তোমার, ললনে,—  
মুদিত কমল সম,                      আঁখি ছু'টি মনোরম  
নিমীলিত, চন্দ্ররশ্মি খেলিছে আননে ;  
কি স্নেহ স্বপন মরি                      ভাসিছে হৃদয়'পরি !  
খেলিছে মধুর হাসি কমল বদনে,  
কবরী গিয়াছে খুলি,                      যেন ভুজঙ্গিনী ভুলি  
হিংসা ঘেষ হৃদয়ের, শু'য়ে তোমা সনে !  
কুঞ্চিত অলকগুলি,                      মুখেতে পড়েছে ছলি,  
মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে মলয় পবনে ;  
কিবা শোভা দেখিলাম !                      তথনি রে মজিলাম !  
ভাঙানু তোমার যুগ বদন চুম্বনে,  
চমকি উঠিলে, প্রিয়ে,                      শ্লথবাস সম্ববিয়ে,  
দেখিলে চাহিয়া নিদ্রাজড়িত লোচনে,  
হাসিয়া মধুব হাসি,                      ধীরে ধীরে কাছে আসি

বাধিলে আমার সেই প্রিয় আলিঙ্গনে,  
কত কথা মনে পড়ে কহিব কেমনে ?

৫

কত সুখ, প্রিয়তমে, মিলনে তোমার !  
বলিতে না পারি ফুটে, মুখে নাহি কথা জুটে,  
কি আনন্দধারা হৃদে বহিত আমার !  
দিবস রজনী এবে, গরি শুধু ভেবে ভেবে,  
বিষাদ তুলেছে হৃদে ঘোর হাঁহাকার !  
মিলনেতে শান্তি সুখ, বিরহে অগাধ দুখ,  
চিত্তার বিষম জ্বালা জলে অনিবার !  
বিরহে বিষম ক্লেশ, যাতনার একশেষ  
দিবস রজনী যেন কেবলি আঁধার !  
ভা বনা যাতনা শুধু, শুধু হাঁহাকাব !

৬

কে বলে—বিরহ ভাল ? পাগল সে জন !  
চিত্তায় যাতনা আসে, বিষাদে পরাণ ভাসে,  
হৃদয় আঁধার হয়, মলিন বদন ;  
অভিমান অবিশ্বাস, বিরহেতে করে বাস,  
প্রণয়ের শত্রু নাই বিরহ মতন ;

মিলনে স্তথের রাশি,                      শুধু আনন্দের হাসি,  
মিলনে প্রেমের ঘেন বৈকুণ্ঠ ভুবন ;  
বিবহেতে তপ্ত শ্বাস,                      যাতনার হা ছত্যাশ,  
ঠিক ঘেন নরকের দীপ্ত ছত্যাশন !  
বিফল সম্পদ তার,                      জীবন যৌবন আর  
প্রিয়তমা-সঙ্গচ্যূত বিরহী যে জন,  
বিরহী জীবনে মরা,                      বুথা তার দেহ ধরা,  
ভার ব'য়ে মরা শুধু বিফল জীবন,  
সতাই জীবনে মরা বিবহী যে জন ।

## মনে কি আছে ?

সে কানের কথা, সখি, মনে কি আছে ?

সেদিন এখন নাই,

মনে মনে ভাবি তাই,

সে দিন পড়েছে এবং স্মৃতির পাছে !

সে কানের কথা, সখি, মনে কি আছে !

২

সে কালে সরল সেই তরল প্রাণে—

বৃথা সেই ভাবনায়,

নিদাঘ-বাটিকা প্রায়,

তুলিত তুফান ঘোর বিকট তানে !

আমরা উভয়ে জানি, আর কে জানে ?

৩

তখন বিরহে, সখি, যাতনা কত ।

ছদিন না পেলে চিঠি,

যাতনা মলিন দিঠি,

আসিয়া জুটিল মনে ভাবনা শত !

আকুল ব্যাকুল ~~স্বা~~য়া, পাগল মত !

৪

পথ পানে চেয়ে থাকা তাহারি তরে,  
 যদি সেই পথ ব'য়ে,  
 আসে কেহ পত্র লয়ে,  
 কাঁপিয়া উঠিত হিয়া উদ্বেগ ভরে !  
 চরণ চলিতে নারে কথা না সরে !

৫

পথ পানে চেয়ে থাকা, তাহারি তরে !  
 বিরহে আকুল প্রাণ, মরমে ম'রে !  
 যাতনার হা হতাশ,  
 নিরাশার দীর্ঘশ্বাস,  
 আকুলি ব্যাকুলি কত হৃদয় পরে !  
 পথ পানে চেয়ে থাকা তাহারি তরে !

৬

এমন উদ্বেগ, সখি, তখন ছিল,  
 এখন ত তাহা নাই,  
 ব'সে ব'সে ভাবি তাই,  
 কোথা গেল সেই ভাব, 'কে তারে নিল ?  
 কোথা গেল সেই ভাব, তত যে ছিল !

সে ভাবনা, সে উদ্বেগ, কোথায় এবে ?

ছ'মাসেও একবার,

পত্র নাহি আসে আর,

তবুত রজনী দিবা না মরি ভেবে, !

কে মোরে ইহার মর্ম বুঝায় দেবে ?

—

## মরি মরি মধুর স্বপন !

মরি মরি মধুর স্বপন !

প্রবাসে রয়েছি একা,                      মনে নাহি স্মৃতির রেখা,  
ভাবিতে ভাবিতে কত করেছি শয়ন,  
স্মরিলে প্রিয়ার মুখ,                      হৃদয়ে উথলে স্মৃতি,  
স্মরিতে ছিলাম তাই মুদিয়া নয়ন,  
ভাবিতে ভাবিতে হায় গিয়াছে চেতন !

২

তখন দেখিছু এক মধুর স্বপন !  
সেই মুখ হাসি হাসি,                      প্রিয়তমা কাছে আসি,  
শুয়েছে আমার পাশে দিয়া আলিঙ্গন !  
বিরহ বিষাদ ক্লেশ,                      হইয়াছে অবশেষ,  
আনন্দ প্রবাহে হিয়া হয়েছে মগন !  
ভুলেছি সকল জালা, দুখের দহন !  
হায় ! কেন পুনরায়,                      চেতনা শত্রুর প্রায়,  
আসিয়া জাগা'ল মোরে কেন কি কারণ ?  
কে না চায় হেন স্বপ্ন যাবত জীবন ?

## বুঝেছি !

বুঝেছি স্বজনি আমি বুঝেছি সে কথা গো ;  
তাইত রয়েছি স'য়ে এই হৃদি ব্যথা গো ;  
নিদাঘে সলিল, হায় !                      যেমন শুকা'য়ে যায়,  
সময়ে হৃদয়ে প্রেম তেমনি শুকায় গো ;  
শুকাবার শুকায়েছে খেদ নাহি তায় গো ।

২

নিদাঘে তপন-তাপে জলধির জল গো—  
না শুকায়, রয়ে তাহা তেমনি অতল গো ;  
ক্ষুদ্র মাছুয়ের প্রাণ,                      ক্ষুদ্রতার পরিমাণ,  
অগাধ সাগর মত গভীর কোথায় গো ?  
শুকাবার শুকায়েছে খেদ নাহি তায় গো ।

৩

মনে'পড়ে বয়ঃসন্ধি প্রথম সময় গো ?—  
কত আশা, ভালবাসা, হৃদয়ে উদয় গো ?  
কত সাধ, উচ্চ আশা ?                      কত কামনার তুষা ?  
এখন যে ছাই ভস্ম উড়িছে কেবল গো !  
হতাশ আক্ষেপ মাত্র চিন্তার সম্মল গো ।

প্রেমের তরল বস শুকায়েছে, সখি রে,  
সংসারের কঠোরতা কেবল নিরখি রে !  
কোথা সেই তরলতা ?      কোথা সেই কোমলতা ?  
স্বার্থের মুদগারাবাহতে বুক বাজে ব্যথা রে !  
বুঝেছি সে কথা, সখি, বুঝেছি সে কথা রে !

কেন হ'য়েছিলি তুই অত মনোহর ?  
 হৃদয়মোহনরূপ,                      সকলি রে অপরূপ !  
 নয়ন নলিন তোর, মুখ শশধর ।  
 কেন হ'য়েছিলি তুই অমন সুন্দর ?

২

বেশ কথা ; থাক তুই অপূর্ণ সুন্দরী ;—  
 আমার সমুখে এসে,                      ভুবনমোহিনী বেশে  
 দাঁড়াইলি কেন বল হিয়া আলো করি ?  
 ও রূপ হেরিয়া তোর,                      নয়নে লাগিল ঘোর !  
 হারানু হৃদয় মোর——আপনা পাগরি !  
 দাঁড়াইলি কেন তুই হৃদি আলোকরি ?

৩

আসিলি, দাঁড়ালি যদি, হরিলি হৃদয়,  
 আমার হলিনে কেন ?                      কেন বে নিষ্ঠুর হেন ?  
 আমারে বধিয়া তোর কি হল সঞ্চয় ?  
 দেথ দেথি সর্বনাশি,                      আজি আঁখি জলে ভাসি,  
 স্মৃথ শাস্তি সাধ সব হ'য়েছে বিলয় !  
 দলিলি মণিশি কেন নাশিলি হৃদয় ?

## উৎসর্গ ।

জানিনা কেমন আছি,                      কোথায় বা আছি আর,  
জানিনা আছে কি নাই                      সুরধিবার অধিকার ;

যেখানে যেমন রও,  
সদা যেন সুখী হও,  
অশান্তি অনলে প্রাণে নাহি উঠে হাহাকার ;  
এনেছি তোমার তরে,  
বড় যত্ন সাধ ক'রে,—

এ শুকান মালাগাছি,                      দেখিবে কি একবার ?  
জীবনের ভোর বেলা,  
তোমার তরেতে তোলা,

শুকান পুরাণ ফুল,                      নাহি সৌরভের ভাব,—  
আব কাবে দিব তাহা ?—কে মূঢ়্য বুঝিবে তার ?  
তাইত এসেছি দিতে মিনাইয়ে অশ্রুধার,  
লও, সার্থক হউক মালা,                      মালা গাঁথা অভাগাব ।

## একা ।

গভীর নির্মাথে আজ বসিয়ে একা,  
হৃদয়ে পড়েছে ঘোর বিষাদ-রেখা,  
সেই মুখ হাসি হাসি,                      হৃদয়ে উঠিছে ভাসি,  
কতদিন তাব মনে হরনি দেখা,  
কে জানে কি আছে মোর কপালে লেখা ।

২

বহিছে মলয় বায়ু মধুর স্বনে,  
গাইছে পাখিরা ওই সুদূর বনে,  
সহকার তরু'পরে,                      কোকিল পঞ্চমস্বরে  
কুজিছে, মিশিছে সুর তাহার মনে,  
ঢানিছে বিষাদ ধারা আমার মনে ।

৩

আকাশে চাদের হাসি উথলি উঠে  
ধরার উপরে যেন আগিছে ছুটে ।  
পেয়ে সেই হাসি ধারা,                      হইয়া পাগলপারা,  
কামিনী মলিকা যুগী উঠিছে ফুটে,  
এ শোভা কেমনে বলি ? কথা না জুটে ।

আনন্দ-প্রবাহে আজি ভাসিছে ধরা,  
 আগারি হৃদয়, শুধু, বিষাদে ভরা,  
 আগারি কপাল মন্দ,      এ আনন্দে নিরানন্দ !  
 কাছে নাই প্রিয়তমা যাতনা-হরা,  
 একা এ প্রবাসে আমি জীবনে মরা !

# সরোজিনী ।

( অষ্টাঙ্কে )

সুখময়ী স্বর্গভূমি ; দেব-দেবীগণ,  
রহে তথা দিবানিশি সুখেতে মগন ।  
ছুঃখ কেশ বিষাদের প্রবল যাতনা,  
শোকের মরমদাহী হৃদয় বেদনা,  
দেবতার হৃদে কভু নাহি পায় স্থান  
এক পল, নাহি ফুটে বাসনার বাণ  
পরানে তথায়, নাহি কামনা দারুণ,  
না জ্বলে হৃদয়-গায়ে বিরহ আগুন ।  
সদা হর্ষ, সদা সুখ, অমৃত আহার,—  
জ্যোতির্ময় পরিচ্ছদ, শোভার আধার  
পারিজাত আভরণ, অপ্সরার গীত  
দেব-বাদ্যসহ মিলি হয় মিনাদিত  
অবিরত ; সদা জ্যোৎস্না, নাহি অন্ধকার,  
কে পারে বলিতে কত সুখ অমরার ?

সুখের সে স্থান ; তবে কেন বল তুমি  
তেয়াগি মাথের সেই প্রিয় স্বর্গভূমি

নামিলে কলুষপূর্ণ এ মরতে আজি ?  
 এ অপূৰ্ণ বেশে মরি কেন বল সাজি'  
 আসিলে প্রভাতে তুমি ? পৃথিবীর বায়  
 নিতান্ত মলিন,—যদি লাগে তব কায়,  
 ও পুত কোমল দেহ হ'বে কলুষিত ;  
 নিরমল হিয়া তব হ'বে গো ব্যথিত  
 ধরার এ ঘোর তাপে ! দেখ দেখ চেয়ে,  
 শোক তাপ ছুঃখ ক্লেশ ধরাতল ছেয়ে  
 রয়েছে সতত ; দেখ বক্ষে আমাদের  
 কত ক্ষত । কত বহে স্রোত রুধিরের  
 অহরহ ! কামনার ভীষণ দংশনে,  
 নিরাশার ঘোরতর নির্গম পীড়নে  
 বিকৃত মোদের প্রাণ ! সুদীর্ঘ নিশ্বাস  
 উঠিছে, উত্তপ্ত তায় হতেছে বাতাস !  
 কেন এলে এ মরতে ? দাঁড়াও দাঁড়াও  
 অইখানে, দূরে হ'তে বল কিবা চাও  
 আমাদের পাশে ; আর আসিও না কাছে,  
 দাঁড়াও দাঁড়াও দেখি ।

চমৎকার ! আছে

সেইরূপ । সেইমুখ । সেই দেহখানি !  
 সেই যে লাবণ্যমাখা সৌন্দর্য্যের রাণী !  
 শারদ আকাশে যথা দিগন্ত প্রাণিনী  
 হাশ্রময়ী-জ্যোৎস্নারাণী,—অথবা নলিনী  
 সরোবরে সৌরকরে যথা শোভাময়ী  
 ততোধিক শোভা তব, নিরূপমে, অয়ি  
 সরোজিনি ! গিঠে সেই একরাশি চুল,  
 সেই রক্তাধর ফুল বাঁধুলীর ফুল,  
 সেই মুছমন্দ হাসি সেই মুছ বাণী,  
 সকলি তেমতি আছে, হে সৌন্দর্য্যরাণি !

কেন এ প্রভাতে এই অধমের পাশে  
 তেরাগি অমরাবতী কোন লাভ আশে  
 আগমন তব ? এই দীর্ঘকাল পরে,  
 শুধু কি আমারে দেবি মুহূর্ত্তের তরে  
 আসিলে দেখিতে ? এস, দেখে যাও তবে,  
 কত স্মৃথে বাস করি মোরা এই ভলে !  
 দেখে যাও, সাধ আশা দিয়ে বিগর্জন,  
 হতাশা বুকতে পূরি কেবল রোদন

করিতেছি অহর্নিশ ! এস যাও দেখে,  
 কপটতা কদাচার ধূলা বালি মেখে—  
 সে নির্মল দেহখানি করিয়াছি কালী !  
 দেখ এসে সে হৃদয় হ'য়েগেছে খালি !  
 নাহি প্রেম, নাহি স্নেহ, সব গেছে পু'ড়ে !  
 মনস্তাপ আছে শুধু বক্ষঃস্থল জু'ড়ে !  
 কি আর বলিব বেশী ? দেখে যাও সব,  
 স্বর্গের দেবতা তুমি, মোদের রোরব  
 নারিবে বুঝিতে ; হায় ! চিরসুখীজন  
 কেমনে বুঝিবে বল হৃৎথের বেদন ?

---

## স্বপনের মত হায় ! হয়েছে বিলীন !

প্রথম-বসন্তে যবে মলয় অনিল  
ধীরে পশে কুঞ্জবনে, শিহরি কোকিল  
কলকণ্ঠে করে কুহু কুহু ; ফুলদল  
আপনি ফুটিয়া উঠে পূর্ণ পরিমল  
জলে স্থলে ; জেগে উঠে জীব সমুদয় ;  
পশু পাখী তরলতা মানবনিচয়  
সুখে মগ্ন বসন্তের মূহু পরশনে ।  
তোমার মুরতি আমি যেদিন নয়নে  
হেরিছু, প্রাণেব দ্বার আপনি খুলিলা  
অজ্ঞাতে, হৃদয় মোর শিহরি উঠিল  
আনন্দে, মেলিয়া আঁখি নিরখিছু যবে  
চারিদিকে, যেন এক নূতন গৌরবে  
শোভিল প্রকৃতি ; যেন আনন্দ সঙ্গীত  
চৌদিকে উঠিয়া বিশ্ব করিলা মোহিত !  
মুগ্ধ আঁখি, মুগ্ধ শ্রোত্র ; ইন্দ্রিয় সকল  
মুগ্ধ মোর ; হিয়া যেন হইয়া তরল

মিশিল তোমার সাথে,—সর্বস্ব আমার  
সঁপিছু লগনে আমি চরণে তোমার ।

কোথা তুমি কোথা আমি এবে ? কে জানিত  
সাধ আশা আমাদের হইবে দলিত  
এইকপে ? সময়ের ঝঞ্ঝাবাতে হায় !  
বিচ্ছিন্ন করিবে হেন তোমায় আমার  
কে জানিত ? ক্ষুদ্র সেই ছুটি হৃদয়ের  
কত সাধ, কত আশা ছিল দুজনের !  
প্রচণ্ড নিদাঘে সেই দিবা দ্বিপ্রহরে,  
জলন্ত রৌদ্রের ডরে নিজ নিজ ঘরে  
সুপ্ত যবে সবে, শুধু মোরা ছুই জনে,  
চুপে চুপে গিয়া শিথ বকুলের বনে  
আঁচল ভরিয়া ফুল কুড়া'য়ে যতনে  
গাঁথিতাম মালা কত ; সতৃষ্ণ নয়নে  
কেমন দেখিতে চেয়ে আমার বদনে,  
সেই আঁখিযুগ তব পড়িতেছে মনে  
আজ ( ও ) মোর ! মালা গাঁথি দিতাম গলায়,  
তুমি কত মালা গাঁথি পরা'তে আমার ।

অর্থশূন্য স্বার্থশূন্য কথা অনর্গল  
 বদিতে, কখনো ঘুমে হইয়া বিকল  
 পড়িতে আমার কোলে ; বিশালা নয়ন  
 নিমীলিত হত সাঁঝে নগিনী মতন ।  
 সুরভি নিশ্বাস ভবে রহিয়া রহিয়া  
 নামাশ্রয় মুকুতা তব উঠিত কাপিয়া !  
 কভু বা স্নানব স্কুদ্র ললাটে তোমার  
 স্কুদ্র স্কুদ্র স্বেদ-বিন্দু মুকুতা আকার  
 উঠিত ভাসিয়া, আমি অঞ্চল বীজনে  
 করিতাম নিবারণিত ; মদন পবনে  
 কভু বা বকুলশাখা হইয়া স্পন্দিত,  
 বার বারে ফুলধারা কত যে পড়িত  
 বক্ষে চক্ষে মুখে তব ; চমকিয়া ভয়ে  
 উঠিতে, চুমিয়া মুখ, আদরে হৃদয়ে  
 ধরিতাম আমি ; এবিধ কোথা সেই দিন ?  
 অপনোব মত হায় হয়েছে বিলীন !

## শোনরে উন্নত মন ।

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| শোনরে উন্নত মন         | শুধুই কাদিস কেন ?      |
| শ্রাবণের বরষণ          | চোখে তোর দেখি যেন !    |
| আশায় নিরাশ হ'য়ে      | ভেঙে গেছে বুক তোর,     |
| ছঃখ ক্লেশ স'য়ে স'য়ে  | জীবন হইল ভোর ;         |
| সাধেতে পড়েছে ছাই      | প্রাণয়ে পড়েছে দাগা,  |
| স্বথ নাই শান্তি নাই    | শুধু তুই হতভাগা ;      |
| এই কটা তুচ্ছকথা        | রোদনের হেতু তোর ?      |
| ঘুচাইব সব ব্যথা        | আয় কথা শোন মোর ।      |
| যে শিখেছে প্রেমতত্ত্ব  | যে শিখেছে ভালবাসা,     |
| সে কেন কামনা মত্ত ?    | সে কেন পুষিবে আশা ?    |
| ভুলে যা স্বার্থের কথা, | মোহমত্ত বাসনার,        |
| ঘুচিবে সকল ব্যথা       | মিলিবে শান্তির দ্বার । |

## উপকথা ?

প্রভাতের মৃদু বায়ু বহে বুর বুর,  
পাখী ডাকে বৃক্ষশাখে শুনিতে মধুর ;  
রাঙা রবি ধীরে ধীরে,                      আকাশের বক চিরে  
উঠিছে—ধরনী যেন আনন্দে আকুল,—  
কৃষ্ণবাস পরিহরি,                      উজল কোষের পরি,  
সাজিল গোহিনী বালা রূপেতে অতুল ;  
স্বরভি কুসুম-রাশি,                      হাসিছে বিশদ হাসি,  
প্রভাতের মৃদু বায়ু বহে বুর বুর,  
পাখী ডাকে বৃক্ষ শাখে শুনিতে মধুর ।

২

রবিকরে সরোবর করে টল টল,  
কমল কুসুম দল ফুটেছে সকল,  
নাঁকে বাঁকে শত অলি,                      করিতেছে বলাবলি,  
কুসুমের কাণে কাণে প্রণয় বচন,  
সাঁকায় স্নানর গ্রীবা,                      ঘুরে ফিরে চায় কিবা  
আনন্দে অবশ হয়ে রাজহংসগণ ।

মাছরাঙা ব'সে তীরে,                      দেখিতেছে ঘুরে ফিরে,  
কোথা ভাসে ক্ষুদ্র মীন ভক্ষ্য যে সকল,  
রবি করে সরোবর করে টল টল ।

৩

সরোবর তীরে শোভে শ্রাম উপবন,  
পুষ্পিত তরুর শ্রেণী তায় অগণন ;  
তরুণ অরুণ সম,                      স্নলোহিত মনোরম,  
ফুটেছে অশোক গুচ্ছ, শোভে তরুবর,  
ফুলে ফুলে অবনত,                      বিনয়ী নরৈর মত,  
অদূরে কেশর তক দেখিতে সুন্দর ;  
হেমছাতি কর্ণিকার,                      চম্পক কুমুম আর—  
ফুটিয়াছে গাছে গাছে কে করে গণন ?  
সরোবর-তীরে শোভে শ্রাম উপবন ।

৪

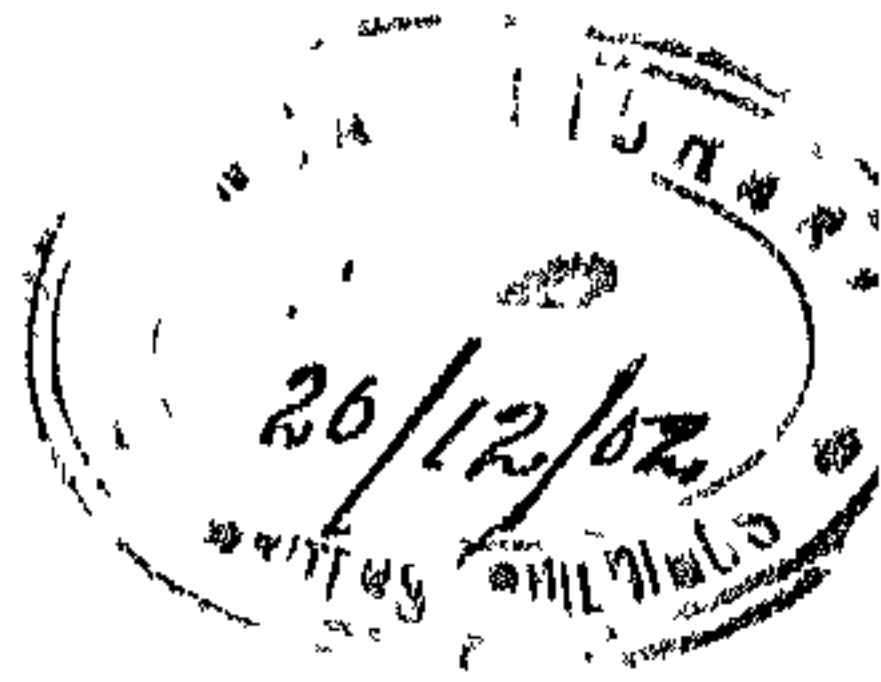
চম্পক তরুর তলে দাঁড়ায়ে বালিকা,  
অপরূপ শোভাময়ী কমল-কলিকা ;  
কমল কুমুদ হার,                      ছলিছে উরসে তার,  
উর্দ্ধমুখী চেয়ে আছে তুলিয়া নয়ন,  
( প্রভাত-কমল যেন তাহার আনন ! )

পুষ্পিত বিটপ'পরে                      দাঁড়া'য়ে হরষভরে,  
 কিশোর বালক তুলে রাশি রাশি ফুল,  
 ফুল তুলে একবার,                      নিয়ে চেয়ে দেখে আর,  
 উর্দ্ধে ফুল—নিয়ে তার বালিকা অতুল ;  
 তুলিয়া কুসুমরাশি,                      নিয়ে এক সাথে আসি,  
 বসিয়া বালক গাঁথে সুন্দর মালিকা,  
 চম্পক তরুর তলে দাঁড়া'য়ে বালিকা ।

৫

মালা গাঁথা হ'ল শেষ, বালক নাগিল,  
 হাসি মুখে সেই মালা গলায় পরিয়া ;  
 বালকের দিকে ধীরে,                      বালিকা চাহিল ফিরে—  
 তুলিয়া তাহার যগা আয়ত-লোচন,  
 বসন্তের আগমনে,                      আনন্দ উৎসুক মনে,  
 বনলগ্নী তার দিকে নেহারে যেমন ;  
 সুনীল নয়ন তার,                      প্রকাশিল চমৎকার—  
 হৃদয়ের ভাষা সব, বুঝিল বালক ;  
 কাছে গিয়ে করে ধরে,                      যতনে সোহাগ ভরে,  
 সুধাইল বালিকারে,—হৃদয়ে পুলক ;





হৃদয়-গাথা ।

তৃতীয় ।

বিবিশ্র ।



## হৃদয়-গাথা ।

---

### বিষাদ ।

বিষাদ, আমার কাছে আয়,  
আমি তোরে হৃদে দিব স্থান,  
তোর সেই গভীর ছায়ায়  
ছাইয়া রাখিব মোর প্রাণ ।

মলিন বসান তোর হেরি  
হেরি জীর্ণ মলিন বসন,  
অনেকেই অবহেলা করি  
ঘণাতরে ফিরায় বদন ।

স্বথের কোমল শয্যাতে

আলসেতে মুদিত নয়ন,

পরোমুখ তোষামোদী দলে

স্তুতি-গানে করায় চেতন ;

মাথাটি ধরিলে একবার

শতজনে “আহা আহা” করে,

বিলাসেতে জনম তাহার

শেষে যায় বিলাসেতে ম’রে !

তাবা কি বুঝিতে পারে হায় !

বিষাদের গধুর রোদন ?

তারা কি শুনিতে কভু পায়

বিষাদের সম্মীত কেমন ?

সেখানেতে স্বথের কল্লোল

নির্নাদিছে সদা সপ্তস্বরে ;

বিষাদের ক্ষীণ মৃদু রোল

আপনা আপনি যায় ম’রে !

আগিই বুঝেছি তোরে শুধু  
আর কেহ বুঝেনি তেমন,  
তুই মোর প্রিয়-প্রাণবঁধু,  
আম তোরে করি আলিঙ্গন ।

---

কে তুই ?

( নবজাত শিশুর প্রতি )

[ জন্ম ২৪শে মার্চ শুক্রবার ১৯০১ ]

তুই কিরে স্বরগের বাতি ?

স্নিগ্ধ স্বচ্ছ মনোহর,

মন প্রাণ মুগ্ধকর,

উষাব আলোক সম নিরমল ভাতি !

অন্ধকার বুক মোর,—

উজল আভায় তোর,

জ্যোৎস্নাময়ী হাস্তময়ী পূর্ণিমার রাতি !

২

তুই কিরে অমরার ফুল ?

নন্দন উগ্গান-শোভা,

দেবতার মনোলোভা,

পুরাণের পারিজাত ত্রিলোকে অতুল !

শোভায় সৌরভে তোর,

ঘুচেছে বিষাদ মোর,

প্রীতির বিমল ধারা বহে কুল কুল ।

৩

তুই কিরে দেবতার হাসি ?  
টাদের টাঁদিমা সম,  
নিরমল নিরুপম,  
শান্তির অমিয় মাথা আনন্দের রাশি !  
প্রাণের অঁধার মোর,  
যুচেছে পরশে তোর,  
স্রোতোজলে মলিনতা যায় যথা ভাসি ।

৪

তুই বিধাতার আশীর্বাদ ;  
অশান্তি বিষাদ ঘোর,  
থাকেনা পরশে তোর,  
দূরে যায় শোক তাপ সব অবসাদ ।  
আয় তোরে কবি বুক,  
চুম থাই টাঁদ মুখে,  
অভাগার—তাপিতের পূর্ণ মনসাদ ।

## একটি দৃশ্য ।

গ্রামাঙ্গী নবীনা লতা,  
ফুলে ফলে স্তূপোভিতা,  
আদবে জড়া'য়ে ধরে গাছেতে উঠেছে বেয়ে,  
দেখিয়াছি অনিমিষে কত দিন চেয়ে চেয়ে ;  
শত বাহু পশারিয়া,  
শত আলিঙ্গন দিয়া,  
সোহাগে বেঁধেছে যেন, —এলায়ে পড়েছে কায়,  
কত দিন অনিমিষে দেখেছি সে শোভা হায় !  
আজি দেখি সেই শোভা,  
দেবতার মনোলোভা,  
অভাগার কুটীবেতে না জানি কি পুণ্যবলে,  
মোর সে গ্রামাঙ্গী লতা শোভিতা অপূৰ্ব ফলে !  
যত দেখি বার বার,  
পিপাসা না মিটে আর,  
এই লতা, এই ফল,—দেখিয়া না শেষ পাই !  
অদ্ভুত মোহন দৃশ্য, জগত ভুলিয়া যাই !

## খোকা ।

কচি কচি ছুঁধে দাঁত, আধ আধ আধ বোলে—  
“মা মা” ব’লে আসিতেছ, এস এস করি কোলে ।  
গুড়ি গুড়ি হামাগুড়ি—ধূলাতে ভ’রেছে কায়,  
আয় আয় কোলে করি, আয় আয় যাহু আয় ।  
হাস হাস হাস তুমি, দেখি আমি আখি ভ’রে,  
চুম থাই টাঁদমুখে, ধন্য হই কোলে ক’রে ।  
আয় আয় খোকা আয়, আয় তোরে করি কোলে,  
হেসে হেসে আধ আধ, ডাক দেখি ‘মা’ ‘মা’ বোলে ।

---

## সুন্দর চিত্র ।

দেখেছি অনেক চিত্র কারুকার্য সুশোভন,  
\* হেরেছি প্রাকৃত দৃশ্য মনোহর অগণন ;  
পড়েছি অনেক কাব্য মধুর কবিতাধারা,  
বিমল আনন্দে হিয়া করেছে পাগলপারা ;

কিন্তু

আজি যে দেখিছু দৃশ্য হেরিছু যে চারুছবি,  
পরাজিত চিত্রকর,—পরাজিত যত কবি !  
অদ্ভুত কবিত্ব তার অতুল সে শোভারামি !  
মায়ের কোলেতে ছেলে,—একবার দেখ আসি ।

---

## কবি ও ফুল ।

ফুল শোভা মনোলোভা  
রূপ রসে টলমল—  
কিন্তু, হৃদয়েতে তার—  
কীট পশিয়াছে হায় !  
ফুলের নিয়তি এই—  
কবির নিয়তি এই—  
যেখানে দেখিবে কবি  
নিবাশার দীর্ঘশ্বাসে,  
কীট ছাড়া ফুল যথা  
শোক তাপ ছাড়া কবি  
ফুল জগতের শোভা,  
এ হৃদয়েতে কীট কেন,

কেনা জানে কে না কয় ?  
সৌরভে আবেশ-ময় ।  
দেখ চেয়ে একবার,  
শুচীমুখ তীক্ষ্ণধার ।  
কীট বাস করে ফুলে,  
শোকতাপ হৃদিমূলে !  
সেখানে দেখিবে হৃথ ;  
মনস্তাপে ভরা বুক ।  
ফোটেনা সংসার বনে,  
দেখিবেনা এ ভুবনে ।  
কবিও জগতে তাই,  
ভাবিয়া নাহিক পাই ।

## প্রকৃতির পরিহাস ।

আকাশেতে চাঁদ উঠে ফুল ফুটে বনে,  
মধুমাখা মধুগীত গায় পাখীগণে ;  
কুল কুল কুল নাদে নদী ব'য়ে যায়,  
ঝুর ঝুর ঝুর বহে মলয়ের বায় ।  
এসব না ভাল বলে কেবা হেন আছে ?  
প্রকৃতির পরিহাস অভাগার কাছে ।

---

## অভাগিনী ।

[ গত ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন তারিখে নলিনী নামী একটি অভি-  
মানী বালিকা বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছিল ; তদবলম্বনে রচিত । ]

এই ভিখারিনী বেশে,  
কি হেতু কিসের আশে,  
কোন অজানিত দেশে দ্রুত যাও চ'লে ?  
সেথা কি সোণার দেশ ?  
নাহি মাত্র হিংসা লেশ ?  
ভেবেছ স্বথের শেষ হবে সেথা গেলে ?

মাগের আত্মরে মেয়ে,  
আঙু পাছু নাহি চেয়ে,  
অভিमानে গ'লে গিয়ে পাগলিনী প্রায়—  
সহিলেনা অপমান,  
করিয়া গরল পান,  
নাশিলে আপন প্রাণ বল কি আশায় ?

কি তুচ্ছ একটা কথা,  
 এত কি বাজিল ব্যথা ?  
 ছাড়িয়া সোনার ঘর যেন কি কুহকে,  
 ধর্ম্মাধর্ম্ম না ভাবিলে,  
 পেছু ফিরে না চাহিলে,  
 একেবারে বাঁপ দিলে জ্বলন্ত নরকে !

গরীচিকা মোহে পড়ি,  
 স্নিগ্ধ পতিগৃহ ছাড়ি,  
 ধাইছ উন্মত্ত হ'য়ে অভাগিনী মেয়ে,  
 জ্বলন্ত অনল শুধু,  
 সেথায় জলিছে ধূ ধূ—  
 সে বিরাট অগ্নিমাঝে মরিবে পুড়িয়ে !

কেন এ পতঙ্গপ্রায়,  
 সর্ব্বগ্রাসী ত্বা হায় ?  
 সলিল বলিয়ে ধাতু অনল-সাগরে !  
 স্মরিলে শুকায় আত্মা !  
 সর্ব্বনাশ ! আত্মহত্যা !  
 এই কিরে সোজা পথ শান্তি লাভ তরে ?

এই না হিন্দুর দেশ ?  
তার আজ এ কি বেশ ?  
“জীবনে মরণে পতি গতি অবলার——”

যে দেশের গৃহনীতি,  
বনবাসে গেলে পতি,  
রমণী সঙ্কেতে যায় হ’য়ে আশুসার ;

যমালয়ে পতি মনে,  
যায় অশঙ্কিত মনে,  
হাসিয়া অনলে পশে নির্ভয় হিয়ায় ;  
সর্পাঘাতে মৃত পতি,  
গলিত দুর্গন্ধ অতি,  
কোলে লয়ে সিদ্ধুমাঝে ভাসিল যথায় ;

সেই দেশে আজ হায় !  
( দেখে বুক ফেটে যায় ! )  
পতির একটা কথা ম’ল না পরাণে !  
অভিমাণে অভাগিনী—  
হ’য়ে গেল পাগলিনী ।  
তেজিল সাধের প্রাণ হলাহল পানে !

## মরিয়ে রমণী হব ।

পারি না বহিতে আমি এত গুরুভার ;  
এত শ্রম, এত ক্লেশ,  
নাহি তার স্মৃতি লেশ,  
ওষ্ঠাগত প্রাণ যেন হ'য়েছে আমার !

দাসত্বের বেশ পারি,  
ধনীর চরণ ধরি,  
“দাও দাও” মুখে শুধু ধননি অনিবার ;  
দিবা নিশি যত্নকরি,  
প্রাণপণে খেটে মরি,  
নাহি তার প্রতিদান, নাহি পুরস্কার ।

গালাগালি কত আর—  
কে করে গণনা তার ?  
কে দেখিবে কত বহে তপ্ত অশ্রুধার ?  
এত যে গোলামী করে,  
তবু কি উদর ভরে ?  
ঘরে সেই “নাই নাই” সেই হাহাকার ।

এই মোর “পুরুষত্ব” !  
স্থগিত ঘোর দাসত্ব !  
দাসত্বে জীবন শুধু কাটিল এবার !  
পুরুষ স্বাধীন ব’লে,  
অহঙ্কারে মরে ফুলে !  
বি, এ, এম, এ, পাশ ক’রে বড় অহঙ্কার !

কলেজেতে যতদিন,  
“পুরুষত্ব” তত দিন,  
তার পরে “সেবকত্ব” গতি স্বাকার ;  
গালি খেয়ে শুষ্ক মুখ,  
মনস্তাপে পোড়ে বুক,  
অধম স্থগিত দাস সব একাকার !

দাস বমণীর হেয়,  
সকলেব অবজ্ঞেয়,  
সংসারের কোন্ কাজে তার অধিকার ?  
এখন মরণ চাই,  
তা’ছাড়া উপায় নাই,  
মৃত্যু ভিক্ষা মাগি সদা পদে বিধাতার ।

মরণের পরে যদি ফিরে আসি আর——

আমি এই বর লব,

মরিয়া রমণী হব,

রমণীর বেশে আমি আসিব সংসার ;

খেলিব পুতুল-খেলা,

গাঁথিব ফুলের মালা,

পরিব গলায় গেঁথে ফুল-ফুল-হার ;

হাসিব মধুর হাসি,

উজলিবে রূপরাশি,

আদর যতন প্রীতি পাইব সবার ;

ক্ষুদ্র প্রাণ, ক্ষুদ্র হিমে,

যাঁর সাথে হবে বিয়ে,

সঁপিব জীবন মন চরণে তাঁহার ;

প্রাণ-প্রিয় পতি সনে,

কোমল কুসুমাসনে

ঘুমাব, কতই সুখ হইবে দৌহার !

টাদের জোছনারাশি,  
বাতায়ন-দ্বারে আসি  
উজলিবে আমাদের স্নেহের আগার ;  
প্রকৃতি খুলিয়া দিবে শোভার ভাণ্ডার ।——  
ফুটিবে সুরভি ফুল,  
গাইবে বিহগকুল,  
পাপিয়ার “পিউ পিউ”—“কুছ” কোকিলার—

স্বপনে দৌহার কাণে,  
পশিবে মধুর তানে,  
তরলিবে দেহ মন প্রাণ ছ’জনীর ।  
সে স্নেহ কি প্রাণারাম !  
কোথা লাগে দেব-ধাম ।  
কোথা লাগে পারিজাত-সৌরভ-সম্ভার !  
সে স্নেহ কি ভগবান আসিবে আমার ?

---

## “মরমগাথা”র কবি ।

এ জগত ছলে ভরা বুঝে না ব্যথীর ব্যথা ;  
কে তুমি সরলা বালা গাইছ মরম-গাথা ?  
সরল শিশুর মত সরল মধুর গান ;  
কোথা পেলো মধুমাথা উদাস উদার প্রাণ ?  
মোহিত হৃদয় মম শুনে ও অমৃত বাণী ;  
কোথা পেলো অত সুধা কবিতা-কুসুম-রাণি ?  
সংসারের তাপে দগ্ধ হৃদয় জুড়াল মোর ;  
সফল “মরম-গাথা” সফল কবিতা তোব ।

কিন্তু সাবধান বাছা, যত কথা মনে থাকে,  
এই মত যেথা সেথা বসো নাক যাকে তাকে ।  
সরলতা নাহি হেথা শুধু আছে কপটতা,  
কে বুঝিবে তব হৃদি কে শুনিবে মরমকথা ?  
দেখনা স্বার্থের দেশ, শুধু ঘৃণা শুধু হেলা,  
প্রাণের নিভৃত কথা হেথা নাহি যায় বলা ।  
নাহি করুণতা দয়া মেহের মধুব ভাষ,  
নির্মম জগত-মাঝে বৃথা কেন হা হতাশ ?  
বা আছে হৃদয়ে থাক দেখায় তা নাহি ফল,  
বৃথা কেন ছর্ব্বলতা ? মুছে ফেল আঁখিজল ।

## অমিয়-গাথা ।

ধন্য গো, নগেন্দ্রবালা, ধন্য গো লেখনী তোর,  
পড়িয়া “অমিয়-গাথা” হৃদয় হইল ভোর ।  
স্বরধুনী ধারা যথা ঝরি সদা ঝর ঝরে,  
তুষার্ত তাপিত জনে তৃপ্তি শান্তি দান করে ;  
তোমার সরল গাথা তেমনি ঝরিয়া, মরি,  
সুভাবের স্নিগ্ধ ধারা ঢালে গো হৃদয় ভরি !  
কুটিল কল্লনা-ছটা, বিনায়ে বিনায়ে লেখা,  
তোমার গাথায়, বালা, একটি না যায় দেখা ।  
বসন্তে কানন মাঝে শ্রামার সুন্দর গান,  
সরল স্বভাবী স্বরে যেমন মাতায় প্রাণ ;  
শ্রামল গিরির গায় যথা ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী,  
তোষে মানবের প্রাণ করি ঝর ঝর ধ্বনি ;  
শিশুর সরল হাসি যেমন মধুর তানে,  
সুখের শীতল ধারা ঢালে জননীর প্রাণে ;  
স্বভাব সুন্দর তথা এ “অমিয়-গাথা” তব,  
সরল সরস স্পষ্ট আর কত গুণ কব ?

বঙ্গের কবিতা এবে বুঝে উঠা হয় দায় !  
 কবিদের মনোভাব মনেতেই থেকে যায় !  
 ক্রিয়াগুলি খুঁজে মরে কোথা তার কর্তৃপদ !  
 কর্তারা না পায় ক্রিয়া,—কবিতার কি বিপদ !  
 নূতন নূতন ভাব নূতন নূতন শব্দ,  
 অনর্গল আমদানী, দেখে শুনে আছি স্তব্ধ !  
 ধোঁয়া ধোঁয়া সব ঠেকে চোকে দেখি অন্ধকার ।  
 কবিতা শুনিয়া করি দূর হ'তে নমস্কার !  
 চিরজীবী বিজ্ঞাপতি রমণীয় চণ্ডীদাস,  
 কেমন মধুর ভাব কেমন মধুর ভাষ !  
 মনে পড়ে কুন্তিবাস কাশীদাস পুণ্যবান,  
 কবিকঙ্কণের সেই মঙ্গলচণ্ডীর গান ;  
 ভারত ভারত-খ্যাত প্রিয় কবি অন্নদার  
 মনে পড়ে, বঙ্গভূমি চির-মুক্ত গানে যার ।  
 তোমার কবিতা পাঠে মোর মনে এই ভায়,  
 পুরাতনী কবি-গাথা পাইয়াছি পুনরায় ।  
 একুশ কবিতা-সুখা বরষি মিটাও সাধ ;  
 মনস্বখে রও সদা, করি এই আশীর্বাদ ।

## ছবি ।

গভীর নীরব এক জোছনা রাতে,  
যুবতী রমণী এক বসিয়া ছাতে,  
যেন কত মনোহুঃখে,                      বসে আঁছে অধোমুখে,  
আধ থোলা চিঠি এক রয়েছে হাতে,  
‘ফোঁটা ফোঁটা আঁখিজল পড়েছে তা’তে !

২

আকাশেতে মেঘ নাই—জোছনা ভালো,  
একেবারে চারিদিক করেছে আলো ;  
এ দিকে ছাতের কাছ,                      শেফালিকা ফুলগাছ  
মেঘুর মলয় বাতে ছলিছে ভালো,  
শাখায় বসিয়া ডাকে কোকিল কালো ।

৩

যুবতী আপন মনে ভাবিছে বসি,—  
গায়ের কাপড় আধ পড়িছে থসি,  
বিষাদমলিন মুখ,                      মলিন লাবণ্যটুক,  
মলিন মেঘেতে যেন ছেয়েছে শশী,  
যুবতী আপন মনে ভাবিছে বসি ।

৪

কুঞ্চিত কেশের রাশি কবরী খুলি,—  
 পড়িছে কপোলে আসি পবনে ছলি ;—  
 আবেশে অবশ হ'য়ে, চিঠিপানে আছে চেয়ে,  
 সরায় না চুলগুলি বদন তুলি,  
 বসিয়া রয়েছে যেন আপনা ভুলি !

৫

নাহিক তাম্বুলরাগ অধব ধারে,  
 শোভেনা সোণার দেহ মুকুতা-হারে,  
 নাহি কোন অলঙ্কার, লোহার কঙ্কণ সার,  
 শুধু সিঁদুরের বিন্দু সীঁতির পরে,  
 তাহাতেই বুঝা যায় সধবা তারে ।

৬

রমণী বসিয়া আছে আপন-তোলা,  
 পিছনে ঘরের দোর রয়েছে খোলা,  
 জোছনার দীপভাতি, মলিন হয়েছে অতি,  
 বুলিছে ঘরের মাঝে শিশুর দোলা,  
 তাকেতে খেলানো তার রয়েছে তোলা ।

সমুখে দেয়ালে এক বাঁধান ফোটো,  
“ভুলিওনা প্রিয়তমে” রয়েছে মোটো ;  
প্রফুল্ল বকুল ফুলে,                      আদরে যতনে তুলে,  
গাঁথিয়ে মোহনমালা মোহাগভরে,  
সাজিয়ে রেখেছে তাহে থরে বিথবে ।

বিছানা নাহিক পাতা খাটের’পরে,  
সে সব উপরে তোলা যতন ক’রে ;  
মেঝেতে দোলার কাঁছে,              মাদুর পড়িয়া আছে,  
রমণী ঘুমাবে বুঝি তাহারি’পরে,  
ঘুমাবে ? কাঁদিবে শুধু রজনী ভ’বে ।

## পূজনীয়া কোন বন্ধুপত্নীর প্রতি ।

ধন্য তুমি, ভাগ্যবতি,  
শত ধন্য তুমি, সতি,  
শত ধন্য তোমার সে মধুর প্রণয় ;  
কিবা সেই আকর্ষণ !  
কি মধুর সে বন্ধন !  
বাঁধিয়াছ যাহে তব পতির হৃদয় ।

তব প্রেম মন্দাকিনী,  
পূত শান্ত নির্ঝরিনী,  
সদাই হৃদয়ে তার কুলু কুলু বয় !  
তাহার হৃদয় ভরি,  
সদা তুমি আছ মরি,  
প্রফুল্ল কুসুমেরে যথা পরিমল রয় !

দিবাভাগে চিন্তা তুমি,  
নিশায় হৃদয় ভূমি—  
স্বপনরূপেতে তুমি কর আলোময় ।  
ধন্যশক্তি চমৎকার !  
করিয়াছ অধিকার !  
তোমার মধুররূপে হ'য়েছে তন্ময় ।

তব অদর্শন তরে,  
পাশে গো মরমে ম'রে,  
কিছুতে মানস তার পুলকিত নয় ;  
প্রফুল্ল কুসুমরাশি,  
চাঁদের মধুর হাসি,  
প্রকৃতির অনূপম শোভা সমুদয়,

কিছুতে না পায় স্মৃতি,  
সদাই বিষম মূর্তি,  
সদাই বদন তার যান অতিশয় ।  
উঠিলে তোমার কথা,  
ঘুচে যেন যত ব্যথা !  
তোমার কাহিনী সে গো শতমুখে কয় !

আসিলে তোমার চিঠি,  
উলসিত হয় দিঠি,  
আবেশে তাহার তনু পুলকিত হয় ।  
তুমি তার প্রাণসমা,  
তুমি তার প্রিয়তমা,  
তোমার প্রণয়, সতি, অমর অক্ষয়,

ধন্য তুমি ভাগ্যবতি,  
ধন্য গো তোমার পতি,  
শত ধন্য তোমাদের মধুর প্রণয় ;  
তিনি দেব, তুমি দেবী,  
তোমাদের পদ সেবি,  
যাচিছে অধম কবি তোমাদের জয়,  
হোক তোমাদের প্রেম অমর অক্ষয় ।

---

## সন্ধ্যা—প্রবাসে ।

দিবা অবসান ; রবি অন্তমিত প্রায়,  
অন্ধকার ধীরে ধীরে গ্রাসিছে ধরায় ;  
দিবসের কৰ্ম সবে করি সমাপন,  
ফিরিছে মনের স্মৃতি আলয়ে আপন ।  
ছয়ারে দাঁড়িয়ে শিশু, বিকচ কমল,  
পুলকে পিতারে হেরি হাসি খল খল  
ধেয়ে কোলে উঠে ; পিতা বুকেতে লইয়া,  
স্নেহভরে চাঁদমুখ আদরে চুমিয়া  
পশিলেন ভিতরেতে ; সেথা একজন,—  
( আধ ঘোমটায় ঢাকা কমল আনন )  
দাঁড়িয়ে ঘরের দোরে, বালক অমনি,  
“মা মা” বলি তাঁর কোলে উঠিল তখনি  
মহানন্দে ; উভয়ের মিলিল নয়ন,  
কি অতুল স্মৃতি স্মৃতি হইল দুজন ।  
উভয় হৃদয় স্মৃতি, প্রেমে, গেল গ’লে,  
দিবসের শ্রম, ক্লান্তি, কোথা গেল চ’লে !

আঁর আঁনি ? সন্ধ্যা গাঢ় হইতেছে বত,  
আঁধাবে আবৃত এই প্রকৃতির মত  
অন্ধকারে ডুবিতেছে আমার হৃদয় ;  
নাহি জানি কোথা গেলে প্রাণে সুখ হয় !  
দীর্ঘ এই দিনব্যাপী দাসত্বের পরে  
অবসন্ন শ্রমশীর্ণ ধিন্ন কন্ডেবরে——  
ফিবিতেছি ক্ষুণ্ণমনে মোর শূন্য ঘরে ।——  
কি কবিত্তে ? শুধু হায় কাঁদিত্তে কেবল !  
ফেলিত্তে নিশ্বাস আঁর নয়নের জল !

---

# অমিয়-সুধা ।

## ( বিয়োগান্ত নাট্য কবিতা )

### পূর্ববাস্তব ।

সুধা কোন এক সম্ভ্রান্ত অতি সম্পত্তিশালী ব্যক্তির এক-মাত্র তনয়া । সে অত্যন্ত সুন্দরী ছিল । তাহার বয়স যখন একাদশ অথবা দ্বাদশ বর্ষ, সেই সময়ে, অমিয় নামে স্বগ্রাম নিবাসী একটি উচ্চ-শিক্ষিত স্ত্রী যুবক তাহার শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয় । চারি বৎসর পরে সুধার পিতা জানিতে পারেন যে, শিক্ষক এবং ছাত্রীর মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হইয়াছে ; কিন্তু তাহারা যে গোপনে বিবাহিত হইয়া-ছিল তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই । পিতা অমিয়ার প্রতি আদেশ দেন যে, তিন দিন মধ্যে তাহাকে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কোন দূরদেশে চিরকাল বাস করিতে

হইবে। সে জন্ম তিনি অমিয়কে যথেষ্ট অর্থও দেন।  
 অমিয় চলিয়া গেলে ছয় মাস মধ্যে সুধার বিবাহ হয় এবং  
 ফুলশয্যার রাত্রিতেই সুধার মৃত্যু হয়। সুধা আত্মঘাতিনী  
 হইয়াছিলেন ইহাই অনেকের বিশ্বাস। এই ঘটনাটাই  
 বর্তমান প্রসঙ্গের অবলম্বন। সংবাদ পত্রে প্রকাশিত কোন  
 এক সত্যমূলক আখ্যান ইহার ভিত্তি। নাম ধাম অবশ্যই  
 রূপান্তরিত করা হইয়াছে।

---

## অসিদ্ধ-২৫।

প্রথম দৃশ্য ।

[ সুধার বাসগৃহের নিকট অন্তঃপুরস্থ উদ্যান । ]

[ ଅଗ୍ନି ଓ ସୁଧା ]

অমিয় । কি বলিবে ? আর কেন ?

সুখা । )                      কি বলিব আর ?

অমিয় । বুচিয়াছে সাধ আশা আমা দৌহাকার  
এ জনের মত । যাই ছাড়িয়া তোমায়,  
অভাগা জনের মত চাহিছে বিদায় ।

श्रद्धा । ( कुम्भान )

অমিয় । কাঁদিও না, প্রাণাধিক, কাঁদিবার তরে  
 নহে সৃষ্ট ও নয়ন ; হৃদয় বিদরে  
 হেরি তব স্নান মুখ ! মোছ অশ্রুধার  
 প্রিয়তমে !

সুধা । ( চক্ষু মুছিয়া ) কঁাদিতেই জনম আমার ।  
আমি না কঁাদিব যদি কে আর কঁাদিবে  
প্রিয়তম ? হিয়া মোর বিদীর্ণ হইবে  
অদর্শনে তব ;—নারি ভাবিতে সে কথা !

অমিয় । আর কেন মিছামিছি পাও মনে ব্যথা ?  
তুমিও ত জান সব,—কিরূপ আদেশ  
পিতার তোমার ;—এই দরশন শেষ ।  
হয় ত জীবনে দেখা হ'বে না ক আর,  
মিলিবে না কারো ভাগ্যে কার (ও) সমাচার !

সুধা । মিলিবে না সমাচার ? লিখিব তোমায় ;

অমিয় । হায়, সখি, কেন দাও যাতনা আমায়  
অকারণ ? করিয়াছি শপথ ভীষণ  
পিতার নিকটে তব,—থাকিতে জীবন  
আর না আসিব হেথা, কভু না দেখিব  
তোমায়,—অথবা কভু লিপি না লিখিব ।

সুধা । ভীষণ শপথ হেন ! !

অমিয় । কৰ্ত্তব্য পালন ।  
যদি আমি আসি, হেরি তোমার বদন,

অথবা পত্রিতে লিখি মোর সমাচার,  
ভুলিবে না তুমি কভু কথা অভাগার,—  
সুধা । (উত্তেজিতা হইয়া)

ক ভ্রান্তি পিতার ! যদি শতবর্ষ ধ'রে  
মেঘ থাকে আকাশেতে অন্ধকার ক'রে,—  
রবি শশী তারাগণে নাহি দেখা যায়,—  
রবিশশী তারাদল সত্য লোপ পায় ?  
অথবা, ভিতরে রহে চির-দীপ্তিমান,—  
তেমনি উজ্জল পুত তেমনি মহান ?  
ক্ষুদ্র নর-চক্ষু শুধু মেঘ আবরণে  
পায় না দেখিতে । সখা, তব অদর্শনে  
ভুলিবে না দাসী তব । হৃদয়-ফলকে  
এঁকেছি যে চারুছবি আদরে পূনকে  
কার সাধ্য মোছে তায় ? থাকিতে জীবন  
ভুলিব না, প্রিয়তম, তোমার বদন ।

অমিয় । শুন এবি, স্থির হও, হ'য়োনা উতলা ;  
শেষ উপদেশ আজি, শেষ কথা বলা ।  
কে আমি তোমার, সুধা ? ভেবে দেখ মনে,  
কেহ নয় ; শুধু ভ্রান্তি ! কেন অকারণে

চিরকাল পাবে ছুঃখ ? ভুলিয়া আগায়,  
 যার হাতে পিতা তব দিবেন তোমায়,  
 তাঁর প্রতি দিবে মন । তাঁর ভালবাসা,  
 ভুলা'বে সকল ক্লেশ, পূর্ণ হবে আশা ।  
 জগতের এই রীতি,——যায় একজন,  
 অগ্রে আসে সেথা ; দেখ এ পরিবর্তন  
 ঘটিতেছে সদা বিশ্বে । দৃঢ় কর মন,  
 ধর্মপথে চল, কর কর্তব্যপালন  
 আপনার ।—মোর চিন্তা করিও না আর ।

সুধা । ( সাশ্রানয়নে )

তোমার চিন্তা যে মোর হৃদয়ের সার !  
 কে তুমি আমার ? তুমি গুরু, সখা, মগ,  
 তুমিই সর্বস্ব মোর, স্বামী প্রিয়তম ।  
 ভুলিব তোমায় ? দিব অগ্রজনে মন ?  
 তুমি কি বুঝিবে মোর হৃদয় বেদন ?  
 তুমি যে পুরুষ, তুমি ভেবেছ নিশ্চয়  
 তোমার মতন বুঝি আমার হৃদয় !  
 অত যুক্তি, অত কথা, নারি বুঝিবারে,  
 শুধু জানি এই,—ভালবেসেছি যাহারে

তারি র'ব চিরদিন ।—ছুঃথে নাহি ডর ।

( ক্লম্বন ও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ )

অমিয় । শান্ত হও, হ'য়োনাক এমন কাতব !  
হেরিলে তোমার ওই সজল নয়ন,  
হেরিলে তোমার ওই অধর ক্ষুরণ,  
বিছাবুদ্ধি জ্ঞান কোথা করে পলায়ন !  
মনে হয় ছিঁড়ে ফেলি কাপড়ের জাল,—  
স্বার্থপর সমাজের শাসন করাল,  
বুকে ল'য়ে এই রক্ত পলাইয়া যাই  
ঘোর বনে ; মানুষের অত্যাচার নাই  
যথায় ; তথায় যুগা কপোতের মত  
উভয়ে উভয় সাথে রহিব সতত ।  
বনফল খাণ্ড তথা, নিরীক্ষণী জল  
পানীয়,—সঙ্গের সাথী কুরঙ্গের দল ।  
উন্মুক্ত বিহগগণে স্নমধুব গান  
গাহিবে মনের স্নেহে, জুড়াবে পরাণ ।

সুধা । আহা কি স্নেহের ছবি ! তোমার সকাণে  
যদি থাকিবারে পাই ; তোমার বাতাসে

জুড়াবে হৃদয় মন । স্বরগ কে চায়  
সদা যদি পাই আমি দেখিতে তোমায় ?  
আহা কি সুখেব ছিবি !

অমিয় । কল্লনা সুখের !  
তত সুখ ভাগ্যে কভু নাহি আমাদের !

[ সুধার পিতার প্রবেশ । ]

পিতা । ( অমিয়ের প্রতি )  
এই বুঝি উচ্চ শিক্ষা ?—কর্তব্যপালন ?

[ লজ্জাবনত মুখে ধীবে ধীবে সুধার প্রস্থান । গমন সময়ে এক  
একবার পশ্চাদৃষ্টি । ]

অমিয় । করি নাই আমি, পিতঃ, নপথ হেলন ।  
পালিব তোমার সেই কঠিন আদেশ,  
তেয়াগিব চিরতরে এই জন্মদেশ ।  
চেয়েছিল একবার শুধু দেখিবারে,—  
যা শাস্তি মনেতে তব দাও গো আমারে ;  
বলোনা সুধারে কিছু ।

হৃদয়-গাথা । ]

পিতা ।

তাজ এই স্থান

অবিলম্বে ; আর যেন তোমার বয়ান  
না হেরিতে হয় মোরে ।

অমিয় ।

তাহাই হইবে ।

অভাগা জনের মত বিদায় দাইবে ।

[ প্রস্থান ।

## দ্বিতীয় দৃশ্য ।

[ সুধার গৃহ; সন্ধ্যার পর । ]

সুধা ।

সুধা । বিবাহ আমার । আজি বিবাহ আমার !  
জীবনে মরিয়া আছি,—বিবাহ আমার !  
ছিল বটে একদিন, হইত যখন  
বিবাহের নামে এই হৃদয়-স্পন্দন !  
কত আনন্দের স্রোত বাহিত বহিয়া  
শিরায়, পুলকে চিত উঠিত নাচিয়া !  
আর আজি ? কোথা সেই প্রশান্ত হৃদয় ?  
আজি কেন অন্ধকার ঘোর তমোময় ?  
কত কথা পড়ে মনে ! তার সেই মুখ,  
তার সেই মিষ্ট কথা ! কেঁপে উঠে বুক !—  
কি মধুর ! কি মধুর ! মনে পড়ে হায়  
প্রথম দর্শন সেই ; যেন কি মায়ায়  
বাধিল আমার মন ! গেলাম ভুলিয়া !  
কি অতুল সুখ হৃদে উঠিল জাগিয়া !

যত দেখি তত ভুলি ! জীবনে কখন

দেখি নাই সেইরূপ কাহারো বদন।

কত স্নেহ মোর প্রতি ! প্রত্যেক বচনে,

হাসিমাথা নয়নের প্রতি দরশনে

ঝরিত স্নেহের ধারা ।

কোথা গেল চ'লে

গৃহ ছাড়ি, দেশ ছাড়ি ! স্থখী হ'ব ব'লে

আমি ! আমি স্থখী হ'ব ভুলিয়া তাহায় ?

তার কথা, তার মুখ, ভোলা বুঝি যায় ?

ভোলা কি কথার কথা ? কার সাধ্য ভোলে ?

পাশাণে পড়েছে দাগ, কার সাধ্য তোলে ?

তার যে প্রত্যেক কথা জীবন-খাতায়,

যতনে রেখেছি লিখে পাতায় পাতায় ।

কতদিন পরমায়ু ? যাইবে চলিয়া

মুহূর্তের মত ; তবু সে খাতা পড়িয়া

হইবে না শেষ । তবে ভুলিব না আমি

হ'ল ঠিক ।

বিয়ে আজি, আসিছেন স্বামী

লভিতে আমার হায় মহা-কুতূহলে !

আজি বরমালা আমি দিব তাঁর গলে ।

“আমি তব, তুমি মম, জীবনের তরে,

তোমা বিনে কোন জনে আমার অন্তরে

দিবনাক স্থান !” কত কথা এই মত

বলিব তাঁহারে আজি ! মিথ্যা কথা যত !

এইত বিবাহ !

হায় ! শুধু উপহাস !

কেবা স্বামী ? কেবা পত্নী ? এ যে সর্বনাশ !

কার আমি ? কেবা আমি ? কোথা আমি ? হায় !

আমি যে তাহার ; তবে পবে কেন চায় ?

কি বলিব ? বলিব কি প্রকাশ্য সভায়, —

বলিব কি জনকেব ধ’বে ছ’টি পায়,—

“সুখা অমিয়ের ?”

[ পত্র হস্তে এক বালকের প্রবেশ ।

বালক । দিদি, ডাকে এসেছিল

পত্রখানা ; এই নাও, মা আমারে দিল ।

[ পত্র প্রদান এবং প্রস্থান ।

হৃদয়-গাথা । ]

সুধা । [ পত্র খুলিতে গুলিতে ]

পত্র ! কে দিখিবে মোবে ? তবে কি জন্মিয়—

( খুলিয়া )

এই যে ! সুপরিচিত সেই চিরপ্রিয়  
হস্তাক্ষর ।—তুমি মোবে পার কি ভুলিতে ?  
কপটতা পাবে কভু প্রেমোবে ছলিতে ?

[ পত্র চুদন ]

পড়িব কি ? কাঁপে হিরা—কি পড়িব আর ?  
হয় ত প্রবোধ বাণী উপদেশ সাব  
আছে লেখা ছত্রে ছত্রে !—থাকুক যা আছে,  
তাব পত্র,—তাব লেখা, সদা মোব কাছে  
সুধামাথা ! দেখি তবে, শান্ত হও মন ।

( পত্র । )

“নাবিহ্নু করিতে, সুধা, কর্তব্যপালন ;  
অতি অপদার্থ হায় মানুষ্যের মন ।  
শুন তবে,—কেন আর কি কাজ গোপনে ?  
কি কাজ জন্মিয়ে আর জগন্ত দহনে

দিবানিশি ? শুন তবে হৃদয়ের কথা ।  
 কর্তব্য, সরিয়া যাও, দিয়োনাক ব্যথা  
 অকারণ ; যথাসাধ্য যুঝিয়াছ তুমি ;  
 কে পারে রোধিতে যবে হয় নিম্নগামী  
 তটিনীর স্রোত ?

শুন সুধা, তবে বলি,—  
 সেই যে উদ্যান হ'তে ধীরে গেলে চলি ;—  
 লজ্জাবতী লতাসম অতি সঙ্কুচিতা,  
 প্রদোষ কমলসম অর্দ্ধ নিমীলিতা  
 লাজে ভয়ে । আসিলাম চলিয়া তখন  
 ধীরে ধীরে গৃহমুখে । বিষণ্ণ বদন  
 অতিশয়,—— ততোধিক বিষণ্ণ হৃদয় !  
 সেই দিন, সেই ক্ষণ, তেয়াগি আলয়  
 আসিছু সুদূর দেশে ! ভেবনাক মনে,  
 দূরে এসে ভুলে যা'ব তোমার বদনে ।  
 ভ্রমিলাম দেশে দেশে ; কভু জলপথে,  
 কভু পদব্রজে, অশ্বে, কভু বাষ্পরথে ;  
 দেখিলাম কত দেশ নগরী নগর,  
 অদ্ভুত অদ্ভুত কত দৃশ্য মনোহর ।

কিন্তু তথা ! মন সেই এক কথা বলে !  
সেই তথা, সেই তথা, সেই পথে চলে !  
সেই শেষ দৃষ্টি তব, সজল নয়ন,  
লজ্জায় আরক্ত সেই কমল বদন,  
বিন্দু বিন্দু স্নেদমিশ্র ললাট সুন্দর,—  
যথা বাই, সাথে মোর যায় নিরন্তর !  
নগরের জনশ্রোত কোলাহল তার  
নাহি সয় শ্রোণে । যথা বিজন কান্তার,  
ছুটি তথা ।

একদিন করিতে ভ্রমণ  
সুন্দর উদ্যানে এক করিছু গমন ।  
বিবিধ বিচিত্র পুষ্প রয়েছে ফুটিয়া  
জলে স্নলে ; কত স্মৃতি উঠিল জাগিয়া !  
দেখিছু গোলাপ ; কিন্তু শোভা কোথা তার ?  
মনে পড়ে, একদিন উদ্যানে তোমার  
ফুটেছিল ফুল এক ; তুলিয়া তাহার,  
আদরে গুঁজিয়া দিয়া তোমার খোঁপায়,  
হাতে ধ'রে লয়ে গিয়ে আরসীর কাছে, —  
দেখা'লাম, পুছিলাম “হেন শোভা আছে

আর কি ধরায় ?” তুমি উঠিলে হাসিয়া ।  
 ( আজও কেঁপে উঠে হায় অভাগার হিয়া ! )  
 কোথা যাব ? কি দেখিব ? তোমা ছাড়া আর  
 কি আছে এ ভব মাঝে ? তুমি যে আমার  
 মনের আবাধ্যা দেবী ! তব স্মৃতি সনে  
 জগতের যত শোভা কি এক বন্ধনে  
 বাঁধা সদা মোর কাছে ।

যদি কভু বসি

গ্রন্থ লয়ে পাঠ তরে, তব সুখশশী  
 হয় আসি উপস্থিত । অবোধ নয়ন  
 হেবে সেই অনুপম অধর-স্পন্দন !  
 কতদিন অনিমেষে যে শোভা হেঁবিয়া  
 হৃদয় যাইত মোর পুলকে গলিয়া ,  
 সেই শোভা পুনঃ হেরি । মুদিয়া নয়ন  
 শুধু বসে বসে ভাবি তোমার বদন ।  
 পড়া কোথা ? কোথা ছুটে করে পলায়ন !

কোথা যাই ? কোথা শান্তি ? কে বলিয়া দিবে  
 কি করিলে হৃদয়ের এ অনল নিবে ?  
 জগতে চাহিয়া দেখি সব যেন মবা !

কি এক অশান্তি ছায়া সবে যেন ভরা !  
কি যেন হারিয়ে গেছে, কিবা যেন নাই ।  
আঁধার আঁধার যেন চখে ঠেকে তাই !  
সহেনা যাতনা আর ; ভেবেছি এখন,  
বৃথা এই ভার বহা, শুধু অকারণ ।  
জীবন ত জলবিন্দু ; মিশিবে তা জলে,—  
এইরূপে দণ্ডে দণ্ডে পলে অনুপলে  
মরিতেছি ; এ যে যৌব যাতনা ভীষণ,  
এর চেয়ে একদিন সহসা মরণ  
শতগুণে ভাল ।

বটে ? তাহাই করিব ।

কিন্তু একবার আগে দেখিয়া মরিব ।  
দেখিব কেমন সুখ হয়েছে সুধাব,  
অমিয় বেঁচে ও তাব, মলেও তাহার ।  
একবার সেই মুখ, সেই চিবপ্রিয়  
দেখে লব শুধু ; ইতি —তোমার অমিয় ।”

সুধা । তোমা ছাড়া কিবা সুখ আছে জীবনের ?  
জীবনে মরণে সুধা সদা অমিয়েব  
নিশ্চয়, কখন সুধা হবেনা পরের ।

[ বাহিবে বাদ্যোদ্যম ; এক দাসীর প্রবেশ ]

সহসা বাজিছে এত বাজনা কিসের ?

দাসী । ( হাসিয়া )

বেশ কথা ! যা'র বিয়ে মনে নাহি তার !

দিদিমণি, আজ নয় বিবাহ তোমার ?

বব এল ; শীঘ্র এস, বিলম্ব না নয় ।

সুধা । [ দাসীব সহিত ঘাইতে গাইতে স্বগতঃ ]

চল, যত শীঘ্র পাবি ঘাই যমালয় ।

[ প্রস্থান ।

## তৃতীয় দৃশ্য ।

[ নদীতীর,—সুধার বাস-ভবন ]

( সময়—রাত্রি )

অমিয় ।

( উদাস ভাবে পদ-চারণা করিতে করিতে )

এই না আমার সেই প্রিয় জন্মদেশ ?  
আজ কেন হেবি আমি ইহাব এ বেশ ?  
কোথা সেই মনোরম শোভা অল্পম ?  
প্রদীপ্ত বিকট যেন শাশানের সম  
বোধ হয় যোব চ'থে, -সকলি আমার,  
সব যেন ধোঁয়া ধোঁয়া ঘোর অন্ধকার !  
দীর্ঘ প্রবাসের পরে স্বদেশ দেখিয়া  
নাচিয়া উঠিত কত আমার এ হিয়া ;

প্রতি পথ, প্রতি গৃহ, প্রতি তরুতল,  
 ক্রীড়া ভূমি, সেই সব আরামের স্থল ;—  
 শিশুকালে মনে পড়ে, মনে পড়ে সেই  
 সুধার সে সুধামুখ,—আজ যাহা নেই ।—  
 নেই ? নেই ? কোথা গেল ? কে করিল চুরি ?  
 কে দিল হৃদয়ে সিঁধ—মারিল এ ছুরী  
 বুকে মোর ? মোর সুধা লইল কাড়িয়া ?  
 সুধা নাই,—আর আমি রয়েছি বাঁচিয়া  
 এত কাল ! সেত আজ ছ'মাসের কথা,  
 সেত মোবে ফেলে গেছে, এড়ায়েছে ব্যথা  
 চিরতরে ; সে ত এবে, —সত্যই কি তবে  
 ভুলেছে আমারে সুধা ? বলেছিল যবে,—  
 বলেছিল কতদিন,—“ভুলিবেনা মোরে ।”  
 কিন্তু তার কিবা দোষ ? লয়ে গেছে চোরে ।  
 ভোলে নাই মোরে ; সে ত প্রতি রজনীতে  
 স্বর্গ ছাড়ি নামি আসে এই অবনীতে  
 দেখিতে আমারে শুধু ; স্বপনে আমার  
 প্রত্যেক নিশায় হেরি বদন তাহার ।  
 স্বপ্নটা কি ? কেবা জানে ? কে বলিয়া দিবে ?

সত্য কিংবা মিথ্যা ? তাহা কে মোরে বলিবে ?  
 ভোলে নাই স্মৃতি মোরে, সে কথা নিশ্চয়,  
 ভালবাসা ভুলে যাবে ? তাও কভু হয় ?  
 এইত স্মৃতির ঘর, নিস্তক্ক নির্জন,—  
 নাহি বাতায়ন-পথে আলোক স্ফুরণ ।  
 কক্ক বাতায়ন, বায়ু রহিয়া রহিয়া,  
 মোর দীর্ঘশ্বাস-সনে উঠিছে কাঁদিয়া ।  
 এই ঘর আজি ঘোর অন্ধকারময়,  
 ঠিক যেন অভাগার জঁধার হৃদয় !  
 এইখানে, এই পথে, আমি কতদিন  
 এসেছি, স্মৃতি সেই বদন নলিন  
 দেখিয়াছি ফুটিয়াছে বাতায়ন দ্বারে ।  
 নাচিয়া উঠিত হিয়া দেখিয়া তাহারে !  
 সেই হাসি, সেই চোক, সেই মুখ হায়  
 আর এ জনমে আমি কভু কি তাহার  
 দেখিব না ? কোথা স্মৃতি ? কে বলিয়া দিবে ?  
 মরিলে কোথায় যার কে মোরে কহিবে ?  
 তত সাধ, তত আশা, তত ভালবাসা,  
 সেই অনুপম স্মৃতি, সেই কাঁদা হাসি,—

সকলি কি অকারণ ? ছ’দিনের তরে ?  
কিছুই থাকেনা কি গো মরণের পরে ?

[ এক আলোক স্তম্ভের নিকট গিয়া পকেট হইতে এক খণ্ড  
কাগজ বাহির করিয়া ]

শেষ লিপি এই,—শেষ প্রির সম্বোধন  
সুধার,—আমার এই হৃদয়ের ধন !

[ হৃদয়ে স্থাপন ও চুম্বন ।

( পত্র )

“প্রিয়তম, কোথা তুমি ? আছ কোন্ দেশে !  
অভাগীর এই দশা দেখিলে না এসে  
একবার ; শেষ দিন জীবনে আমার ;  
কি বলিব প্রাণে আজি কি যে হাহাকার !  
ভেবেছিলাম, প্রাণাধিক, আমরা দুজনে  
সুখে রব চিরকাল । কে জানে জীবনে  
এমন প্রবল ঝঙ্কা হ’বে প্রবাহিত !  
করিবে আশার লতা সমূলে পাতিত ?  
হইয়াছে, প্রিয়তম, মোর “পরিণয়”,  
আজি তার “ফুলশয্যা,” বিকট প্রলয় ।

আজি জীবনের দীপ না হ'লে নির্বাণ,  
কি যে সর্বনাশ হবে ! ( কেঁপে উঠে প্রাণ ! )  
মোর এই জীবনের আজি শেষ দিন,  
আজি জলবিম্ব হ'বে জলেতে বিলীন !  
মরি তায় নাহি ক্ষোভ, কিন্তু ছুঃখ মনে  
রহিল, না হ'ল দেখা আর তোমা'সনে ।  
আর না দেখিব আমি তোমার সে মুখ,  
আর না হৃদয়ে মোর উথলিবে স্মৃতি  
শুনিয়া তোমার কথা । মনে হয় সাধ,—  
কাটিয়া লজ্জার ডোর, সরমের বাধ—  
ছুটে যাই, ছুটে যথা বন-বিহঙ্গিনী  
আপন সখার পাশে, কুলের কামিনী  
আমি, সাধা নহে মোর করিতে সে কাজ,  
এ ছার জীবন তেই ত্যাগিব আজ ।  
যদি থাকে স্বৰ্গ,—যদি থাকে কৰ্মফল,  
সতী যদি হই আমি, থাকে পুণ্যবল,  
ভ্রমে যদি তোমা বিনা কখনো কাহারে  
নাহি দিয়ে থাকি স্থান হৃদয় মাঝারে,—  
তবে সেই পুণ্যবলে, স্বৰ্গে আবার—

নেহারিব সেই মুখ, প্রাণেশ তোমার ।  
 হেথা না মিটিল সাধ;—মিটিবে নিশ্চয়  
 স্বরগে,—নাহিক ভুল—প্রেম মৃত্যুঞ্জয় ।”

( উদ্ভাস্ত ভাবে )

মিটিবে নিশ্চয় ? সত্য প্রেম মৃত্যুঞ্জয় ?  
 তবে আর কেন মোর মরণের ভয় ?

( নদীতীর )

এই নদী কোথা যায় কুল কুল স্নরে ?  
 বল নদি কোথা যাও ? মিশিতে সাগরে ?  
 সাগরে মিশিবে তুমি—তরঙ্গ ঘুচিবে,  
 অশান্ত প্রবল স্রোত স্নশান্ত হইবে ।  
 মানব-জীবন নদী বহিছে কল্লোলে,  
 উত্তাল তরঙ্গমালা ধায় ঘোর রোলে,  
 কে জানে কোথায় শেষ ? মিশিবে কোথায় ?  
 কে জানে সেখানে গিয়া শান্তি নাকি পায় ?  
 জীবন কি ? দুঃখ ক্লেশ অশান্তি কেবল ;

জ্বলিছে মনের মাঝে প্রলয় অনল  
 দিবানিশি ; পুড়িতেছে যত সাধ, আশা,  
 উদ্যম, উৎসাহ তেজ, স্মৃতি, ভালবাসা ।  
 হতাশ, আক্ষেপ আর অতৃপ্ত কামনা,  
 রোগ শোক বিষাদের প্রবল যাতনা, —  
 মানব জীবন শুধু সমষ্টি তাহার ;  
 মানব জীবন হায় ! শুধু হাহাকার !  
 আর মৃত্যু ? তার নামে কেন এত ভয় ?  
 যে ঘুচায় এত জ্বালা সে ত নরক নয় ।  
 মিত্র সে, পরম মিত্র, হৃদয়ের ধন ;  
 এস এস প্রিয় সথে করি আলিঙ্গন ।  
 এস এস বুকে এস ; পরশে তোমার  
 দারুণ বিষের জ্বালা জুড়াক আমার ।  
 মৃত্যু কি ? স্রুশ্টি ঘোর—শুধু শান্তিময়,  
 নাহি তাহে স্বপনের বিভীষিকাচয় ।  
 অথবা কেবল শুধু মরণের দ্বার  
 দিয়া যায় লোক এই জীবনের পার ।  
 আবার জীবন আছে, আবার যাতনা,  
 আবার অনাশ্রিত ঘোর, অতৃপ্ত বাসনা—

আবার এ সব ভোগ ।—দূর কর ছাই,—  
আর না ভাবিতে পারি,— যাই এই যাই ।

[ নদীজলে বাপ ।

## রূপ নাই ?

ভালবাস তুমি যারে তার রূপ নাই ?

সত্য তার নাই রূপ ?

এ যে কথা অপরূপ !

তোমার কথায় আমি বিশ্বাস না পাই !

ভালবাস তুমি যারে, তার রূপ নাই ?

তুমি যারে ভালবাস তার রূপ নাই ;

আমি যারে বাসি ভালো,

সে রূপে জগত আলো,

পৃথিবীর যত শোভা তুচ্ছ তার ঠাই !

নেহারিলে তার মুখ,

হৃদয়ে উথলে মুখ,

মনে হয় যেন তারে পলকে হারাই !

সেই মুখ, সেই হাসি,

সেই চোক, রূপরশি,—

ভুতলে অতুল,— তাব তুলনা ত নাই !

[ ১৯১ ]

কি ছার সোণাব শশী,  
 কমলিনী সুকপমী,  
 ভেঙে গেছে তাহাদের রূপের বড়াই !  
 পারিজাত অমরার, ‘‘  
 কে কবে গৌরব তাব ?  
 থাক সে সবগে থাক, আগি নাই চাই !

সুখ-স্বপ্ন-স্মৃতি সম,  
 প্রিয়তমা অনুপম,  
 দিবানিশি সযতনে হৃদয়ে ধেয়াই ।  
 কথা শুনে পায় হাসি,  
 যারে আগি ভালবাসি,  
 তাব নাকি রূপ নাই ? ( লাজে মরি যাই । )

কি জানি কেমন আশা,  
 কেমন বা ভালবাসা,  
 কেমন তোমাব চোক নাহি জানি ভাই !  
 বল দেখি সত্যক’বে,  
 হৃদয় পবাণ ভ’বে  
 তুমি যারে ভালবাস,—তার রূপ নাই ?

ରାମ ।

সুনিম্নগ বাতি,                      শশধর ভাতি,  
              সুনির্মল নীলাকাশ,  
 জ্যোৎস্ন। সুবিমল                      ধৌত ধরাভূমি,  
              পূর্ণচন্দ্র পবকাশ ।

শুভ্র নদীজল,                      শুভ্র ধরাতল,  
চাঁবিদিকে শুভ্র শোভা,  
শুভ্র ফুলদল,                      প্রফুল্ল সকল,  
মানব-মানস-লোভা ।

পবন মেঘের,  
বহিছে মধুর,  
হরিছে কুসুম-বাস,  
বিবহীর হিমা,  
রহিয়া রহিয়া,  
ছাড়িছে দীর্ঘ শ্বাস ।

যমুনা পুলিনে,                      বিজন বিপিনে,  
সহসা কি শুনা যায়,  
“রাধা রাধা” বলি,                      ফুকারে মুরলী,  
অমিয় নিখরে তায় ।

ফুকারে মুরলী,                      “রাধা রাধা” বলি,  
পুরিয়া বিজন বন,  
উঠিল সে স্বর,                      ভেদিয়া অশ্বর,  
চমকে রাধার মন !

কৈপে উঠে হিয়া,                      থাকিয়া থাকিয়া,  
কে যেন টানিছে তারে,  
“রাধা রাধা” স্বর,                      ছাইল অশ্বর,  
ঘরেতে রহিতে নারে !

চরণে নুপুর,                      বাজিল মধুর,  
উঠিয়া ধাইল রাধা,  
নাহি ত্রাস মনে,                      ধাইল কাননে,  
নাহি লোকলাজ-বাধা !

“রাধা রাধা” করি,                      ডাকিছে বাঁশরী,  
উধা ও ছুটিছে রাই,  
কণ্টকের ঘায়,                      রক্তঝরে পায়,  
সে দিকে নয়ন নাই !

ভগালের তলে,                      নবদুর্কাদলে,  
মদন-মোহন শ্যাম,  
বাঁশরী ক্রীমুখে,                      যেন মহাসুখে,  
গাইছেন রাধা নাম ।

নয়নে নয়ন,                      মিলিল যেমন,  
মহা প্রেম পরকাশ,  
কেমনে অধম,                      হইবে সঙ্গম,  
বণিতে সে মহারাস ?

কুচবিহারের জ্যেষ্ঠা মহারাজকুমারী  
শ্রীশ্রীমতী স্মৃতিসুন্দরী দেবীর  
শুভ বিবাহ ।

যৌবন যৌবনে,                      রূপ রূপ মনে,  
মিলিল আসিয়া আজ,  
উভয়ে সুন্দর,                      অতি মনোহর,  
বতি কাম পায় লাজ !

উজলবসন,                      উজল ভূষণ,  
শোভিছে উজল কায়,  
উজল রতন,                  ধাঁধিছে নয়ন,  
দীপভাতি স্নান তায় !

যৌবন যৌবনে,  
                রূপ রূপ মদে,  
       যেমনি গিজাদছে নিশি,  
উভয়ের মন,  
                মিলিত তেমনি,  
       রাহে ঘেন দিব্যি নিশি ।

---

হৃদয়-গাথা । ]

বিষাদ কেমন,                      উভয়ের মন,  
যেন নাহি জানে কভু ;  
তোমার নিকটে,              আজি অকপটে,  
এই ভিক্ষা করি প্রভু ?

---

## দুই সখী ।

[ সরসী ও সরোজিনী । ]

সরসী । ওলো সখি বল দেখি সুধাই তোমারে,  
কি করিলে স্বামী ভালবাসিবে আমারে,  
একেত নাহিক রূপ, তাতে দোষ ভারী !  
পশমের মোজা জুতা বুনিত না পারি !  
কবিতায় পত্র লেখা,—না জানি কেমন,  
না পারি করিতে তারে প্রিয়সম্বোধন,  
ভালক'রে কথা কহা, তাও নাহি আসে,—

সরো । কেন ? আশু বাবু তোরে নাহি ভালবাসে ?

সরসী । ভালবাসে ? আমি ভাই বুঝিতে না পারি,  
যখন দেখিতে পাই, দেখি মুখ ভারী !  
জিজ্ঞাসিলে বলে, “কেন জালাতন আর ?  
নিতান্ত অসভ্য তুমি—ঠিক জানোয়ার !

না জান বলিতে কথা, নাহি জান ভাষা,  
না জান সভ্যতা, নাহি বুঝ ভালবাসা ;  
ও বাড়ীর চাকরবালা,—সে কেমন মেয়ে,  
শত্রুও যে একবার ফিরে দেখে চেয়ে !”

সরো । চাকরবালা ? বলিস কি ? কথা শুনে মরি !  
মেমের পোষাক থাকে দিনরাত পরি !  
সাবান গায়েতে বসে, নাহি মাথে তেল,  
চেরারে থাকেন ব’সে হাতেতে নভেল !  
রূপেব গরবে মত্ত তবু গালে রঙ !  
ছাড় জ্বলে যায় ভাই দেখে তার চঙ !  
লাজলজ্জা একটুকু কিছুমাত্র নাই !

সরসী । তেমন দুইটি আর নাহি তার ঠাই !  
সে নাকি শ্রামারে তার বড় ভালবাসে,  
রোজ রোজ পত্র লেখে তাঁহার সকাশে ;  
পত্রে লেখে কত কথা, ছড়া রাশি রাশি,  
লেখে “প্রাণেশ্বর ! তোমা’ বড় ভালবাসি ;  
না দেখে তোমার সেই বদন কমল,  
সদাই নয়নে মোর ঝরিতেছে জল !”

সরো । চুপ কর, কথা শুনে লাজে ম'রে যাই !  
 এমন বেহায়া মেয়ে ভূ-ভারতে নাই !  
 পোড়ারমুখীর কথা শুনে হাসি পায় !  
 ভালবাসা মুখে বুঝি বলা কভু যায় ?  
 কোন্ দেশে কে বা মুখে বলিয়া বেড়ায় —  
 “প্রাণনাথ ! বড় ভালবাসি হে তোমায় ।”

[ উভয়ের হাস্য ।

সবসী । আমিও ত তাই বলি সেত তা মানেনা,  
 “ভালবাসা মনে মনে” সেত তা জানে না ;  
 একবার মনে করি ব'লে ফেলি ফু'টে,  
 লাজ এসে বাধা দেয় কথা নাহি যুটে !  
 সে বলে নির্ঝোঁধ আমি— নিতান্ত অসার,  
 কেমনে বুঝাব সই মন পা'ব তার ?  
 সে বলে সভ্যতা চাই,—চাই পড়া লেখা,  
 সে বলে কবিতা চাই,—কিসে যাবে শেখা ?

সরো । আশুবাবু প'ড়ে শু'নে হ'ল বুঝি এই ?  
 বিবিগিরি বিনা বুঝি ভালবাসা নেই ?

লেখা পড়া সব বৃথা, বুদ্ধি নাহি যার,  
অন্ধ যেন, দর্পণেতে কি করিবে তার ?

সবসী । তাঁর বুদ্ধি নাই ? ভাই, বলোনা সে কথা ;

সরো । বুঝেছি, নিন্দায় তাঁর মনে লাগে ব্যথা ।  
সাধে বলি, হেন রত্ন চিনিতে যে নারে,  
বুদ্ধিব প্রশংসা তাব কে কবিত্তে পারে ?  
আমার “তাঁহারে” আমি দিব লো বলিয়া,  
পারে যদি তোর “তারে” দিতে শিখাইয়া,-  
ভালবাসা বলে করে,—কেমনে সে হয় ;  
ভালবাসা মহাধন,—বালকের নয় ।  
আর এক দিন, দিদি, সেই কথা হবে ;

সবসী । সেই ভাল, সন্ধ্যা হ’ল, আমি আজ তবে ।

## বসন্তে ।

প্রকৃতি, কি হেতু আজ,  
ধরেছ নূতন সাজ ?  
নবফুলমালা গাঁথি পরেছ গলায় ?  
কার আবাহন তরে,  
এতই যতন ক'রে  
সাজিয়েছ চারু ডালি নবীন পাতায় ?

কার গায় সমাদরে,  
যেন কত প্রীতিভরে,  
মলয় পবন আজ চামর ঢুলায় ?  
বঞ্জিত বিহগগণে,  
বল আজ কি কারণে,  
কলস্বরে দিবানিশি ভুদন মাতায় ?  
কেনলো প্রকৃতি আজ,  
ধরেছ নূতন সাজ,  
বল আজি কোন্ জন আসিবে হেথায় ?  
তুষিতে যাহার মন,  
তো'র এত আয়োজন,  
আমরা কি সখি কভু দেখিব তাঁহায় ?

কি বলিলি ? লো প্রকৃতি,  
আজি তব প্রাণপতি  
ভেটিবে তোমারে আজি বাসন্তী সন্ধ্যায় ?  
কি বলিলি ? তোর যত  
অলঙ্কার মনোমত,—  
যত এই ফুলমালা গলে শোভা পায় ;—

ফুলমালা ছড়া ছড়া,—  
সব তাঁর হাতে গড়া ?  
সব তাঁর হাতে গড়া যা দেখি ধরায় ?  
তোর এই পবিপাটী,  
গোলাপী রেশমী শাটী,  
নব-বিকসিত ওই নধর পাতার,  
সব তাঁর নিজ করে,  
গঠিত সোহাগভরে ?  
মলয় বাতাস বহে তাঁহারি দয়ায় ?  
কি বলিলি ? এ জগতে,  
যাহা দেখি নয়নেতে,  
শ্রবণে যা কিছু শুনি,— পরশি যাহায়,—

তাহার সৃজিত মরি ?  
 কিবা শশী কিবা রবি ?  
 শীত গ্রীষ্ম সব চলে তাহার আচ্ছায় ?  
 প্রকৃতি, তোমার পতি  
 তবে ত সুন্দর অতি !  
 যেজন গড়িল টাদে পূর্ণ অমিয়ায়,

যেজন গড়িল ফুল,  
 ( রূপ রসে নাহি তুল ! )  
 যে জন সৃজিল মরি মনয়ের বায়,  
 সে জন সুন্দর অতি কি সন্দেহ তায় ?

আমি ত অভাগা অতি,  
 করি তোরে এ মিনতি,  
 একবার তোর তাঁরে দেখাবি আশায় ?  
 বেশী নয়, একবার,  
 দেখিব সে রূপ তাঁর,  
 নুটাইব প্রাণভ'রে তাঁর রাঙা পাব,  
 একবার, একবার, দেখাবি আশায় ?

## মদনোৎসব ।

বসন্ত,—প্রভাতে উঠি দিলেন আদেশ,  
কোকিল পঞ্চম স্বরে,                      জগতে ঘোষণা করে,  
“মদন উৎসব আজি আনন্দ অশেষ” ।

আজি আনন্দেব ধূম,                      পাখীর ভেঙেছে যুম,  
কলকণ্ঠে সেই কথা করিতে প্রচাব,—  
দিগদিগন্তরে ধায়,                      উৎসবের গীত গায়,  
প্রকৃতি উৎসাহে করে আয়োজন তার ;

প্রতি তরু প্রতি লতা,                      কহিছে উৎসব কথা,  
উৎসবের কথা লয়ে, মলয়ের বায়,—  
কাঁপাইয়া তকশির,                      কেশগুচ্ছ যুবতীর  
দোলা'য়ে, জগত জনে বারতা জানায় ।

নব পল্লবিনী লতা,                      কহিছে প্রেমের কথা,—  
জড়াইয়া তরুবরে শাখা বাছ দিয়া,—  
প্রফুল্ল কুসুমগুচ্ছ,                      যেন পয়োধর উচ্চ,  
মলয়ায় উঠে পড়ে রহিয়া রহিয়া ;

মরি কিবা মনোহর,                      সুললিত বিনাদর,  
 দ্বৈষদ-আরক্ত-নব-নধর পাতায়,  
 ভ্রমরগুণনছলে,                      কত প্রেম-কথা বদো, —  
 নব প্রেমিকার মত অক্ষুট ভাষায় !

হাসিয়া প্রকৃতি বালা,                      মাজায়ে রূপের ডালা,  
 পূজিবারে মনমথে হ'য়েছে বাহির,  
 স্থলে কত ফুলচয়,                      সরোবরে কুবলয়  
 ফুটেছে, লুটিছে মধু মলয় সমীর ।

কোকিলা কোঁকিল পাণে,                      আপনি ধাইয়া আসে,  
 কল-কণ্ঠে প্রেম-কথা কহিছে হুজনে,  
 ভ্রমর ভ্রমরী ল'য়ে,                      আনন্দে অবশ হয়ে,  
 এক ফুলে ফুল মধু খায় ফুলমনে ;

ধনু করে ফুল-ধনু                      ফুলেতে আবৃত তনু,  
 ফুলের কিরীট মাথে অঙ্গে ফুল-মাজ,  
 বসন্ত-সুহৃদ মাথে,                      ধরাধরি হাতে হাতে,  
 ফুল-সিংহাসনে আসি অধিষ্ঠিত আজ ।

হরিণ হরিণী সঙ্গে,                      ফিরে কত অঙ্গ ভঙ্গে  
করেণু বারণ সহ প্রমোদে খেলায়,  
সিংহিনী কেশরী মনে                      ক্রীড়া করে ফুল্লমনে,  
আনন্দে প্রমত্ত, আর কিছু নাহি চায় ।

একা আজ কেহ নেই,                      যুগ্ম যুগ্ম সকলেই,  
কিবা পশু কিবা পাখী কিবা তরু দাতা,  
সকলে উভয়ে মেলি,                      হর্ষ ভরে করে কেলি,  
সকলের মুখে আজি প্রণয়ের কথা ।

মানুষের নাহি স্মৃতি,                      তার ভালে শুধু দুঃখ,  
আপনি আপন দুঃখ করেছে নির্মাণ,  
কোথা পত্নী কোথা স্বামী ? সে বা কোথা—কোথা আমি  
শত যোজনের পথ মাঝে ব্যবধান !

গিরি দরী নদী কত                      মধ্যে ব্যবধান শত  
বৃকের ভিতর হেথা আকুলা পত্নী !  
মনে হয়—“যাই যাই”                      কিন্তু সে উপায় নাই !  
মনে মাত্র সে সাধের হয় অবমান !

“টাকা চাই টাকা চাই,”                      এই কথা ভিন্ন নাই,  
 তাব তরে দাসখতে দি’ছি লিখে নাম ;  
 কি হ’বে রোদনে আর ?                      হাহাকার মাত্র সার !  
 দাসত্বের দুঃখ ভিন্ন নাহি পরিণাম !

লোভের অনল শুধু,                      হৃদয়ে জ্বলিছে ধু ধু !  
 পুড়ে গেল স্নেহ প্রেম করুণা মমতা !  
 মিছে এ বসন্তোৎসব,                      মিছে এই কলরব,  
 অভাগার ভালে নাই সুখের বারতা !

## ମତ୍ତମ ।

ଅଥେର ମଥୁଗୀ ଆଜି ; ବିଗଳ ଗଗନେ  
 ଶୋଭେ ମଥୁଗୀର ଶଶି ବିଶଦ କିରଣେ ;  
 ଆଜି ଭକ୍ତ-ଗୃହେ ଗରି,                      ଅଧିଷ୍ଠିତା ଗହେଶ୍ଵରୀ,  
 ଉତ୍ସବେ ଆଳୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଆଗମନେ ;  
 ଶୋକ ତାପ ଗେଛେ ଘୁଟେ,                      ବିଷାଦ ଗିଆଛେ ଘୁଟେ,  
 ମହାନନ୍ଦେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିତେଛେ ଚରଣେ,  
 ଭକ୍ତିଭରେ ଅଳଙ୍କାରା ଝରିଛେ ନୟନେ ।

୨

ଶ୍ରୀବିଷାରେ ବନ୍ଧ ଆଜି ଅଥ ଶ୍ରୀବନ୍ଧେ,  
 ଶୁଖି ଆଜି ସକଳେହି,                      ଝୁଃଖି ଆଜି କେହ ନେହି,  
 ଖେଳିଛେ ହାସିର ଛଟା ସବାରୀ ବଦନେ ;  
 ପାପୀ, ତାପୀ, ଅଭକ୍ତ ଯେ,                      ସେଠି ଆଜି ଅଥେ ମ'ଜେ,  
 “ତାରା ବ୍ରହ୍ମଗଣୀ” ନାମ ବଳିଛେ ମନ୍ଦନେ ।  
 ଏସେଛେ ଆନନ୍ଦଧାରା ଭବାନୀର ମନେ,  
 ନିରାନ୍ଦ, ଝୁଃଖ ଆର ନାହିଁ କାରୋ ମନେ ;  
 ଝୁଃଖି ହ'ତେ ଝୁଃଖି ଯାରା,—                      ଅର୍ଥାଂ ଶ୍ରୀବାମୀ,—ତାରା—  
 ଆସିଗାଛେ ନିଜାଳୟେ ଶ୍ରୀହୃଦ୍ଧ ବଦନେ,  
 କତ ଶୁଖି ପ୍ରିୟଜନ-ମୁଖ ଦରଶନେ ।

৩

সকলেই সুখী আজি, তবে কেন, মন,  
 তুই এত ক্ষুধা আর বিষণ্ণ এমন ?  
 তুই কি এ ধরা'পরে পরিত্যক্ত, এক ঘ'বে ?  
 তোর বুকে বল দেখি কিসের বেদন ?  
 সর্বগ্রাসী এ আনন্দে, তুই শুধু নিরানন্দে !  
 কেনরে কাতর মুখ নিস্ত্রভ নয়ন ?  
 সকলের মুখে হাসি, তুইরে কেন উদাসী ?  
 এ দীর্ঘনিশ্বাস তোর বল কি কারণ ?  
 তুই বড় পাপী ছি ! ছি ! শুভদিনে মিছামিছি,  
 ছাই ভস্ম মনে ক'রে করিস রোদন !  
 তোব পত্নী, তোর পুত্র, তুই কোথা তারা কুত্র !  
 এই ভেবে ভেবে বুঝি মরিস এখন ?  
 পরামর্শ শুন মোর, ছুঃখ না থাকিবে তোর,  
 “মমত্ব” মায়ের পায়ে কর অরপণ,  
 যুচে যা'বে চিরতরে মোহের বন্ধন ।

“সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবের সর্বার্থসাধিকে ।  
 শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ততে ॥”

ହୃଦୟ-ଗାଥା ।

ଚତୁର୍ଥ

[ ପୃଷ୍ଠା ୧ ]



## হৃদয়-গাথা ১

### কি লিখিব ?

কি লিখিব আর ?

আমি কি আমাতে আছি বিহনে তোমার ?

মানুষ অধীন এত আগে নাহি জানিতাম,

মানুষ পরের তরে,

এত ক'রে কেঁদে মরে,

পরের তরেতে হয় আকুল ব্যাকুল প্রাণ !

এত পরাধীন আমি আগে নাহি বুঝিতাম !

সেই ফুল সেই ফল সেই আছে সব,

সেই পূর্ণিমার রাত্তি,

সেই শশধর-ভাতি,

কলকণ্ঠ বিহগের সেই কলরব,

সেই ঘর সেই শয্যা সেই আছে সব,

তুমি নাই,—আজ যেন নিম্পন্ন নীরব !

তুমি কি মোহিনী মায়া ?

তোমার পরশে যেন প্রকৃতি চেতনা পায়,

তোমার বিরহে যেন আবার নিভিয়ে যায় !

একি অপকৃপ মায়া ? কে বুঝায় দিবে মোরে ?

কত কাল রব আর এইরূপ যুগ ঘোরে ?

## কেমন আছি ?

বেশ আছি, ভাল আছি ? কি আর স্মৃতিও ?

কাটা ঘায়ে কেন আর বুন ব'সে দাঁও ?

মরি নাই—আছি বেশ,

শুধু নাই স্মৃতিশেষ !

প্রাণ শুধু শাস্তিহারা—সতত উধাও !

বেশ আছি, ভাল আছি,—কি আর স্মৃতিও ?

বুকভরা দাবানল,

চোখভরা অশ্রুজল,

হতাশ হৃদয় ভরা,—আর কিবা চাঁও ?

প্রিয়ে গো, তোমারে ছেড়ে,

একা এ বিদেশে প'ড়ে,

কি স্মৃতি কাটাই কাল এসে দেখে যাও ।

বনের বিহঙ্গে ধ'রে,

পিঞ্জরে আবদ্ধ ক'রে,

যদি বল “বিহঙ্গম, কলকণ্ঠে গাও,”

~~~~~  
সে কি কভু গায় গান ?
শোকে তার ভাঙা প্রাণ !
সহচরী সঙ্গহাবা বিবশ উধাও,—
আমিও তেমনি আছি,
মরি নাই, বেঁচে আছি,
কেন আর মিছামিছি যাতনা বাড়াও ?
বেশ আছি, ভাল আছি, কি আর স্মৃধাও ?

পত্র ।

কি আর লিখিব বল কি আর বলিব ?
কোন্ মুখে, প্রিয়তমে, তোমারে ডাকিব ?
যেমন করেছি কাজ, তারি ফল পাই আজ,
আমারি পাপেব তাপ, কার দোষ দিব ?
যে কদিন বেঁচে থাকি জলিয়া মবিব !

২

না জানি কাহার শাপে কিংবা কোন ভুলে—
মোর গলে বরমালা দিয়াছিলে তুলে ।
তুমি, প্রিয়ে, অনুপম ফুল কমলিনী সম,
পশেছি বিযাক্ত কীট আমি সেই ফুলে,
তোমাব স্নেহের সাধ গিয়েছে সমূলে !

৩

বরমালা দিয়াছিলে কার শাপ-ফলে !
কেন দিয়াছিলে বাঁপ জলন্ত অনলে ?
কোমল^৫ লতিকা তুমি, বিযাক্ত পাদপ আমি,
লয়েছ আশ্রয় মোর কল্লতরু ব'লে,
তা'র ফল চিরকাল মর এবে জলে !

৪

চিরকাল মিষ্টকথা বলেছি যাহায়,
 একটু ছুথের আঁচ পাছে লাগে গায়,—
 এই ডরে,—এই ভয়ে, থাকি সদা ত্রস্ত হ'য়ে,
 কেমনে নিষ্ঠুর কথা বলিছ তাহার ?
 কেমনে বেদনা দিছ তার সে হিয়ায় ?

৫

একবার নেহারিলে যাহার বদন,
 শরীরে রোমাঞ্চ হয়, পুলকিত মন,
 কিবা দিবা কিবা নিশি, “ভালবাসি ভালবাসি”
 বলে মোরে অনুরাগ যার ছনয়ন,
 কেমনে তাহার মনে দিলাম বেদন ?

৬

কেমনে তোমার মনে দিলাম বেদন ?
 আগার যে মেহ প্রেম সব অকারণ !
 সেই যে ছুঁকাক্য যত, বলিয়াছি নানামত,
 বিযাক্ত শরের গায় বাজিছে এখন,
 এখন বিফল হয় অরণ্যে রোদন !

৭

বিদ্যা বুদ্ধি শিক্ষা যত সকলি বিফল,
সে সকল ভস্মে ঘূত ঢেলেছি কেবল !
পশুর হৃদয় লয়ে, জন্মিয়াছি পশু হ'য়ে,
পশুর সদৃশ মোর রয়েছে সকল,
নহে কেন ক'রে বসি অমৃতে গরল ?

৮

মুকুতার মূল্য কভু বুঝেনা বানরে,
প্রোমের আদর কভু বুঝে না'ক নরে ;
মুখে শুধু বাড়াবাড়ি, প্রণয়ের ছড়াছড়ি,
এদিকে বিষের ডালি মনের ভিতরে,
ভিতরে কপট অতি, সরল উপরে !

৯

তুমি অল্পমা, প্রিয়ে, দেবী স্বরগের,
নিদারুণ নরপশু আমি মরতের,
বিনা দোষে, অকারণে, তোমার কোমল মনে,
উৎকট যাতনা আমি দিয়াছি গো ঢের,
ক্ষমা কর,—হেন কাজ না করিব ফের !

ক্ষমা দেবতার গুণ, মানুষের নয়,
 তাই চাহিতেছি ক্ষমা, হ'বে না সদয় ?
 সজল নয়ন দু'টি, মরমে রয়েছে ফুটি,
 অনুতাপে জ্বলে গেল এ পোড়া হৃদয় ;—
 ক্ষমা কর প্রিয়তমে,—আর নাহি সয় ।

উত্তর।

তোমারে করিব ক্ষমা ? কিসের তরে ?
অপরাধী-জনে কভু ক্ষমা কি করে ?
যেমন কঠিন দোষ, তেমনি কঠিন রোষ !
পড়িবে না রাগ মোর জনম ভ'রে !
তোমারে করিব ক্ষমা ? কিসের তরে ?

২

মনেতে পড়েনা বুঝি সে সব কথা ?
দিয়েছ হৃদয়ে মোর কতই ব্যথা !
ভুলিয়াছ সে সকল, শুকা'য়েছে অশ্রুজল,
ভালমানুষের মত কহিছ কথা,
কে জানে কি গুণ তুমি পেয়েছ তথা !

৩

তোমার সে কথা সব যাইব ভুলে ?
এই বুঝি মনোভাব লিখেছ খুলে ?
সে সকল প্রিয়তম, রেখেছি হৃদয়ে মম,
তুমি কি আদেশ দাও ফেলিতে তুলে ?
পাষাণের দাগ, সখা, যায় কি ধুলে ?

৪

তোমার মধুর স্বর মোহন বাঁশী,
 ঢালে অমিরের ধারা মরমে আসি,
 যখন শুনিতে পাই, আপনা ভুলিয়ে যাই,
 শুধুই যে আনন্দের সাগরে ভাসি,
 কটু কথা ? কই কভু শোনেনি দাসী ।

৫

“তব অপরাধ, সখা, আমার কাছে ?”
 এমন অলীক কথা বলিতে আছে ?
 মোর কাছে ক্ষমা চাও ? পারে পড়ি, মাথা খাও,
 ও কথা বদোনা নাথ আমার কাছে,
 অধিনী তোমাব ঠাই কাতরে যাচে ।

৬

আমিই শতেক দোষী চরণে তব,
 কত কথা মনে পড়ে, কি আর ক’ব ?
 তব দোষ মোর ঠাই,— বদোনা, বলিতে নাই,
 ও কথা শুনিলে আমি পাতকী হ’ব,
 আর যা বলিব বলা সকলি স’ব ।

আমার হৃদয়, নাথ, তোমার তরে,
কেমনে বলিব, সখা, কেমন করে !
কত ভাব হৃদে উঠে, মুখেতে নাহিক ফুটে,
মরমের কথা সব মরমে মরে,
ছ'চারিটি অশ্রুরূপে নয়নে ঝরে !

এখন প্রার্থনা শুধু, বারেক আসি,
দাঁড়াও পাশেতে মোর মধুর হাসি,
শুনে কথা মধুময়, দ্রব হ'বে এ হৃদয়,
সুখের তরল-স্রোতে যাইবে ভাসি,
তবেই তোমার দোষ ক্ষমিবে দাসী !

“স্বাধীন মানুষ,”

“মানুষ প্রাধান,”

এই ত সকলে কয়,

এমন কঠিন-

নিগড়ে যে বাঁধা,—

স্বাধীন কেমনে হয় ?

শতগুণে সুখী,

বনের বিহগ,

বিগুরু উদার প্রাণ,

ধার সখী মনে,

যথা সাধ মনে,

মুখেতে মধুর গান ।

আকাশে যখন

পাখী উড়ে যায়,

দেখে সাধ হয় মনে,

পাখা ছ’টি পেনে

বেতাম উড়িয়া—

সুখী হইতাম ক্ষণে !

অবশ হৃদয়

বিষাদে আকুল !

ভাবিয়া ভাবিয়া সারা !

সদাই ভাবিছে,

এবে কি করিছে,

কেমন যে আছে “তারা” !

পঞ্জিকা খুলিয়া,

গণিয়া দিবস,

দেখি কবে আছে ছুটি,

বারেক দেখিব,

সেই যে তোমার—

সহাস নয়ন ছ’টি !

(২)

ব'লে দিবে মোরে,	তুমি দয়া ক'রে,
কি হেতু এমন হয় ?	
তোমার বিরহে,	পরান আমার,
কেন স্মৃতি কভু নয় ?	
তোমার পারশে,	থাকি যবে, সখি,
হেরি তব স্মৃতিগুথ,	
বিষাদ কোথায়	ছুটিয়া পলায় !
হৃদয়ে উথলে স্মৃতি !	
তোমার কথায়,	তোমার হাসিতে
ঝরে যে কতই স্মৃতি,	
শুধু শুনি দেখি,	অবশ হইয়ে,
নাহি রয় ত্বা স্মৃতি !	
ফলে ফলে আর	চাঁদের কিরণে,
নদীর তরল জলে—	
কত শোভা হেরি	কেমনে কহিব ?
স্মরিলে হৃদয় গলে !	
তুমি নাই হেথা,	সে সকল স্মৃতি-
কোথায় গিয়াছে চ'লে !	

শুধু তার স্মৃতি,
রহিয়াছে আঁকা।
আমার মরণ তলে ।

তোমার দরশন,
তোমার মধুর হাসি,
আমার হৃদয়ে,
কে জানে কতই
ঢালে গো সুখের বাণী !

(9)

মনে পড়ে সই,
বলিয়ে কঠিন কথা,

সেই যে সে দিন,

সেই যে তোমার কোমল হিয়ায়,
 দিয়েছিলু আমি ব্যথা ;

সজল নয়ন, সেই যে তোমার—
মানসে উঠিছে ভাসি,—

[illegible]

আসিলে নিকটে,
ধরিলে অশ্রায়,—
ভুলিহু, চুমিহু মুখ,

আমার কপালে, পুন কি, প্রেয়সি,
আছে তেমনি জুথ ?

~~~~~

সদা ভাবিতেছি

সেই সুধামুখ

সজল নয়ন দু'টি,

সদা ভাবিতেছি,

দিন গণিতেছি,—

আসিছে পূজাব ছুটি ।

—

## প্রিয়র পত্র ।

একি কথা, প্রিয়তম ?  
শিহরে শরীব মম ।  
তোমার চবিত্রে মোর সন্দেহ উদয় ?  
না পারি করিতে ঠিক,  
ব'লে দাও, প্রাণাধিক,  
এমন পাপের চিন্তা কেন মনে হয় ।

বল দেখি, প্রিয়তম,  
প্রাণ কেন কঁাদে মম ?  
অধীর হ'তেছে কেন আমার হৃদয় ?  
কে যেন নিকটে আসি,  
হাসিয়া ঘণার হাসি,  
গলা ধ'রে কাণে কাণে চুপে চুপে কর ;

“তুই রয়েছিস হেথা,  
 বিষম বিপদ সেথা,  
 পিশাচী প্রাণেশে তোর গ্রাস করি লয় ;  
 পতি তোর পরবাসে,  
 পাপিনীর মায়া ফাঁসে-  
 বাঁধা পড়ে, জ্ঞান-হারা হ’য়েছে নিশ্চয় ;

তোর মুখ নাহি মনে,  
 কিবা নিদ্রা জাগরণে,  
 পিশাচী তাহার হৃদে সৰ্ব্বক্ষণ রয় ।”

শুনে অই পাপ কথা,  
 বুকেতে বেজেছে ব্যথা,  
 প্রাণ যেন কেঁদে উঠে পেয়ে মহাভয় !

বিশ্বাস না মানে মন,  
 বলা বল, প্রাণধন,  
 ও কথা কি সত্য ? কিংবা মিথ্যা সমুদয় ?  
 সন্দেহে বাঁচিনা আর,  
 বলা বল, প্রাণাধার,  
 হেন ব্যথা বুকে ধ’রে প্রাণ নাকি রয় ?

সেই আমি, সেই তুমি,  
এই সে মরতভূমি,  
সেই রক্ত এই দেহে আজি ও ত বয় ;  
তবে কেন বল আজ,  
এ সন্দেহ হৃদি-মাঝ ?  
কেন আজ মন মোর বিভীষিকা ময় ?

সেই আমি, তুমি সেই,  
“সে বিশ্বাস আজ নেই,”  
একথা কি আমি কভু করি হে প্রত্যয় ?  
সেই আমি, তুমি সেই,  
সেই ভালবাসা নেই,—  
থাকিব ভুবন মাঝে ? তাও নাকি হয় !

বল বল প্রিয়তম,  
এ সন্দেহ নিরমল—  
দলিছে মথিছে মোর এ হত-হৃদয় ;  
তুমি মোরে দাও বলে,  
এ বিশ্বাস যা'বে চ'লে,  
কি সে পুন হিয়া মোর হয় শান্তিময় ;—

আমি জানি মোর পতি,  
 মোরে ভাববাসে অতি,  
 সে কি মোরে ভুলে যাবে এত নিরদয় !  
 প্রিয়তম, প্রাণাধিক,  
 জানি আমি বাস্তবিক,  
 তুমি মোর প্রিয় প্রভু, নিশ্চয় নিশ্চয় ;  
 বল মোরে প্রাণাধিক,  
 এ কথা কি নয় ঠিক—  
 “আমারি আমারি তুমি ? আর কারো নয় ?”

## সখীর পত্র ।

বিবাহ বিধাতৃ-লিপি কে করে খণ্ডন ?

পতি পত্নী এ সম্বন্ধ,

বিধাতার সুনির্ভর,

কঠিন শৃঙ্খল এই ছুশ্ছেত বন্ধন ।

বাধা হ'লে একবার,

কভু না ছিঁড়িবে আর,

ঘুচিবে না সে সম্বন্ধ হ'লেও মরণ ;

শুধু এই পৃথিবীর,

এ বন্ধন নহে স্থির,

ইহ-পরলোকে ইহা বহিবে এমন ।

নহে বস্ত্র অলঙ্কার,

নহে ইহা ফেলিবার,

বাছিয়ে নূতন পুনঃ করিবে গ্রহণ ।

হ'ক গোরো হ'ক কালো,

সেই জাঁধারের আলো,

তারেই ভাবিবে কত আদরের ধন ;

হ'ক গোরো হ'ক কালো,

তারেই বাসিবে ভালো,

তার(ই) হাতে দিবে সঁপে জীবন যৌবন ।

সব(ই) ভাল, সব(ই) মন্দ,

ও শুধু মনের ধন্দ,

ভালবেসে দেখে দেখি দেখায় কেমন !

শুধু কেন পাবে কষ্ট,

আমি বলে দিই পষ্ট,

সংসারেতে সব ভাল আছে যত জন ;

কেহ গোরে কেহ কালো,

সবাই তাহারা ভালো,

কেবল রোগের গোড়া মানুষের মন ।

সত্য কথা বলি আমি,

তুমি যে পেয়েছ স্বামী,

আমি যা পেয়েছি, — আর নাহিক তেমন !

তোমার আশাব, যদি,

ভাল বর হ'ল, দিদি,

যা'কনাক ছারেখারে এ তিন ভুবন ;

মোরা যা পেয়েছি আর নাহিক তেমন !

## ফকিরের প্রতি ।

( শ্রীযুক্ত ফকিরদাস সরকার । )

তার মুখ, তার স্মৃতি, সখা গো, ভুলিতে বদ ?  
তার চিন্তা, তার ধ্যান, মহাপাপ এসকল  
বুঝি আমি ;—আর নাহি আমার সে অধিকার—  
হেরিতে স্মরিতে হয় ! সেই মুখ-শশী তার ।  
জানি আমি মহাপাপ হয় সেই ভাবনায়,  
কিন্তু, কি উপায়ে, সখে, বদ তারে ভোলা যায় ?  
অসার আমার চিত, নিতান্ত হে ছরবল,  
ভাবিতে তাহার কথা নয়নেতে আসে জল !  
উপদেশ সোজা কথা, দিতে পারি অনায়াসে,  
কেমনে পালিব তাহা মনে কভু নাহি আসে !  
পাপী আমি, পাপ করি, পাপেতে জনমে স্মৃথ,  
ভুলি পাপ, ভুলি তাপ, যবে সেই চাঁদমুখ  
হৃদয়-গগনে উঠে ছড়ায় কোনুদীরাশি ;  
পাগল হইয়া যাই ! সাধে কি হে ভালবাসি ?

সাধে কি হে ভালবাসি ? মনেতে সতত সেই  
রয়েছে রাণীর মত, ( একটু বিরাম নেই ! )

এই দীর্ঘ এক যুগ কোথায় চলিয়ে গেল,  
 তার সে মধুর স্মৃতি কিছু না মনিন হ'ল !  
 এ দীর্ঘ সময়-মাতো তাহার ভাবনা হয় !  
 ছাড়ে নাই এক দিন তরে এই অভাগায় !  
 রবি-করে ছায়া মত মেঘেতে বিজলী মম,  
 ফুলদলে পরিমল থাকে যথা অনূপম,  
 আমার মানস মনে তাহার মানসী কায়া  
 তেমনি গিবাছে মিশে । এই মোহ এই মায়া  
 আমার সঙ্গের সাথী ; যতদিন এ জীবন,  
 ছাড়িবেনা কভু মোরে জানি আমি বিনক্ষণ ।  
 মরিলেও আত্মা মোর এ কামনা বুকে পুরি,  
 তার সে মূর্তি-পাশে বেড়াইবে ঘুরি ঘুরি ;  
 যত দিন, যত কানে—না পূরে কামনা তার,  
 আসিবে মাইবে এই ভ্রমঙলে বারবার !  
 এক দিন তার মনে নিশ্চয় মিলন হ'বে,  
 তখন এ ক্ষোভ ছুঃখ আর না কিছুই রবে !  
 মিলনে মহান সুখ, জুড়াবে তাপিত প্রাণ,  
 আমার অমর আত্মা লভিবেক নিরবাণ ।

## বেণীর প্রতি ।

( শ্রীযুক্ত বেণীমাধব রায় । )

সত্যই কি, প্রিয়তম, হ'লে এত নিরদয় ?

ভুলে গেলে দয়া মায়া ভালবাসা সমুদয় !

ছ'দিনের অদর্শন,

এমনি করেছে মন,

তেমন মধুর স্নেহ সকলি পেয়েছে লয় ।

“চোখের আড়াল হ'লে,

ভালবাসা যায় চ'লে,”

এ কথার হ'ল, সাথে তোমাতেই পরিচয় ।

সত্য কহিতেছি, ভাই,

আমি কভু বুঝি নাই,

তেমন সরস প্রাণ এমন নীরস হয় !

কেবলি আইন লিখে,

রাত্রিদিন প'ড়ে লিখে,

কোমল হৃদয়খানি হ'য়ে গেল লৌহময় ।

আমিত শুধুই “পর”,  
মোর তাতে নাহি ডর,  
তবে এক কথা ভাবি মনেতে উপজে ভয় ;

ধীরে ধীরে এইরূপে,  
গোপনেতে চুপে চুপে,  
পাছে মিলাইয়ে যায় হৃদয়ের বৃত্তিচয় !—  
পাছে যায় স্নেহ প্রেম, এহ বড় ভয় হয় !  
বড় জোর ছুই ছত্র,  
ছোট একখানি পত্র,  
এই মাত্র আশা মোর,— আর ত কিছুই নয় !

“বড় ব্যস্ত, বড় কাজ,”  
“সময় নাহিক আজ,”  
এ সব ওজর মাত্র,—কেবল কথার ব্যয় ;  
থাকিলে মনের টান,  
কাদিয়া উঠিলে প্রাণ,  
সময় আপনি, সাথে, আঁস উপনীত হয় ;  
হয় নাকি ? সত্য ক’রে বলা দেখি, প্রেমময় ।

## কোকিলের প্রতি ।

( শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর বিচারজ্ঞ এম. এ. )

এক এক করি,                      পাঁচটি দিবস  
                    কোথায় গিলা'য়ে গেল,  
তবু ত তোমার,                      পৌছন সংবাদ,  
                    আজিও নাহিক এল !  
“চখের বাহিরে,                      মনের বাহির,”  
                    কথাটী আসত্য নয় ;  
জাঁথি পালটিলে,                      মানুষের প্রাণে,  
                    দাগটি নাহিক রয় !  
ভেবনা মনেতে,                      তোমার উপরে,  
                    দিতেছি একটু দোষ,  
আমি ভাল জানি,                      তোমার এখন,  
                    নাহি জ্ঞান, নাহি হোস !  
সুনীল আকাশে,                      উঠিলে চাঁদিমা,  
                    তারকা নিভিয়া যায়,  
উঠিলে তপন,                      লোহিত বরণ,  
                    শশাঙ্ক কোথায় ধায় !

[ ২৪১ ]

[ হৃদয়-গাথা ।

দাবানল পাশে,                      জালিলে প্রাদীপ—  
                                          চোখে নাহি যায় দেখা,  
 দীপ্ত দিবালোক,                      গ্রাসয়ে সত্তর,  
                                          জোনাকীর ক্ষীণ রেখা,  
 ক্ষীণ বংশীধ্বনি,                      নাহি পশে কাণে,  
                                          উঠিলে বাজনা রোল,  
 উচ্চ কলরবে,                      নাহি শুনা যায়,  
                                          নিশুব অফুট বোল ;  
 তোমাব মনেতে,                      স্মৃথিব প্রবাহ,  
                                          বহিছে বেগেতে এবে,  
 উচ্ছ্বাসের ঘায়,                      হিয়া ভেঙ্গে যায় -  
                                          তাই মরি আমি ভেবে !  
 সে হৃদয়ে তব,                      ওহে প্রিয়তম,  
                                          কোথায় আমার ঠাই ?  
 তোমার মনেতে,                      আমার ভাবনা,—  
                                          কেমনে রহিবে, ভাই ?  
 তব, মনে সাধ,                      শুনিব সংবাদ,  
                                          কখন পৌছিলে তথা,  
 আহ্লাদে কেমন,                      যুগল নয়ন,  
                                          কত কি কহিল কথা !

इन्द्र-गीता । ]

তোমারে প্রণাম,  
প্রণাম আমার,  
তঁাহার যুগল পায়,  
তোমরা সকলে,  
কে কেমন আছে,  
অভাগা জানিতে চায়।  
লিখো লিখো, সাথে,  
চিঠি একথানি,  
এই বড় মনে আশ,  
তব ক্রীচরণে  
নিবেদন গিতি—  
তোমার অখিল দাস।

## কোকিলের প্রতি । (২)

( শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর বিজ্ঞারত্ন এম.এ. )

শুনতেছি, প্রিয়তম, তোমারে ছাড়িতে হ'বে,  
তোমারে ছাড়িয়ে, সখে, কেমনে বাঁচিব তবে ?  
কে আর তোমার মত,  
হৃদয়ের কথা যত  
শুনবে আদরে ? নিজ মরমের কথা কবে ?

সত্য পৃথ্বী সুবিপুল,  
বিপুল এ নরকুল,  
কে চায় কাহারে বল ? নিজ কাজে মত্ত সবে !  
সত্য কহি প্রিয়তম,  
প্রাণ কেঁদে উঠে মম,  
যবে ভাবি মনে, সখে, তোমারে ছাড়িতে হ'বে,  
ভাবি, এ পরাণ মম কেমনে দেহেতে রবে !

২

এ নহে কৈতব কথা, তোঁয়ামোদ বাণী মম,  
দেখি নাহি কভু কারে, সখা হে, তোঁগার সম ;  
বসন্ত বায়ুর স্পর্শে,  
যেমন মনের হর্ষে,  
আপনি ফুটিয়া উঠে ফুলকুল মনোরম ;  
গগনে স্নুধাংশু আমি,  
হাসিলে মধুর হাসি,  
যেমন ঘুচিয়া যায় ধরণীর গাঢ় তম ;—

তেমনি পরশে তব,  
( কেন ? তা কেমনে ক'ব ? )  
কত ভাব হৃদে ফুটে অভিনব অনুপম !  
তোঁগার দরশে, ভাই,  
বিষাদ ভুলিয়া যাই,  
ভুলে যাই নিদারুণ হৃদয়ের ব্যথা মম ;  
নাহি বুঝি কি কুহক জান তুমি প্রিয়তম !

৩

যেমন অবোধ শিশু দর্পণের মাঝখানে,  
নিজ প্রতিবিম্ব হেরি চাহে সদা তারি পানে,

আঁহ্লাদে বিস্ময়ে আর,  
 চেয়ে দেখে বাব বার ।  
 দর্পণেতে শিশু কেন ? তাহা কভু নাহি জানে !  
 আমিও তাহারি মত,  
 চেয়ে থাকি অবিরত  
 তোমাব মুখের দিকে, কি জানি কিসের টানে !  
 তোমার মধুর কথা,  
 ঘুচায় যতেক ব্যথা,  
 চালে আনন্দেব ধারা, আমার কাতর প্রাণে,  
 মোহিত হৃদয় মম তোমার অপূর্ব গানে !

৪

নিবেদন, প্রাণধন, এই তব শ্রীচরণে,  
 দেখো যেন ভুলনা হে এ তব অধীন জনে,  
 চরণের এক পাশে,  
 রেখ এ অধম দাসে,  
 এ শুধু বাসনা মম, এ শুধু কামনা মনে,  
 যদিও থাকি হে দূরে,  
 হৃদয়ে রাখিব পুরে—

হৃদয়-গাথা । ]

তোমার স্মারক ছবি মথতনে মগোপনে ;  
পুজিব যতন ক'রে,  
দেখিব নয়ন ভরে,  
তোমার মুরতি খানি দিবানিশি মনে মনে,  
ভুলোনা অধীন জনে, রেখো সখে স্ত্রীচরণে ।

---

## ললিতের প্রতি ।

( শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । )

আজি প্রাতে তব লিপি আসিয়াছে, হে ললিত,  
কিন্তু, পাঠ করি তাহা হইয়াছি বিচলিত ।  
বিষাদের গাঢ় ছায়া, উষ্মধুম যাতনার,  
তোমার লিপিতে আজি করিয়াছে অঙ্ককার !  
কোথায় সে হাস্ত ধ্বনি ? কোথা সে প্রফুল্ল মুখ ?  
এ বিষাদ দেখি তব, বিষাদে বিদরে বুক !  
আশার অতৃপ্তি, রোগ, শোকতাপ এ ধরার,—  
তোমার ত নয় শুধু, এ অভাগ্য সবাঁকার ।  
আঁখি মেলে দেখ চেয়ে বিশাল জগত তলে,  
রোগ শোক যাতনার কি ঘোর অনল জলে !  
সবাই পুড়িছে তায়, নাহি কারো পরিত্রাণ,  
হ'ক রাজা কিংবা প্রজা দরিদ্র কি ধনবান ।

তবে কেন আমি একা তুলিব এ হাহাকার ?  
অগ্নির উপর কেন ঢালিব ঘূতের ধার ?  
নীরবে সহিব জালা, মুছিব আঁখির বারি,  
দেখিব কি উপায়েতে বিষাদ ভুলিতে পারি ।

সংসার বিয়ের তরু কাব্য তার মধুফল,  
এ সংসার মরুভূমে কবিতা স্নিগ্ধ জল ;  
ঘুচে তাপ, ঘুচে পাপ, ভারতীর আরাধনে,  
নিভে যাতনার জ্বালা কবিতার আলিঙ্গনে ।  
আশার সমাধি লয়ে বসে আছি নিরঞ্জে,  
কবিতা কুসুম তায় ছড়াতেছি সবতনে ।  
হতাশার চিতাবহ্নি কবিতার গম্বুজলে  
নিভে যায়, শান্তি আসি দেখা দেয় হৃদিতলে ।  
হৃদয়ের সখা যেন, যেন প্রিয়তমা নারী,  
কবিতা যতনে, সখে, মুছায় আঁখির বারি ।  
নহে কল্পনার কথা, নহে ইহা উপদেশ,  
সাধনায় সারদার, সত্য কহি ঘুচে ক্লেশ ।  
কমলা চঞ্চলা অতি, পাত্ৰাপাত্ৰ নাহি জ্ঞান,  
বিচার নাহিক তাঁর কে নিগুণ গুণবান !  
গুণমূৰ্ত্তি পায়ও যে, সেও লভে কুপা তাঁর,  
অগ্নাভাবে পণ্ডিতের গৃহে সদা হাহাকার !

তবে কেন তবে কেন “সংসারের নিষ্পেষণে”  
ছাড়িব কবিতা ?—তায় লাভ হ’বে কি রতনে ?

কাঁদিত হইবে যদি কাঁদিব পরাণ ভরি,  
 প্রেমসী-ললনা মত কবিতার গলা ধরি ।  
 সংসারের স্তখে মত্ত হইয়া হাসিব যবে,  
 প্রফুল্ল হৃদয় মত কবিতাও সঙ্গে রবে ।  
 “সনাতন” গণ্ডে তুমি লেখ তাহে ক্ষতি নাই,  
 পণ্ডে ফোটে মনোভাব, পণ্ডে আমি লিখি তাই ।  
 পাইতে স্নকবি যশ অভাঙ্গা না করে আশ,  
 “যশঃ প্রার্থী মন্দ কবি লভে শুধু উপহাস ।”  
 কবিতা পরম বন্ধু বন্ধুগীন এ প্রবাসে,  
 কবিতায় তাই লিখি,—নহে যশোলাভ আশে ।

কিন্তু আশা ছিল মনে, কবিতা লিখিয়া ভাই,  
 পাইব প্রশংসা কিছু ললিতা দেবীর ঠাঁই ;  
 ছিল এক দিন যবে, আমার কবিতা বালা  
 স্পর্শিত হৃদয় তাঁর, মানস করিত আলা ;  
 হরত শুকায় গেছে কল্পনা-সরসী মম,  
 নতুবা হৃদয় তাঁর ঢেকেছে বিয়াদ-তম ।  
 সংসার বিষম স্থান, উষা নিশ্বাসের ঘায়,  
 কোমল কুসুম কত অকালে শুকায় যায় !

তুমি দৃঢ় শাল তরু, তোমার উন্নত শিরে,  
লাগিলে প্রবল বাধা সহিতে পারিবে স্থিরে ।  
কিন্তু তব শাখাশ্রিতা কোমল লতিকা হায়,  
কেমনে সহিবে বল সে বিষম ঝটিকায় ?

পুছেছ আমার কথা, আমি, ভাই, আছি বেশ !  
তুমারে অনল বথা, আশায় হতাশা ক্লেশ !  
বিষকুমি মত জালা সহিতেছি সর্বদাই,  
হতাশ প্রেমের শিখা হৃদয় করিছে ছাই !  
অগ্নিগর্ভ গিরিমত অন্তর দ্রবীয়া হায় !  
জালাময় “লাভা”শ্রোত বাহিরায় কবিতায় ।  
পুল্ল কণ্ঠা পরিজন নিকটেতে আছে সবে,  
তবুও অভাগা আমি, একক, বিশাল ভবে !  
সুদীর্ঘ নিশ্বাস মাত্র অভাগার এ জীবন,  
যতক্ষণ রহে আয়ু বহে য’ক ততক্ষণ !  
জলবিশ্ব একদিন অবশ্য মিশিবে জলে ;  
বিন্দুমাত্র চিহ্ন তার রবেনা ধরণী তলে ;  
সেই শেষ দিন, সাথে, স্মরি সেই শেষ দিন,  
দিন দিন পলে পলে হইতেছি আয়ুহীন !

কি ফল বিলাপে, কিংবা কি ফল অতীতে আরি ?  
 এক লক্ষ্যে রাখি স্থির চালা'ব জীবন-তরি ।  
 জ্বলুক হতাশা বহি করি ঘোর গরজন,  
 বহুক সংসার ঝঞ্ঝা সিংহনাদ করি ঘন,  
 কবিতা সখীর সহ কল্পনার উপবনে,  
 কাটে যেন এ জীবন মধুময় আলাপনে ।  
 সম্পদের সিংহাসন, না চাহি যশের হার,  
 কবিতার সঙ্গলাভ ঘটে যেন অভাগার ;  
 এই শুধু ভিক্ষা মোর,—এ শুধু মনের সাধ,  
 পূরে যেন এই আশা, কর, মথ, আশীর্বাদ ।

হৃদয়-গাঁথা ।

পঞ্চম

[অনুবাদ ও অনুকৃতি ।]



# হৃদয়-গাথা ।

---

## তুমি সুখী ।

( লড বায়রণের “Well Thou Art Happy” কবিতার ছায়া । )

তুমি যদি হ'লে সুখী,  
আমি কেন হব দুঃখী ?  
আমিও হইব সুখী, কহিবু নিশ্চয় ;  
সেই সেকালের প্রায়,  
এখনো, প্রেয়সি হায় !  
তোমার' সুখেতে সুখী আমার হৃদয় ।

୨

ମହାସୁଖୀ ତବ ସ୍ବାମୀ ;  
 କି ଆର କହିବ ଆମି ?  
 ନିରାଶିନେ ତୁମ୍ଭ ଏହି ସୁଖେର କମ୍ପାଳ,  
 ଜ୍ଞେୟାୟ ଆମାର ହୃଦେ ବିନ୍ଦେ ସେନ ନାଳ !  
 ସେ କଥା ଥାକୁକ ଆଜ,  
 ତାହେ ଆର କିବା କାଞ୍ଚ ?  
 ଏହି ସୁଖ, ପତି ତବ ତବ ପ୍ରେମାସୀନ ;  
 ଯଦି ତାହା ନା ହୁଏତ,  
 ବୃକେତେ ବଡ଼ ବାଞ୍ଛିତ,  
 ରହିତ ତୁମ୍ଭାର ପ୍ରୀତି ସୁଖ ଚିରଦିନ ।

୩

ସେ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା, ପ୍ରାୟେ,  
 ତବ ଶିଶୁ ନିରାଶିରେ,  
 ଭାବିଲିମି ହିଁୟା ମମ ଯାହାବେ କାଟିଲା,  
 ଅବୋଧ ନିକଟେ ଆସି,  
 ହାସିଲ ମଧୁର ହାସି,  
 ଚୁମିଲୁ ତାହାର ମୁଖ ତୋମାର ଅଗ୍ନିୟା ।

୨୫୬ ]

চুমিছু বদন তার,  
চাপিছু হৃদয়-ভার,  
জনকের মুখছবি মুখেতে অঙ্কণ,  
কিন্তু আছে মাঝে তার,  
আমার সে প্রেমাদার,—  
তোমার সে মনোরম, প্রেমের নয়ন !

গেরি, যাই, দে বিদার,  
হেথা নাহি রহা যায়;  
তুমি স্মৃথী, আমি শোক না করিব আর,  
তব চাক চিত্র পাশ,  
না পারি করিতে বাস,  
তোমার অধীন চিত হইবে আবাস !

ভেবেছিছু,—অহঙ্কার  
সময়ের স্রোত আর,

বাল্যপ্রণয়ের শিখা দেছে নিভাইয়া ;  
তোমার নিকটে এসে,  
সে ভ্রম গিয়াছে ভেসে,  
আশা নাই,—আর সব তেমতি জাগিয়া !

৭

জানিতাম আমি, প্রিয়ে,  
তব ছবি নেহারিয়ে,  
থর থরে বুক মোর উঠিবে কাঁপিয়া !  
(পাপ এবে, যদি কেঁপে উঠে মোর হিয়া ; )  
তবু শান্ত, অবিচল,  
ছিহ্ন আমি অবিকল,  
হয় নাই ভাবান্তর তোমারে হেরিয়া !

৮

ফুল ইন্দীবর সম,  
আঁখি তব অনূপম,  
স্থাপিয়ে বদনে মম হেরিলে যখন,  
দেখিলে চাহিয়া তথা,  
নাহি কোন চঞ্চলতা,  
নিরাশা,—বিষাদ, শুধু ছাইয়া বদন !

হৃদয়-পাথা । ]

৯

বাল্যের স্বপন হায়,—

কেন মোর নাহি যায় ?

স্মৃতি কেন পুনরায় তোলে সগদয় ?

হায় হায় কোথা বাই ?

বিস্মৃতি কোথায় পাই ?

শান্ত হও, নহে চূর্ণ হও রে হৃদয় ।

২৯/৭/২৯০০ ]

[ ২৫৯ •

•

## সে কথা তুলনা ।

(লর্ড বাইরনের “Remind Me Not, Remind Me Not” কবিতার ছায়া।)

সে কথা তুলনা, সখি, সে কথা তুলনা আর,  
কত সুখে গেছে কাল, তুলনা কি আছে তার ?

আমার হৃদয় মন,

সমুদয় অরপণ

ক’রেছিল তব করে, — সে কাল কি মধুময় !

কেমনে ভুলিব ব’ল কত সুখ সে সময় ?

যতদিন এই তবে,

মোদের এ দেহ র’বে, —

যতদিন উভয়েতে না ত্যাগি এ সংসার,

ততদিন ভুলিব না সুখের সে সঙ্গাচার ।

২

ভুলিতে কি পারি, সখি ? — ভুলিতে কি পার তুমি ? —

যবে তব কেশরাশি পড়িত এ বক্ষ চুমি, —

তোমার সে বক্ষগুরু,

কম্পাবিত ছরুছরু,

তোমার শিথিল দেহ পড়িয়ে আমার কায় ;

এখনো সমুখে যেন দেখিতেছি আমি তার !

মনোরম সে বদন,

নিদ্রালস ছনয়ন,

নধর অধর তব, যেন নব কিশলয়,

স্বরভিত ধ্বাসে যেন প্রণয়ের কথা কয় !

৩

শুইয়া আমার বুকে তু'লে সে অলস জাঁখি—

কেমন মধুর ভাবে দেখিতে লো থাকি থাকি !

লালসা-জড়িম-দৃষ্টি,

করিত অমিয় বৃষ্টি !

হৃদয়ে চাপিয়ে ধ'রে সে সূচাকু দেহলতা,

অধরে অধর দিয়ে কহিতাম কত কথা !

কি মধুর আলোপন !

কি মধুর সে চুম্বন !

কি মধুর আলিঙ্গন !—চেতনা বিলুপ্ত প্রায় !

চুম্বনের আকর্ষণে প্রাণ বুঝি ছেড়ে যায় !

৪

আলসে অবশ জাঁখি সুদিয়ে আসিত তব,

সে সুষমা মনোরমা হায়রে কেমনে কব ?

মুদিত নলিনী সম  
অঁথিযুগ মনোরম ;  
কুম্ববর্ণ পদ্ম ছ'টি মিশেছে আসিয়া হায়,  
মরি মরি মনোলোভা কি শোভা হইত তায় !  
গোলাপের মত লাল,  
টুক টুকে ছ'টি গাল,  
তাহার উপর সেই কুম্ববর্ণ ছ'টি রেখা,  
প্রফুল্ল গোলাপে যেন ভ্রমর পাঁতির দেখা !

৫

গত রজনীর শেবে দেখেছি স্বপনে হার,  
কত দিন পরে পুন দেখা যেন ছ'জনায় !  
সেই সুখ, সাধ, আশা,  
সে কালের ভালবাসা,  
সকলি এসেছে ফিরে স্বপনের সে মারায় !  
অলীক স্বপন মাঝে,  
যে অতুল সুখ আছে,  
আমিই বুঝেছি শুধু, সে কথা না কহা যায় !  
চাহিনা কাহারে (ও) আমি,  
যদিলো স্বপনে তুমি

হৃদয়-গাঁথা । ]

মাঝে মাঝে দেখে যাও আছি আমি কি দশায় !  
তোমার নহনে সখি,  
আমি যে কুহক দেখি,  
তেমন কুহক আর পাইব বল কোথায় ?  
তোমার তুলনা তুমি,—নাহি আর এ ধরায় ।

৬

ব'লোনা আমারে, সখি, জাগা'য়োনা স্মৃতি আর,  
যদিও গিয়েছে চ'লে,—পাবনাক দেখা তার,—  
তবু, সে কালের কথা,  
হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা,  
স্বপনে জাগিয়ে হৃদে ঢালে আনন্দের ধার ;  
যতদিন এই ভবে,  
মোদের এ দেহ রবে,  
যতদিন এই দেহ নাহি হবে ছারখার,  
তত দিন ভুলিব না স্মৃতির সে সমাচার !

৩০।৪।১৯০০ ]

[ ২৬৩

## প্রণয় সঙ্গীত ।

( লর্ড বায়রনের "Love Song" এর ছায়া । )

কি কব ছুঃখের কথা ? যেখানে প্রণয়,  
সেখানে যাতনা ক্লেশ,—সেখানে সংশয় !  
ছুঃখময় দিবানিশি যেতেছে চলিয়া,  
সদা দীর্ঘশ্বাসে হিয়া যেতেছে ভাঙিয়া !

২

কেহ নাহি মোর,—ছুঃখ বলিব যাহায়,  
আকুল যাতনা ভারে মরিলাম হায় !  
জানিতাম, প্রণয়ের ছিল তীক্ষ্ণশর,  
সব তাহা বিষলিপ্ত দেখি অতঃপর !

৩

প্রণয় পাতিয়া ফাঁদ আছে গো বসিয়া,  
পাখী তথা নাহি-যায়,—যায় পলাইয়া !  
একবার পড় যদি প্রণয়-অনলে,  
আশা, সাধ, হিয়া তব,—সব যাবে জ্ব'লে ।

৪

আগিও পাখীর মত ছিলাম স্বাধীন,  
কতরঙ্গে খেলিয়াছি আগি রাত্রিদিন ;  
এবে প্রণয়ের ফাঁদে পড়িয়াছি হায় !  
ছটফট ক'রে মরি, প্রাণ বুঝি যায় !

৫

অকারণে ভালবাসা—বাসেনি যে জন,  
কেমন বাতনা তার বুঝে কি কখন ?  
প্রণয়ের প্রত্যাখ্যান, কটাক্ষ দারুণ,  
কেমনে বুঝিবে হৃদে জ্বলে কি আগুন ?

৬

স্বপনেতে ভাবিতাম তুমি গো আমার,  
এখন গিয়াছে মুছে ছায়া ছলনার !  
নিগুঢ় কুসুম সম আমার হৃদয়  
জীর্ণ শীর্ণ হ'য়ে গেছে—গিয়াছে প্রণয় !

৭

অমন অগার দৃষ্টি, ভ্রুকুটি ভীষণ,—  
এত অত্যাচার কেন কর অকারণ ?

প্রাণাধিক ! কি কারণে বলনা আমার  
ওরূপ নিষ্ঠুর তুমি এই অভাগায় ?

৮

বরষার নদীমত আমার নয়ন  
প্লাবিত হতেছে নিত্য ; কে আছে এমন  
চিরছুঃখী ? প্রিয়তমে ! তোমার দয়ায়  
দুর্চাঁও মনের ছুঃখ, বাঁচাঁও আমার ।

৯

অসহ্য হৃদয় জ্বালা,—প্রাণের বেদনা,  
নীরবেতে সহিতেছি অসংখ্য যাতনা ;  
ছুঃখের আঘাতে মোর হিয়া ভেঙে যায়,  
এক টুক লাগে নাক তোমাব হিয়ার ?

১০

চাল, চাল, দাঁও বিষ, কি ভয় তোমার ?  
হত্যা করিবার ভয় করিও না আর ।  
কুক্ষণে জনম মম,—কুক্ষণে প্রণয়,—  
ধীরে জীবনের হ'বে এইরূপে নয় ।

## জন-সমাগম-মাঝে ।

(লর্ড বাইরন "If Sanctimonies In The Haunts Of Men." ব'বিতার ভাষা ।)

জন-সমাগম-মাঝে থাকি গো যখন,  
যুছে বটে ক্ষণতরে প্রতিমা তোমার,  
একাকী হইলে পুন দেয় দরশন  
মধুর যুবতি তব মানসে আমার ।  
বিষাদ একাকী মোরে পেয়ে নিরালায়,  
দেখায় তোমার ছবি উজল সুন্দর,  
গোপনেতে কত কথা বলে গো আমার,  
লোক মাঝে প্রকাশিতে পায় বুঝি ডর ।

২

ক্ষমা কর,—জনতার কোলাহলে হয় !  
তোমার মধুর চিন্তা ছিলাম ভুলিয়া ;  
মূর্ত্তের তরে প্রিয়ে ভুলিয়া তোমায়,  
কহিতে ছিলাম কথা হাসিয়া হাসিয়া !

“তব স্মৃতি নহে প্রিয় হৃদয়ে আমার,—  
ভেবনা মনেতে কভু, ভেবনা কখন ;  
হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস সকলি তোমার,  
পরে কেন সে সকল করিবে শ্রবণ ?

৩

মুছে যদি হিয়া হ’তে মূরতি তোমার,  
শূন্য হিয়া ল’য়ে প্রাণ বাঁচিবে কেমনে ?  
কে আসিবে এই ভগ্ন হৃদয়ে আমার—  
বসিতে,—তোমার সেই শূন্য সিংহাসনে ?  
কভু নাহি হ’বে তাহা ; বিবাদ বতনে  
রাখিবে তোমার ছবি হৃদয়ে তুলিয়া,  
না ভুলিব যত কাল থাকি এ ভুবনে,—  
জগতের সবে যদি যায় গো তুলিয়া ।

৪

জানি আমি তব হিয়া কুসুম কোমল,  
এই অভাগার তরে করিত রোদন,  
ফেলে নাই একদিন ( ও ) নয়নের জল  
মোর তরে, তোমাঝিনে কভু একজন ।

হৃদয়-গাথা । ]

---

ভাবি মনে, প্রিয়তমে, তোমার প্রণয়  
দেবতার আশীর্বাদ, অমূল-রতন,  
পৃথিবীর ভালবাসা তেমন কি হয় ?  
ঠিক যেন স্বরগের সুখের স্বপন !

---

## শ্মশানে ।

(লং ঘেনোর 'Dirge Over A Nameless Grave' শীর্ষক কবিতার ছায়া ।)

ওই শান্ত নদীতীরে সন্ধ্যার ছায়ায়—  
প্রবাহ স্রবীরে যথা বহে তরতরে,  
ক্ষুদ্র বট বৃক্ষ এক বেন কি ব্যথায়,  
কাঁপাইছে শাখাগুলি শ্মশান উপরে ।

২

মৃদু রবিকর পড়ি তরুরাজি পরে,  
উজলিছে ঝকঝকি পল্লব গ্রামল,  
সন্ধ্যার লোহিত ভাতি অতি শোভা ধরে  
যেখানেতে স্নহরিত শম্পা স্নকোমল ।

৩

নীরবে বহিছে নদী বিষাদ গহ্বর—  
স্রবীরে,—শৈবালদল না কাঁপে তাহায় ;  
স্রুতি পবন বহে, কুসুম নিকর  
প্রফুল্ল ;—কিস্তরে হায় সে আজি কোথায় ?

চির পুষ্ট হৃদি আশা বিসর্জন দিয়া,—  
ব'লে ছিল তারা, তারে,—করিতে বরণ  
গর্বী এক ধনী পুত্রে ; কিন্তু তার হিয়া  
ছিল অন্তরত,—সে তা করেনি গোপন ।

বিষাদে কাতর,—মাস, বর্ষ চলি যায়,  
দিন দিন ক্ষীণ তার দেহ সুশোভন,  
শেষে মৃত্যু ক্রোড়গত ; কত অশ্রু হয় !  
বরষিল কতজন তাহার কারণ ।

সুধবল কেশরাজি বৃদ্ধ একজন  
শাশানে কতই অশ্রু ফেলিল কাতরে ;  
সকলে তাঁহার তরে করিল রোদন,  
বুঝিল, কতবারে বৃদ্ধ বধেছে স্বকরে ।

অতীত সে শোক কথা, পিতার নয়নে  
শুকায়েছে অশ্রু এবে ; শুধু একজন  
পারে নাই ভুলিবারে তোমারে ললনে,  
তেঁই নিতি আঁখিজল করে বরষণ ।  
যেথা রও স্নেহে রও, প্রেমসি আমার,  
এ অভাগা তব কথা ভুলিবে না আর ।

---

## দেবী আগমন ।

( লংঘেলোর "Footsteps Of Angels" কবিতার ছায়া । )

১

অস্তমিত দিবা যবে পশ্চিম-গগনে  
নিশার কোমল সর দেয় জাগাইয়া,  
স্বর্গগত অশরীরী পূত আত্মগণে ;  
পূত শান্তি স্তখে যারা ছিল ঘুমাইয়া ;

২

সন্ধ্যার প্রদীপ লোক না জ্বালে যখন,  
অগ্নির আলোক পেয়ে ছবি ছায়াময়,—  
দীর্ঘ ভয়ানক দেহ প্রেতের মতন  
গৃহ প্রাচীরেতে যেন প্রতিভাত হয় ,

৩

সে সময়ে,—স্বর্গগত আত্মীয় সকল,  
নীরবে ভবনে পশে দিয়া সুক্ত দ্বার,  
প্রিয়জন—প্রেমভরে হিয়া অচঞ্চল—  
হেরিতে আইসে মোরে আর একবার !

•

২৭৫

৪

সেই দৃঢ়কায় যুবা বয়স নবীন,—  
 কত উচ্চ আশা হৃদে সংসার-সমরে,  
 পথশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে হায়রে সে দিন  
 পড়িল, তেজিল দেহ সংসার প্রান্তরে

৫

পুত কমনীয় হাস তাহারা সকল,  
 কত যাতনার বিঘে ছ'য়ে জর জর,  
 মান মুখে তেয়াগিল এই ধরাতল—  
 না কহিল কিছু এই ভুবন ভিতর !

৬

আর সেই শোভাময়ী তাহাদের সনে,—  
 প্রিয় হতে প্রিয়তর সে যে গো আমার,—  
 প্রেমের প্রতিমা মোর তরুণ যৌবনে,  
 এবে দেবী প্রভাময়ী ত্রিদিব মাঝার ।

৭

সুধীরে নীবব পদে মে সুর-ললনা,  
আমে যেন দিতে মোরে স্বর্গের বাবতা,  
করে কর রাখি সেই কমল-আননা  
পাশে বসে, হৃদে তার স্বর্গীয় মমতা ।

৮

পাশে বসি, তুলি নীল কোমল নবন  
চেয়ে দেখে প্রিয়তমা আমার বদনে,  
যেমন নক্ষত্র রাজি—অপ্সরা মতন—  
চেয়ে দেখে ধীবে ওই সুনীল গগনে ।

৯

অশরীরী, তার বাণী উচ্চারিত নয়,  
তবু বুঝা যায় তার মাধুরী এসন,  
আভাময় মুখ হ'তে উচ্ছসিত হয়  
দেব হৃদয়ের মধু আশীষ বচন ।

বিষম হৃদয় মোর যদিও বিকল,  
যদিও একক আমি বিশাল ভুবনে,  
নির্ভয় হৃদয় হয়, লভি পুন বল,  
তাহার মধুর মুখ পড়ে যবে মনে ।

সমাপ্তি ।

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ  
বুদ্ধ্যাভিনা বানুসৃতি স্বভাবাৎ ।  
করোমি যচ্চৎসকলং পরৈশ্চ  
নারায়ণায়ৈব সমর্পয়ামি ॥  
যৎকৃতং যৎকরিষ্যামি তৎসর্বং ন ময়া কৃতম্ ।  
ভ্রুয়া কৃতং তু ফলভুক্ ত্বমেব মধুসূদন ॥

ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তু ।

# সাধারণ সূচীপত্র ।

( প্রত্যেক কবিতার প্রথম ছত্র বর্ণমালাসূচীতে । )

| বিষয়                                   | পত্রাঙ্ক |
|-----------------------------------------|----------|
| অজ্ঞেয় অনন্ত তুমি, ...                 | ৪৫       |
| অস্তুমিত দিবা যবে পশ্চিম গগনে ...       | ২৭৩      |
| আকাশ ছেয়েছে মেঘে, কোন খানে ফাঁক নাই,   | ৪০       |
| আকাশোতে চাঁদ উঠে ফুল ফুটে বনে ...       | ১৪৮      |
| আজি প্রাতে তব লিপি আসিয়াছে, হে ললিত,   | ২৪৮      |
| আমারে ভুলেছে সখা ? তাও কভু হয় ? ...    | ৬২       |
| আয় আয় আয় * * ...                     | ৫৬       |
| আর কিছু নহে, সখা, সে শুধু স্বপন ! ...   | ৯০       |
| এই ভিখারিণী বেশে, ...                   | ১৪৯      |
| এক এক করি ...                           | ২৪১      |
| একদিন নিদাঘের প্রভাত সমর, ...           | ৬১       |
| একি কথা, প্রিয়তম ? ...                 | ২৩১      |
| এ জগত ছলে ভরা বুঝনা ব্যথীর ব্যথা, ...   | ১৫৬      |
| ওই শান্ত নদীতীরে, সন্ধ্যার ছায়ায়, ... | ২৭০      |
| ওলো সখি, বল দেখি, সুধাই তোমারে, ...     | ২০০      |
| কচি কচি দুধে দাঁত আধ আধ আধ বোলে, ...    | ১৪৫      |
| কি আর লিখিব বল কি আর বলিব ?             | ২১৯      |

| বিষয়                                        | পত্রাঙ্ক । |
|----------------------------------------------|------------|
| কি কব ছুঃখের কথা ? যেখানে প্রণয়, ...        | ২৬৪        |
| কি জানি কেন গো আসি ...                       | ৭০         |
| কি লিখিব আর ? ...                            | ২১৫        |
| কি লিখিব সখি ...                             | ২২৬        |
| কি বলিব আর কেন ? ...                         | ১৬৯        |
| কি বলিবা সঘোষিব ? “প্রিয়তম” বলি ? ...       | ৮৫         |
| কে তুমি শোভিছ বল নয়ন ধাঁধিবা ? ...          | ৩          |
| কে দিল বাঁশীতে ফুঁ— ...                      | ৭৫         |
| কেন হয়েছিলি তুই এত মনোহর ? ...              | ১২১        |
| কেমনে ভুলিব তোবে ? ভুলিব কেমনে ? ...         | ৪৮         |
| কে রে ওই স্বর্ণলতা পড়িয়া ধূলায় ? ...      | ৬          |
| কোথা তুমি কোথা আমি ? দূবে বহুদূরে, ...       | ৩০         |
| কোন ব্রত ফলে ...                             | ৮০         |
| গভীর নীরব এক জোছনা রাতে, ...                 | ১৫৯        |
| গভীর নিশীথে আজি বসিয়া একা ...               | ১২৩        |
| গাও বীণে বিবহের গান, ...                     | ৯৫         |
| জনসমাগম মাঝে থাকি গো যখন ...                 | ২৬৭        |
| জানি না কেমন আছ, কোথায় বা আছ আব, ...        | ১২২        |
| তাব মুখ, তাব স্মৃতি, সখা গো, ভুলিতে বল ? ... | ২৩৭        |

| বিষয়                                        | পত্রাঙ্ক । |
|----------------------------------------------|------------|
| তুই কিরে স্বরগের বাতি ? ...                  | ১৪২        |
| তুমি যদি হ'লে সুখী ...                       | ২৫৫        |
| তুমি আমি দুই এক, কিছুই আলাদা নয়, ...        | ৩২         |
| তুমি ত প্রাণেব প্রাণ মোর কাছে নাই, ...       | ৩৩         |
| তোমার মনের দরপাণে ...                        | ৩৬         |
| তোমার আঁখিব ...                              | ৬৭         |
| তোমারে সুধাই, সখি, তুমি কি দেবতা ? ...       | ৭৮         |
| তোমারে করিব ক্ষমা ? কিসের তরে ? ...          | ২২৩        |
| দাঁড়াও, দাঁড়াও সখি, ক্ষণেক দেখিব, ...      | ৬৮         |
| দারুণ নিদাঘ কালে, ...                        | ১০৪        |
| দিন রাত তরে ...                              | ২৬         |
| দিবা অবসান ; রবি অস্তমিত প্রায় ...          | ১৬৫        |
| দেখেছি অনেক চিত্র কাককার্য্য সুশোভন, ...     | ১৪৬        |
| ধন্য গো নগেন্দ্রবালা, ধন্য গো লেখনী তোর, ... | ১৫৭        |
| ধন্য তুমি ভাগ্যবতি ...                       | ১৬২        |
| নাহি বুঝি মাঠুয়ের বিধান কেমন । ...          | ৪৪         |
| নিশায় গভীর ঘুমে থাকি যবে অচেতন, ...         | ৩১         |
| পারি না বহিতে আমি এত গুরুভার ...             | ১৫২        |
| পুরিলা না মনসায় আশায় নিরাশ হই ...          | ৩৮         |

| । বিষয়                                | পত্রাঙ্ক । |
|----------------------------------------|------------|
| প্রকৃতি, কি হেতু আজ ...                | ২০৪        |
| প্রতি নিশাশেষে ...                     | ১২         |
| প্রথম বসন্তে যবে মগ্ন অনিদা            | ১২৯        |
| প্রভাতের যুহু বায়ু বহে বুর বুর        | ১৩৩        |
| ফুলসনে সৌরভের গত ...                   | ২৫         |
| ফুলশোভা মনোলোভা ...                    | ১৪৭        |
| বড় কষ্টে, প্রিয়তমে, তোমার বিরহ,      | ১১০        |
| বল বল আজি মোরে ডাকিলে কেন ?            | ১০০        |
| বসন্ত প্রভাতে উঠি দিলেন আদেশ,          | ২০৭        |
| বহুকাল হল গত ...                       | ৫৫         |
| বিদায় বিদায়, প্রিয়ে, বিদায় বিদায়, | ১৭         |
| বিবাহ বিধাতৃ লিপি কে করে খণ্ডন ?       | ২৩৫        |
| বিষাদ আগার কাছে আর,                    | ১৫৯        |
| বুঝেছি স্বজনি আগি বুঝেছি সে কথা গো,    | ১১৯        |
| বেশ আছে, ভাল আছে, কি আর স্মৃতি ?       | ২১৭        |
| ভালবাস তুমি যারে তার রূপ নাই ?         | ১৯৩        |
| মরি মরি মধুর স্বপন ! ...               | ১১৮        |
| মিলনেতে সুখ ...                        | ৪৩         |
| ঘোবন ঘোদনে ...                         | ১৯৮        |

| বিষয়                                       | পত্রাঙ্ক। |
|---------------------------------------------|-----------|
| শুনিতেনি, প্রিয়তম, তোমারে ছাড়িতে হ'বে ... | ২৪৪       |
| শোক তাপ রোগ যাবে তেয়াগি ধরণী ...           | ৬৫        |
| শোনরে উন্মত্ত মন ...                        | ১৩২       |
| শ্রামাদ্রী নবীনা লতা ...                    | ১৪৪       |
| সই, কে বলে মানুষ ভাল, ...                   | ৮১        |
| সকলিত গেল চলে স্মৃতি কেন রয় ? ...          | ৫৮        |
| সত্যই কি প্রিয়তম হ'লে এত নিরদয় ? ...      | ২৩৯       |
| সদা মনে পড়ে সই ...                         | ২৮        |
| সুখময়ী স্বর্গভূমি । দেব দেবীগণ, ...        | ১২৫       |
| সুখের সপ্তমী আজি, বিমল গগনে ...             | ২১১       |
| সুন্দর স্নানীল নভে শোভে যথা শশধর, ...       | ৩৪        |
| সুনির্মল রাত্তি ...                         | ১৯৫       |
| সে আজি কোথায় ? ...                         | ৭৩        |
| সেই একদিন আর এই একদিন ! ...                 | ২০        |
| সে কথা তুলনা, সখি, সে কথা তুলনা আর ...      | ২৬০       |
| সে কালের কথা, সখি, মনে কি আছে ? ...         | ১১৫       |
| সে ত পুরাতন কথা, সব গুঁছে ভুলে, ...         | ৪১        |
| হৃদয়ের সুখশান্তি তুমিই আমার, ...           | ২২        |



## সংশোধনী ।

| পৃষ্ঠা* | পংক্তি | অশুদ্ধ      | শুদ্ধ              |
|---------|--------|-------------|--------------------|
| ৬       | টাইটেল | দেবিপ্রতিমা | দেবীপ্রতিমা।       |
| ৮০      | ৭      | কোথা সে     | কোথা আছে সে        |
| ১২২     | *১২*   | প্রিয় *    | প্রিয় পুষ্পমালা * |
| ১২৭     | ১৪     | মূহূর্তের   | মূহূর্তের।         |
| ১৪৯     | ১—২    | অভিমাননী    | অভিমানিনী          |
| ১৯৪     | ১২     | মরি         | ম'রে               |
| ২০৯     | ৩      | সিংহিনী     | সিংহী              |
| ঐ       | ঐ      | কেশবী       | কেশরীর             |

\*x\* কোন কোন পুস্তকে শুদ্ধকরণই মুদ্রিত আছে।